ন্যায়-দর্শন।

গৌতম-সূত্র, নূতন টীকা এবং
বিস্তৃত ব্যাখ্যা সমেত।

[illegible] সুবিখ্যাত ও সুশিক্ষিত জমিদার
শ্রীযুক্ত বাবু রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২ নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৬।

ন্যায়দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমঃ শিবায়।

প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়-বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্ব-জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ॥ ১ ॥ সূ ॥

ভূয়ো হরিহরং বন্দে প্রকৃত্যৈকং পরাৎপরম্।
প্রয়াগমিব মূঢ়ানামপি মালিন্যনাশিনম্ ॥
মহর্ষিং গোতমং নৌমি বাৎস্যায়নমহং পুনঃ।
গোলোকনাথপিতরং ন্যায়রত্নমনন্তরম্ ॥
বাসুদেবভবানন্দরঘুনাথাদিতো যথা।
অবনী শোভিতা তদ্বন্নবদ্বীপোঽপি শোভিতঃ ॥
জাতস্তস্মিন্ নবদ্বীপে হরিনাথঃ শ্রিয়া সুধীঃ।
ব্যাখ্যামি ন্যায়সূত্রাণি ভাষ্যাদেরনুসারতঃ ॥

অনাদিবাসনাদোষবিমূঢ়ান্ দুঃখমহার্ণবে নিমগ্নানশেষ-জীবান্ তস্মাদুত্তিতীর্ষূনপি তদুপায়াপ্রাপ্ত্যা পুনঃ পুনরাবর্ত্ত-মানানুদ্দিধীর্ষুঃ পরমকারুণিকো মহর্ষিরক্ষপাদঃ আন্বিক্ষিকী-

---

দুঃখময়-জগতে প্রাণিমাত্রই দুঃখার্ণবে নিমগ্ন অর্থাৎ নিরন্তর দুঃখ-প্রবাহ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে, যে কিঞ্চিৎ সুখের অনুভব

শাস্ত্রং প্রণীতবান্ তচ্চ প্রমাণেত্যাদি, অত্র প্রমাণানি চ প্রমেয়ঞ্চ ইত্যাদি প্রকারেণ দ্বন্দ্বসমাসো বোধ্যঃ।

প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং ষোড়শপদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ অসাধারণ-ধর্ম্মপ্রকারেণাবধারণাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমো মোক্ষপ্রাপ্তির্ভবতী-ত্যর্থঃ। তস্য ভাবস্তত্ত্বমিতি ব্যুৎপত্ত্যা তত্ত্বশব্দেনাসাধারণ-ধর্ম্মলাভঃ। স চ ধর্ম্মঃ প্রমাণত্বপ্রমেয়ত্বাত্মত্বশরীরভিন্নত্বাদি-রূপঃ। নিগ্রহস্থানানামিত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী, তস্যাশ্চ বিশেষ্যত্ব-মর্থঃ, তেন প্রমাণাদিধার্ম্মিকাসাধারণধর্ম্মপ্রকারকনির্ণয়লাভঃ। অথবা তত্র সম্বন্ধে ষষ্ঠী তত্ত্বস্য জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানমিত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী, তেন প্রমাণাদিনিষ্ঠাসাধারণধর্ম্মপ্রকারজ্ঞানলাভঃ। জ্ঞান-পদঞ্চ দোষবিশেষাস্কনভিভূতযথার্থনির্ণয়পরম্। তেন সংসার-দশায়াং শরীরাদাবাত্মত্বনির্ণয়সত্ত্বেঽপি কদাচিদাত্মনি আত্মত্ব-

---

হয়, তাহা মহাসাগরের কল্লোলপতিত জীবের মুখোত্তোলন জন্য সুখের ন্যায় ক্ষণিক সুখ, ঐ জীব সকলকে দুঃখমহার্ণব হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

উক্ত শাস্ত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা এই তিনটি নির্ণীত হইয়াছে। উদ্দেশ—বক্তব্য পদার্থের নাম কথন। লক্ষণ—অসাধারণ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম যাহার লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তাহা যদি তদ্ভিন্ন বস্তুতে না থাকিয়া তজ্জাতীয় সকল বস্তুতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অসাধারণ ধর্ম্ম বলে। পরীক্ষা—পরমত নিরাকরণ ও স্বমত সংস্থাপন। এই গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণাদি পদার্থের উদ্দেশ লক্ষণ ও ছলের পরীক্ষা। এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ এই তিন অধ্যায়ে প্রমাণ প্রমেয়া-দির পরীক্ষা। এবং পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি ও নিগ্রহস্থানের বিশেষ লক্ষণ ও তাহার পরীক্ষা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গ্রন্থকার প্রথম সূত্র দ্বারা প্রমাণাদি পদার্থের নাম, গ্রন্থের প্রয়োজন, ও গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের সহিত

জ্ঞানজননেঽপি চ ন মোক্ষাপত্তিঃ। তাদৃশজ্ঞানস্য ভ্রমত্বাৎ শরীরাত্মভেদবাসনারূপদোষাত্মভিভূতত্বাচ্চেতি। অনেন গ্রন্থেন প্রমাণাদীনামুদ্দেশলক্ষণপরীক্ষাঃ প্রতিপাদিতাঃ। তত্র উদ্দেশঃ প্রতিপাদ্যানাং পদার্থানাং নামকীর্ত্তনম্। লক্ষণমসাধারণো ধর্ম্মঃ। পরীক্ষা চ যুক্ত্যাদিনা পরমতনিরাকরণসহিতস্বমতসংস্থাপনম্।

এতদ্‌গ্রন্থস্তু পঞ্চাধ্যায়াত্মকঃ। তত্র প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণাদীনাং উদ্দেশলক্ষণে, ছলপরীক্ষা চ। দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থাধ্যায়েষু সংশয়প্রমাণাদীনাং পরীক্ষা। পঞ্চমাধ্যায়ে চ জাতিনিগ্রহস্থানবিশেষলক্ষণানি তৎপরীক্ষা চ নিরূপিতা। অনেন সূত্রেণ চ উদ্দেশপ্রয়োজনসম্বন্ধাঃ সূচিতাঃ। তত্র উদ্দেশঃ প্রমাণপ্রমেয়াদিশব্দনির্দ্দেশঃ, প্রয়োজনমপবর্গঃ। সম্বন্ধঃ প্রমাণাদিপদার্থগ্রন্থয়োঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ, মোক্ষগ্রন্থয়োশ্চ প্রয়োজ্যপ্রয়োজকভাব ইতি।

সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নাম প্রমাণ প্রমেয় ইত্যাদি ষোলটী সংজ্ঞা। প্রয়োজন অপবর্গ "অর্থাৎ মুক্তি"। গ্রন্থের প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থে যে প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক ভাব আছে তাহাই সম্বন্ধ। গ্রন্থের প্রয়োজনাদি জানিলে, পাঠকবর্গের, গ্রন্থাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হয়। প্রয়োজনের ও সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে কোন ব্যক্তিই কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এই নিমিত্তই গ্রন্থকারগণ গ্রন্থের প্রথমে প্রয়োজন ও সম্বন্ধ কহিয়া থাকেন। প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রভৃতির তত্ত্ব জ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়সাধিগম "অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়"। তত্ত্বজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান "অর্থাৎ যাহাতে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, সেই ধর্ম্ম পুরস্কারে তাহার অসংশয়রূপে জ্ঞান"।

যথা, রজ্জুতে রজ্জুত্ববুদ্ধি, সর্পে সর্পত্ববুদ্ধি, এস্থলে প্রমাণাদিতে প্রমাণত্বাদিবুদ্ধি, ও আত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধি, ও উৎপত্তিবিনাশরাহিত্যবুদ্ধি, এবং শরীরাদি ভিন্নত্ববুদ্ধি ইত্যাদি। এই শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে কেবল অপবর্গলাভই হয়, এমন নহে। বিজ্ঞান পদার্থের স্বরূপ,

অথ জাতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্মজন্যাদৃষ্টবশাচ্ছরীরপ্রবাহো ভবিষ্যত্যেব কুতোঽপবর্গবার্ত্তেত্যাশঙ্কায়ামাহ

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ॥ ২ ॥ সূ ॥

দুঃখজন্মাদীনাং মধ্যে য উত্তরোত্তরঃ, তস্যাপায়ে বিনাশে সতি, অনন্তরস্য পূর্ব্বস্য নাশাৎ ক্রমশোঽপবর্গো ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ আত্মা শরীরাদিভিন্ন ইত্যাদিরূপতত্ত্বজ্ঞানে জাতে আদৌ শরীরমেবাত্মেত্যাদিমিথ্যাজ্ঞানস্য নাশো ভবতি, ততো মিথ্যা-

---

তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ ও যুক্তি প্রভৃতিরও বিশেষরূপে জ্ঞান হয়, এজন্য ইহলোকে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রকে আন্বিক্ষিকী ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র বলিয়া থাকে। ১ ॥

উক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞান হইলে, যে প্রকারে আত্যন্তিক দুঃখ বিনাশরূপ মোক্ষ হয়, তাহার প্রণালী দুঃখজন্মেত্যাদি দ্বিতীয়সূত্র দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রাণি মাত্রেই প্রায় শরীরকে আত্মা বলিয়া জানে। তন্নিমিত্ত আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি জন্মিয়াছি, আমার মৃত্যু হইবে, এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে। যখন মনুষ্য যোগশাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা, চিত্তের বশতা, এবং শ্রুতি ও আন্বিক্ষিকী প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনাদি দ্বারা, তত্ত্বজ্ঞানলাভ করে, তখন মনুষ্যের মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয়। মিথ্যাজ্ঞান, যথা শরীরে আত্মত্ববুদ্ধি, আত্মাতে উৎপন্নত্ব ও বিনাশিত্ববুদ্ধি ইত্যাদি, ঐ মিথ্যাজ্ঞানের অপায় হইলে, পাপপুণ্য-সাধিকা প্রবৃত্তির, কিংবা পাপ ও পুণ্যের বিনাশ হয়। প্রবৃত্তির বিনাশ হইলে, জন্মের উচ্ছেদ হয়, এবং জন্মের অভাব হইলে, শরীরের অভাব হয়, তজ্জন্য দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। অর্থাৎ উক্ত প্রকার দুঃখ নাশের পর পুনর্ব্বার সেই আত্মার দুঃখ জন্মে না। ঈদৃশ আত্যন্তিক দুঃখের উচ্ছেদই অপবর্গ। মহর্ষির অভিপ্রায় এই, যোগশাস্ত্রে বিহিত

জ্ঞাননাশে দোষস্য রাগদ্বেষমোহত্রয়স্য নাশো জায়তে। অত্র দোষপদার্থঃ মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনেতি কেচিৎ, তন্নাশে চ তন্মূলিকায়াঃ প্রবৃত্তেঃ সুখদুঃখভোগসম্পাদকশরীরাদিবিষয়িণ্যাঃ প্রবৃত্তেরপায়ো ভবতি। প্রবৃত্তিরত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বা ততঃ প্রবৃত্তিনাশে সতি জন্মনঃ প্রথমশরীরসম্বন্ধস্য উচ্ছেদো ভবতি। তদনন্তরং জন্মাভাবেন দুঃখহেতোঃ শরীরস্যাভাবেন দুঃখং নোৎপত্তুমর্হতি। উৎপন্নস্য তু দুঃখস্য সহজকারণত এব নাশো জায়তে তেন আত্যন্তিকদুঃখনাশঃ সম্পদ্যতে, স এবাপবর্গপদার্থঃ। অত্র প্রমাণং, দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

ক্রিয়া দ্বারা, কিংবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ চিত্তের বিশুদ্ধতা ও বশতা লাভ করতঃ আন্বিক্ষিকী শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে তত্ত্বজ্ঞানের অবশ্যই উদয় হয়। যদিচ যোগশাস্ত্রের ক্রিয়ার এস্থলে কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু পরীক্ষাস্থলে তাহার উল্লেখ থাকায় এস্থলেও তাহা লিখিত হইল। তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান; আত্মা, শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্, এবং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, এইরূপ জ্ঞান। ঐ সকল জ্ঞান বহুকাল আত্মাকে চিন্তা করিলে "অর্থাৎ ধ্যান করিলে" দৃঢ়তর হয়। "অর্থাৎ তাহার আর সংশয় জন্মে না, এবং আত্মাই শরীর এইরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান ও ঐরূপ দৃঢ়তর মিথ্যা সংস্কার থাকে তাহার সমূলে উচ্ছেদ হয়। ঐরূপ অজ্ঞানের উচ্ছেদ হইলে, অজ্ঞানমূলক দোষের, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, মোহ এই তিনটীর অভাব হয়। তৎপরে রাগ দ্বেষ মোহের নাশ হইলে তজ্জন্য প্রবৃত্তির বিনাশ হয়। অর্থাৎ শরীরাদিতে এবং পুণ্য কি পাপ কার্য্যে উৎকট প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তি না হইলে তজ্জন্য পুণ্য কি পাপ আর নূতন জন্মে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে উৎপন্ন যে অদৃষ্ট পাপ ও পুণ্য সমুদায় তাহা ক্রমশঃ ইহ জন্মে কি জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াই বা হউক, ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়। ঐ অদৃষ্ট নিঃশেষ রূপে বিনষ্ট

অয়মাশয়ঃ তত্ত্বজ্ঞানেন বাসনানাশাত্তত্ত্বজ্ঞানিনোঽদৃষ্টং নোৎপদ্যতে সঞ্চিতাদৃষ্টস্য তু ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা ভোগেন ক্রমশঃ ক্ষয়ো ভবতি। অতোঽদৃষ্টাভাবেন জন্ম উচ্ছিদ্যতে ততো মোক্ষঃ সম্পদ্যতে ইতি। কেচিত্তু তত্ত্বজ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞাননাশে অদৃষ্টমপি নশ্যতি। অতো ন তত্ত্বজ্ঞানিনো ভোগ ইত্যাহুঃ, অত্র অপবর্গপদমপবর্গপ্রাপ্তিপরম্। তেন দুঃখাপায়াদপবর্গ ইত্যত্র পঞ্চম্যর্থস্য প্রয়োজ্যত্বস্য নাসঙ্গতিঃ। প্রাপ্তৌ প্রয়োজ্যত্বস্যান্বয়াৎ। পঞ্চম্যর্থোঽভেদঃ অপবর্গশব্দস্ত অপবর্গপর ইতি কেচিৎ। প্রমীয়তেঽনেনেতি করণে ল্যুট্‌প্রত্যয়েন নিষ্পন্নাৎ প্রমিতিকরণত্বরূপস্য প্রমাণলক্ষণস্য সহজত এব বোধো ভবতি ইতি স্বাতন্ত্র্যেণ তল্লক্ষণমনুক্ত্বা প্রমাণং বিভজতে। প্রত্যক্ষেত্যাদি।

হইলে আর জন্ম অর্থাৎ শরীর ধারণ করিতে হয় না। জন্ম না হইলে শরীর না থাকায় আর কি প্রকারে কেবল আত্মার দুঃখ হইবে? ঐ দুঃখের সমূলে উচ্ছেদই অপবর্গ। অতএব শ্রুতিও আছে "অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" অর্থাৎ শরীরশূন্য আত্মাকে সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। মুক্তি দুই প্রকার জীবন্মুক্তি ও পরম মুক্তি। জীবন্মুক্তি শরীর থাকিয়া মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনা নাশ "অর্থাৎ শরীরই আত্মা ঈদৃশ সংস্কারের উচ্ছেদ"। পরম মুক্তি দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ ॥ ২ ॥

প্রমাণশব্দটী প্র উপসর্গ মা ধাতু ল্যুট্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রশব্দ সহকারে মাধাতুর অর্থ যথার্থ জ্ঞান ল্যুট্‌প্রত্যয়ের অর্থ করণ, তিনটী মিলিত হইয়া প্রমিতির করণকে বোধ করায় এজন্য প্রমিতির করণত্বরূপ লক্ষণের প্রমাণ শব্দ দ্বারা বোধ জন্মে, অতএব প্রমাণের লক্ষণের কথন নিষ্প্রয়োজন বিধায়, লক্ষণকে স্বতন্ত্র না কহিয়া প্রমাণকে বিভাগ করিতেছেন।

প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ॥ ৩ ॥ সূ ॥

প্রত্যক্ষেত্যাদি প্রত্যক্ষাদিভেদেন প্রমাণানি চতুর্ব্বিধানীত্যর্থঃ। অত্র প্রমিতেঃ করণং প্রমাণং, প্রমিতিশ্চ স্মৃত্যন্যভ্রমভিন্নজ্ঞানং বিবক্ষিতং, তেন সংস্কারদ্বারা স্মৃতিজনকানুভবস্য ভ্রমজনকপিত্তদূরত্বাদেঃ ব্যভিচারিহেতুজ্ঞানাদেশ্চাপ্রাপ্ত্যা, ন হানিপ্রসঙ্গঃ। প্রত্যক্ষপদন্তু প্রতি অক্ষীণীত্যব্যয়ীভাবনিষ্পন্নং ইন্দ্রিয়মাত্রজন্যং জ্ঞানবিশেষং বোধয়তি, ততঃ প্রত্যক্ষমস্ত্যস্মিন্নিত্যর্থেঽর্শা আদিত্বাদচ্প্রত্যয়েন নিষ্পন্নম্। প্রত্যক্ষপ্রমাণ-

---

কার্য্য মাত্রেই কর্ত্তা ও করণকে অপেক্ষা করে, কর্ত্তা ও করণ না থাকিলে কার্য্য জন্মে না। বস্ত্র প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা তন্তুবায় প্রভৃতি, করণ তুরী (মাকু) প্রভৃতি ও তুরীর সহিত তন্তুর সংযোগ ব্যাপার। তাহার ন্যায় জ্ঞানও একটী কার্য্য বলিয়া, তাহার কর্ত্তা ও করণ অবশ্যই আছে। যাহার যত্নে কার্য্য জন্মায় সেই কর্ত্তা। যাহার ব্যাপারের অনন্তরই কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহার নাম করণ। আত্মার যত্নে জ্ঞান জন্মাইতেছে, এজন্য জ্ঞানের কর্ত্তা আত্মা। ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তি জ্ঞানাদিপ্রভৃতির ব্যাপারের অনন্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয় এজন্য ইন্দ্রিয় ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি জ্ঞানের করণ; ঐ যথার্থ জ্ঞানের করণই প্রমাণ, ঐ প্রমাণ চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ শব্দটী জ্ঞানবিশেষকে বুঝায় ও জ্ঞানবিশেষের করণকেও বুঝায়। এই সূত্রে প্রত্যক্ষশব্দের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রমিতির করণ, সেই করণ চক্ষু নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণ উত্তর সূত্রে বর্ণিত হইবে। সূত্রস্থিত অনুমান শব্দটী অনুমিতি করণের বোধক। এজন্য অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্য পদার্থের (ধূমাদির) দর্শনানন্তর ব্যাপক পদার্থের (বহ্ন্যাদির) নিশ্চয়কে অনুমিতি কহে। যথা কোন গৃহাদিতে দূর হইতে ধূম দর্শন করিলে ঐ গৃহে বহ্নি আছে এইরূপ নিশ্চয় সকলেরই হইয়া থাকে। এবং

মপি প্রতিপাদয়তীতি কেচিৎ। বস্তুতস্ত অক্ষপদঘটিত-ব্যুৎপত্তের্ভাষ্যাদৌ দর্শনেন প্রতিগতমক্ষং ইন্দ্রিয়ং ইতি কর্ম্মধারয়েণৈব ইন্দ্রিয়বোধকত্বং সুলভমিতি ধ্যেয়ম্। অনুমানশব্দোঽপি অনুমাত্যনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা অনুমিতিকরণবোধকঃ। এবমুত্তরত্রাপি। জ্ঞানং দ্বিবিধং স্মৃতিরনুভবশ্চেতি অনুভবোঽপি চতুর্ব্বিধঃ প্রত্যক্ষমনুমিতিরুপমিতিঃ শাব্দশ্চেতি ভেদাদিতি॥ তেষু প্রত্যক্ষং লক্ষয়তি।

নদীতে জল বৃদ্ধি বা বেগের আধিক্য দেখিলে কোন দেশে বৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ নির্ণয় অবশ্যই হয়। এস্থলে উক্ত বহ্নির নিশ্চয় ও বৃষ্টি হইয়াছে এই নির্ণয় বাহ্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্মায় না। কিন্তু ব্যাপ্য ধূমাদি বা নদীবৃদ্ধি ও বেগ দর্শনানন্তর জন্মাইতেছে, এজন্য উক্ত নিশ্চয়কে অনুমিতি বলিতে হইবে। এইস্থলে ধূমটী বহ্নির ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এবং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য এবং বৃষ্টি নদীবৃদ্ধি ও বেগের ব্যাপক। যে পদার্থ না থাকিলে যে বস্তুর অভাব থাকে, উক্ত পদার্থের ব্যাপ্য উক্ত বস্তু হয়। যথা বহ্নি না থাকিলে ধূম কদাচ থাকিতে পারে না অতএব ধূম বহ্নিপদার্থের ব্যাপ্য ও বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এবং বৃষ্টি না হইলে নদীবৃদ্ধি বা জলের বেগ কখনই হইতে পারে না, সুতরাং নদীবৃদ্ধি ও বেগ বৃষ্টির ব্যাপ্য, ও বৃষ্টি উহার ব্যাপক। যে জ্ঞানটী যে পদার্থের অনন্তর নিয়ত উৎপন্ন হয় অথচ মধ্যে ব্যাপার থাকে, সেই পদার্থটী সেই জ্ঞানের করণ হয়। এস্থলে বহ্নি আছে এই জ্ঞানটী ধূমদর্শনের অনন্তর নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে, এবং নদীবৃদ্ধি দর্শনানন্তর বৃষ্টি হইয়াছে এই নিশ্চয়টী নিয়ত হয়, ও মধ্যে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্টপর্ব্বত ইত্যাদি পরামর্শ জন্মে। অতএব ঐ ধূম দর্শনাদি বহ্ন্যাদির অনুমিতির করণ হইতেছে। তজ্জন্য অনুমান শব্দে তাহাকেই বোধ করিবে। এ বিষয় স্থলান্তরে বিশেষরূপে বিবৃত করা যাইবে। এবং উপমিতির করণ উপমান, ও শাব্দবোধের করণ শব্দ ইহাদের বিবরণ ইহাদের লক্ষণ কথনস্থলে বিবৃত করিব। ৩। সূ॥

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য-মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ইতি ॥৪॥ সূ ॥

ইন্দ্রিয়স্য চক্ষুরাদেরর্থেন সহ যঃ সন্নিকর্ষঃ তেন উৎপন্নং অব্যভিচারি ভ্রমভিন্নং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষপ্রমিতিরিত্যর্থঃ। জবাকুসুমাদিসন্নিধানবশাৎ স্ফটিকাদৌ রক্ততাপ্রতীতির্ভ্রম এব অতস্তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায় অব্যভিচারীতি বিশেষণম্। তৎপ্রত্যক্ষং দ্বিবিধং অব্যপদেশ্যং ব্যবসায়াত্মকঞ্চ। তত্র অব্যপদেশ্যং নির্ব্বিকল্পকং তচ্চ প্রকারতাদিশূন্যং ব্যবসায়াত্মকং, বিশিষ্টং জ্ঞানং তচ্চ প্রকারতাদিবিশিষ্টং অব্যপদেশ্যমিত্যাদের্বিভাগ-

---

প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণ কহিতেছেন। চক্ষু ত্বক ও নাসিকা প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়, কিংবা আভ্যন্তরিক ইন্দ্রিয় মনঃ, বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া, যে অব্যভিচারি, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক হয়, সেই জ্ঞানের নাম প্রত্যক্ষ প্রমিতি। চক্ষু ও জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রসাদির যাহা সাক্ষাৎকার হয় উক্ত সাক্ষাৎকারই প্রত্যক্ষ প্রমিতি। এস্থানে এই আশঙ্কা হইতে পারে, চক্ষু যখন বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ উৎপাদন করে, তৎকালে চক্ষু শরীরেই থাকে শরীর হইতে নির্গত হয় না। কিরূপে ঘটাদিতে সংযুক্ত হইয়া, তাহার প্রত্যক্ষ সম্পাদন করে, এই শঙ্কা বিশেষ বিবেচনা করিলে, দূরীকৃত অবশ্যই হইবে। কারণ দীপ, গৃহাদির একদেশে থাকিলেও তাহার প্রভা সমস্ত গৃহকে ব্যাপিয়া উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ চক্ষু পদার্থ তৈজস "অর্থাৎ তেজঃ স্বরূপ" তৎপ্রযুক্ত তাহার সূক্ষ্ম প্রভা নির্গত হয়। উক্ত সূক্ষ্ম প্রভা অগ্রবর্ত্তী পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া এই মনুষ্য এইটী গো ইত্যাদি জ্ঞান সম্পাদন করিয়া দেয়। যদিও মতান্তরে আলোক-সহযোগে বস্তু সকল চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত হইলে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মতটী যুক্তিসিদ্ধ বলা যায় না কারণ চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ দূরে আছে এইরূপ প্রত্যক্ষ হয় প্রতিবিম্ব হইলে দূর কদাচ বোধ হইতে পারে না কারণ মধ্যে আকাশমাত্র আছে আকাশ

পরন্তু ন ভাষ্যকারসম্মতম্। উক্তসন্নিকর্ষোঽপি ষড়্বিধঃ। সংযোগসংযুক্তসমবায়সংযুক্তসমবেতসমবায়সমবায়সমবেতসমবায়বিশেষণতাভেদাদিতি। তত্র দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সংযোগঃ, গুণক্রিয়াদ্রব্যগতজাতিপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায়ঃ, গুণত্বাদিপ্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, শব্দপ্রত্যক্ষে সমবায়ঃ, শব্দত্বপ্রত্যক্ষে সমবেতসমবায়ঃ, অভাবপ্রত্যক্ষে বিশেষণতা ইতি প্রত্যক্ষমপি ষড়্বিধং চাক্ষুষত্বাচরাসনঘ্রাণজশ্রবণমানসভেদাদিতি।

নিরাকার তাহার প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। ত্বগিন্দ্রিয় প্রায় সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে অতএব হস্তপদাদি কোন অবয়বের সহিত শীত উষ্ণাদি কোন বস্তু সংযুক্ত হইলেই তাহার প্রত্যক্ষ হয়। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কেবল রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। রূপভিন্ন নয়ন দ্বারা যাহার যাহার প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক্ দ্বারাও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। রসনেন্দ্রিয় রসযুক্ত পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাধুর্য্যাদি গুণকে সাক্ষাৎকার করায়, এবং নাসিকাও ঐরূপে গন্ধকে গ্রহণ করায়, তদ্রূপ কর্ণেন্দ্রিয় শব্দকে প্রত্যক্ষ করায়। মন ইন্দ্রিয়, জ্ঞান ও সুখাদিরূপ আভ্যন্তরিক পদার্থকে প্রত্যক্ষ করায়। কোন রক্তবস্তু—সমীপস্থিত স্ফটিকাদিতে যে রক্ততা প্রত্যক্ষ হয়, ঐ প্রত্যক্ষটী ভ্রমাত্মক। কারণ স্ফটিক শুক্লবর্ণ তাহাতে রক্তবর্ণ জ্ঞানটী অযথার্থ, এজন্য তন্বারণের নিমিত্ত, সূত্রে অব্যভিচারি অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন বিশেষণ দিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই উভয়ের, যে সম্বন্ধ থাকিলে প্রত্যক্ষ হয়, ঐ সম্বন্ধকে সন্নিকর্ষ বলে। উক্ত সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার। যথা সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তসমবেতসমবায়, সমবায়, সমবেতসমবায়, বিশেষণতা। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্রব্যে যুক্ত হয়, এজন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ সংযোগ। গুণ ও ক্রিয়া এবং দ্রব্যেতে যেজাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ। তাহার কারণ, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যেতে সংযোগ সম্বন্ধ হয়, পরে ঐ দ্রব্যের সমবায়—রূপ-সম্বন্ধ গুণাদিতে আছে এজন্য সংযুক্ত দ্রব্য সমবায় সন্নিকর্ষ।

ক্রমনির্দ্দিষ্টস্যানুমানং নিরূপয়তি বিভজতে চ

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ ॥ ৫ ॥ সূ ॥

অথশব্দোঽনন্তরার্থকঃ, যোজিতমনুমানমিত্যনন্তরং নিরূপ্যতে ইতি পূরণীয়ম্। তথাচ প্রত্যক্ষনিরূপণানন্তরং অনুমানং নিরূপ্যতে ইত্যর্থঃ। তৎপূর্ব্বকমিতি তৎপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবিশেষঃ সাধ্যসাধনয়োঃ সহচারপ্রত্যক্ষমিতি যাবৎ। তৎপূর্ব্বং যস্য তৎপূর্ব্বকং তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্যমিত্যর্থঃ। এতেন প্রত্যক্ষনিরূপণানন্তরং অনুমাননিরূপণে সঙ্গতিরুপজীব্যোপজীবকভাবঃ আনন্তর্য্যা-

---

সর্ব্বত্রেই এই রূপ প্রণালী। গুণ এবং ক্রিয়াতে যে জাতি থাকে, তাহার প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায়। শব্দপ্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ। যেহেতু কর্ণেন্দ্রিয়গগনস্বরূপ, তাহার সহিত শব্দের সমবায় সম্বন্ধই আছে। শব্দত্ব জাতি প্রত্যক্ষে সমবেতসমবায়। অভাব প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ দুই প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম অব্যপদেশ্য বা নির্ব্বিকল্পক বলে। ঐ জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রথম জন্মায়, ইহা গোত্বধর্ম্ম ও গো-ধর্ম্মি প্রভৃতিকে পৃথক্ রূপে বিষয় করে অর্থাৎ গোত্বাদির গবাদিতে সম্বন্ধকে বিষয় করে না। দ্বিতীয় ব্যবসায়াত্মক ইহাকে সবিকল্প কহে, এই প্রত্যক্ষ গবাদিতে গোত্বাদির সম্বন্ধকে বিষয় করে। এজন্য গোত্ব-বিশিষ্ট গো এইরূপ প্রত্যক্ষের আকার হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ সূ ॥

প্রত্যক্ষের অনন্তর অনুমান নিরূপণ করিতেছেন।

কোন ব্যাপ্য পদার্থকে দর্শন করিয়া, অন্য কোন ব্যাপকের যে নিশ্চয় হয়, সেই অনুমিতি। যে কোন পদার্থ দেখিলেই অন্যের নিশ্চয় হয় এরূপ নহে, তাহা হইলে, গো দেখিলে ঘোটকের নিশ্চয় হইত ও ঘট দেখিলে পটের নিশ্চয় হইত, এজন্য ব্যাপ্য দেখিলেই ব্যাপকের নিশ্চয় হয় ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। যথা ধূম দর্শন করিয়া পর্ব্বত ও গৃহাদিতে অগ্নির, ও নদীবৃদ্ধি দেখিলে বৃষ্টির, পত্র দর্শন দ্বারা লেখকের

ভিধানে নিয়ামক ইতি সূচিতম্। অনুমানং অনুমিতেঃ করণং ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানম্। তথাচানুমিতিকরণত্বমেব লক্ষণং তচ্চ যোগলভ্যতয়া ন স্বাতন্ত্র্যেণোক্তমিতি ভাবঃ। কেচিত্তু তৎপূর্ব্বকমিত্যস্য তদ্ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মত্বাবগাহিপ্রত্যক্ষং পূর্ব্বং যস্য তৎ তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্যমিত্যর্থঃ। অনুমানমনুমিতিঃ, তথাচ তাদৃশপ্রত্যক্ষজন্যত্বং অনুমিতিলক্ষণম্। যত ইত্যধ্যাহারেণ তৎকরণলক্ষণমূহনীয়মিতি ভাব ইত্যাহুঃ। তদনুমানং ত্রিবিধং, তৎ কিমিত্যত আহ পূর্ব্ববদিত্যাদি পূর্ব্বং কারণং বিষয়তয়া তদস্ত্যস্মিন্নিতি পূর্ব্ববৎ তথাচ কারণলিঙ্গকমিতি তু পর্য্যবসিতম্। শেষবদিতি শেষঃ কার্য্যং বিষয়িতয়া

জীবিত্বের নির্ণয় প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। এস্থলে ধূমটী বহ্নির ব্যাপ্য, কারণ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হয় তাহার নাম ব্যাপ্য, সাধ্যশূন্য দেশে অর্থাৎ সাধ্যটী যে স্থানে না থাকে সেই দেশে অসদ্ভাব অর্থাৎ তদ্দেশে না থাকা তাহাকে সাধ্যের ব্যাপ্তি কহে। সাধ্যশব্দটী যাহার অনুমিতি হয় তাহার নাম। এ স্থলে বহ্নির ও বৃষ্টি প্রভৃতির অনুমিতি হইতেছে, এজন্য বহ্নি ও বৃষ্ট্যাদি সাধ্য। বহ্নিশূন্য দেশে কদাচ ধূম থাকে না অর্থাৎ বহ্নি যে দেশে নাই, সে স্থলে ধূমের অসদ্ভাব আছে, একারণে ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বৃষ্টি না হইলে কোন রূপেই নদীবৃদ্ধি হয় না। যে স্থানে অধিক বৃষ্টি হয় সেই স্থানেই নদীর বৃদ্ধি হয়। একারণ বৃষ্টির ব্যাপ্য নদীবৃদ্ধিকে বলিতে হইবে, ও জীবন না থাকিলে লেখা কদাচ ঘটিতে পারে না, এজন্য লেখনটীও জীবনের ব্যাপ্য ইহাতে সন্দেহ নাই। পর্ব্বতাদিতে বহ্নিব্যাপ্য ধূমাদির দর্শন হইয়া তৎপরে বহ্নি-ব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বতাদি, এবং বৃষ্টিব্যাপ্যনদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদি নিশ্চয় হয় তদনন্তর বহ্নিমান্ পর্ব্বতাদি এবং নদীবৃদ্ধিবিশিষ্ট দেশাদিরূপ অনুমিতি জন্মে। ঐ বহ্ন্যাদির নির্ণয়কে প্রত্যক্ষ বলা যায় না, কারণ, যে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের

তদস্ত্যস্মিন্নিত্যর্থে শেষবৎ তথাচ কার্য্যলিঙ্গকমনুমানমিতি ভাবঃ। সামান্যতো দৃষ্টমিতি কারণকার্য্যভিন্নলিঙ্গকমিতি তু পর্য্যবসিতার্থঃ। কেচিত্তু পূর্ব্ববদিত্যাদেঃ পূর্ব্বং কারণং স্ববিষয়কজ্ঞানজন্যত্বসম্বন্ধেন তদ্‌যত্রাস্তি তৎপূর্ব্ববদিত্যাদিকং ব্যাখ্যায় অনুমিতিবিভাগপরত্বং বর্ণয়ন্তি। আদ্যং যথা দেশোঽয়ং বৃষ্ট্যা সম্পৎস্যতে উন্নতমেঘবত্ত্বাৎ ইত্যাদি, অত্র হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধস্তু এতদ্দেশানুযোগিককালিকসম্বন্ধঃ নাতোঽব্যভিচারঃ। দ্বিতীয়ং যথা নদীবৃদ্ধিদর্শনেন বৃষ্টির্জাতা ইত্যনুমিতিঃ প্রয়োগস্তু এতন্নদীবৃদ্ধিকরং জলং বর্ষণজন্যং তত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বাদিত্যাদি বস্তুতস্তু বর্ষোঽয়ং কিঞ্চিদ্দেশেন ভূতবৃষ্টিবান্ নদীবৃদ্ধিমত্ত্বাদিত্যাদি এবং পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদি। তৃতীয়ং যথা অদ্য অত্র বৃষ্টির্ভবিষ্যতি পিপীলিকাণ্ডসঞ্চরাৎ। ঘটঃ স্পর্শবান্ রূপবত্ত্বাদিত্যাদি। নব্যাস্তু পূর্ব্ববদিত্যাদীনাং কেবলান্বয্যাদিপরত্বং

সংযোগ না হইয়া জন্মে না। এস্থলে পর্ব্বতাদিতে যে বহ্নির নির্ণয় কিংবা দেশাদিতে বৃষ্টির নির্ণয় তাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নাই, এবং কোন বাক্য দ্বারা ঐ জ্ঞানটী জন্মাইতেছে না বিধায় ঐটী শাব্দবোধও কোন রূপে হইতে পারে না। এ জন্য সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট পক্ষ পর্ব্বতাদি রূপ জ্ঞান হইয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহারই নাম অনুমিতি। ঐ অনুমিতির করণ যে হইবে সেই অনুমান। সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট পক্ষজ্ঞানজন্য জ্ঞানত্ব অনুমিতির লক্ষণ, বহ্নিব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম এইরূপ যে জ্ঞান প্রথম জন্মায় সেই করণ। ঐ অনুমান তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট, তন্মধ্যে কারণহেতুক অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ যথা উন্নতমেঘবিশেষ দর্শন করিয়া শীঘ্র বৃষ্টি হইবে এইরূপ অনুমিতি। এবং রোগ বিশেষ দেখিয়া, মৃত্যু হইবে এইরূপও অনুমিতি জন্মে, এস্থলে বৃষ্টির কারণ উন্নত মেঘ ও মৃত্যুর কারণ রোগ বিশেষ। ইহারা হেতু জ্ঞাপক হওয়ায় ঐ অনুমিতি সকল কারণ লিঙ্গক অনু-

প্রকল্প্য কেবলান্বয়ি কেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকি ভেদেন অনুমানং ত্রিবিধং বিভজ্য, তত্র কেবলান্বয়িত্বং অন্বয়পরামর্শ-মাত্রজন্যানুমিতিকরণত্বম্। ব্যতিরেকি পরামর্শমাত্রজন্যানু-মিতিকরণত্বং কেবলব্যতিরেকিত্বম্। অন্বয়পরামর্শব্যতিরেকি পরামর্শোভয়জন্যত্বং অন্বয়ব্যতিরেকিত্বমিতি ব্যাচখ্যুঃ।

ক্রমপ্রাপ্তং উপমানং নিরূপয়তি।

প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ ॥ ৬ ॥ সূ ॥

প্রসিদ্ধস্য গবাদেঃ সাধর্ম্ম্যাৎ সাদৃশ্যজ্ঞানাৎ, সাধ্যস্য গবয়াদিপদবাচ্যত্বস্য, সাধনং সিদ্ধিকরণং নিশ্চয়স্য করণং উপমানং উপমানপদার্থঃ। তথাচ গ্রামবাসী কশ্চিৎ পুরুষঃ

মিতি হইতেছে। কার্য্যহেতুক অনুমান অর্থাৎ কার্য্যকে হেতু করিয়া কারণের যে অনুমিতি হয় তাহার করণকে শেষবৎ কহে। যথা ধূমাদি দর্শন করিয়া, বহ্ন্যাদির অনুমিতি, এবং নদীবৃদ্ধি দেখিয়া অতীত বৃষ্টির অনুমিতি হয়। এবং কার্য্য ও কারণ ভিন্ন হেতুক যে অনুমান সেই সামান্যতো দৃষ্ট যথা, জন্যত্ব দেখিয়া বিনাশিত্বের অনুমিতি এবং শৃঙ্গ দেখিয়া পশুতে পুচ্ছের অনুমিতি উৎপন্ন হয়, তাহার করণ ইত্যাদি। নব্যেরা ব্যাখ্যা করেন কেবলান্বয়ি অনুমানটীর নাম পূর্ব্ববৎ। কেবল ব্যতিরেকি অনুমান শেষবৎ। অন্বয়ব্যতিরেকি অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি জ্ঞান না থাকিয়া, কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞান থাকিয়া, যে অনুমিতি জন্মে, সেই অনুমিতির করণ কেবলান্বয়ি। অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞানের অজন্য হইয়া ব্যতিরেকব্যাপ্তি জ্ঞানজন্য যে অনুমিতি তাহার করণ কেবলব্যতিরেকি, উভয়ব্যাপ্তি জ্ঞানজন্য যে অনুমিতি তাহার করণ অন্বয়ব্যতিরেকি। ব্যাপ্তি দুই প্রকার অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। সাধ্যের শূন্যদেশে অসদ্ভাব অর্থাৎ সাধ্যশূন্য প্রদেশে অবস্থিতি না করা, সেই অন্বয়ব্যাপ্তি। অথবা হেতুর অধিকরণে বর্ত্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই

প্রাচীনৈর্গোসদৃশঃ পশুঃ গবয়পদবাচ্য ইত্যেবমুপদিষ্টঃ সন্ অরণ্যমুপস্থায় গবয়ং জন্তুং দৃষ্ট্বা অয়ং গোসদৃশ ইত্যেবং চক্ষুষা নিশ্চিনোতি। ততঃ প্রাচীনানাং তাদৃশবাক্যস্থার্থং স্মৃত্বা নির্ণয়তে চ অয়ং পশুঃ গবয়পাদবাচ্য ইত্যেতাদৃশং ততস্তং পশুং গবয়পদেন ব্যবহরতি। অত্র চ গ্রামীণস্থ বনগামিনঃ প্রথমং গবয়ং পশ্যতোঽয়ং গোসদৃশ ইতি যৎ প্রত্যক্ষমুদেতি তদুপ-মানম্। গো-সদৃশো গবয়পদবাচ্য ইত্যেতাদৃশবাক্যার্থস্মরণং তস্থ ব্যাপারঃ। অয়ং গবয়পদবাচ্য ইত্যাদিরূপো যো নির্ণয়ঃ সা উপমিতিফলম্। অত্রাহুঃ এবং বৈধর্ম্ম্যজ্ঞানাদপি, যঃ কর-ভাদিপদবাচ্যত্বনিশ্চয়ঃ সাপ্যুপমিতিঃ। তত্র ইতরবৈধর্ম্ম্যজ্ঞান-মুপমানম্। সূত্রে সাধর্ম্ম্যপদস্থ তদুপলক্ষণত্বাৎ। যথা ধিক্ করভং অতিদীর্ঘগ্রীবং পশূনামপসদং কঠোরকণ্টকাশিনঞ্চ চপলতরাধরোষ্ঠমিত্যাদি বাক্যার্থং নির্ণীয়, উষ্ট্রং দৃষ্ট্বা অয়ং অতিদীর্ঘগ্রীবাবান্ কঠোরকণ্টকং ভুঙ্‌ক্তে চপলতরাধরোষ্ঠ

সাধ্যাধিকরণে বৃত্তিত্ব অন্বয়ব্যাপ্তি। সাধ্যের অভাবাধিকরণ যে যে দেশ সেই সকলে অবস্থিত অভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যাহার অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। তাহাতে অভাবের প্রতি-যোগিত্ব থাকে॥ ৫॥ সূ॥

অনুমান নিরূপণানন্তর উপমানের লক্ষণ করিতেছেন।

গ্রামবাসী কোন পুরুষ, অর্থাৎ যে কখন গবয় নামে কোন জন্তু আছে ইহা জানে না বা দেখে নাই, ঐ ব্যক্তি "গোসদৃশ পশু গবয়" এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া, অরণ্যাদিতে গমন করিলে, অনন্তর গবয়কে দর্শন করিয়া, এই পশু গোসদৃশ এইরূপ নিশ্চয় করে। তৎপরে গো-সদৃশ পশু গবয়পদবাচ্য এই পূর্ব্ববাক্যার্থের স্মরণ করিয়া, এই পশু গবয়পদবাচ্য এইরূপ স্থির করে। ঈদৃশ স্থিরতাই উপমিতি। গোসদৃশ গবয়পদবাচ্য এই বাক্যার্থের যে স্মরণ তাহাই ব্যাপার। এই পশু গোসদৃশ

ইতি পশ্যতঃ পুরুষস্য তস্মিন্ যদতিদীর্ঘগলবত্ত্বাদিরূপস্তেতর-পশুবৈধর্ম্ম্যস্য জ্ঞানমুপমানম্। ধিক্ করভমিত্যাদিবাক্যার্থ-স্মরণং ব্যাপারঃ। অয়ং করভপদবাচ্য ইতি যজ্জ্ঞানং জায়তে সাপি উপমিতিঃ। করভমিত্যাদৌ তু ধিক্‌শব্দযোগে দ্বিতীয়া ইত্যাচার্য্যাঃ।

উপমানোত্তরং নির্দ্দিষ্টং শব্দং লক্ষয়তি

আপ্তোপদেশঃ শব্দ ইতি ॥ ৭ ॥ সূ ॥

আপ্তস্য উপদেশঃ আপ্তোপদেশঃ। আপ্তস্তু বাক্যার্থবিষয়ক-যথার্থজ্ঞানবত্ত্বে সতি প্রতারণাদিশূন্যঃ পুরুষঃ। উপদেশস্তু

এইরূপ যে প্রত্যক্ষ জন্মে তাহার নাম উপমান। সূত্রস্থিত প্রসিদ্ধ শব্দটী প্রসিদ্ধ গবাদির বোধক, তাহার সাধর্ম্ম্য "অর্থাৎ গবাদির সাদৃশ্যজ্ঞান" সেই সাধ্যসাধন, উপমান পদার্থ। এইরূপ সূত্রের অর্থ। আচার্য্য প্রভৃতি বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানকেও উপমান কহিয়া থাকেন। যথা অতিদীর্ঘগলাবিশিষ্ট ও কঠিনকণ্টকভক্ষণকারী এবং অতিচঞ্চল অধর ওষ্ঠশালী যে পশু সেই করভপদবাচ্য, এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কোন পুরুষ, উষ্ট্র দেখিলে নিশ্চয় করে যে এই পশুটীর গলদেশ অতি-লম্বা ও ইহার অধর ওষ্ঠ অতি চঞ্চল, এবং কঠিন কণ্টক ভক্ষণ করিতেছে অতএব এই জন্তুই করভপদের বাচ্য, এই নিশ্চয়ই উপমিতি। এস্থলে এই পশুতে বর্ত্তমান যে অতিদীর্ঘ গলদেশাদি, তাহা অন্য পশুর বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ অন্য পশুতে এই সকল ধর্ম্ম নাই এই পশু তদ্বিশিষ্ট এই জ্ঞানই উপমান। এবং ঐরূপ দীর্ঘ গলাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট পশুই করভ-পদবাচ্য ইত্যাদি উপদেশ বাক্যার্থের যে জ্ঞান তাহাকে ব্যাপার বলে ॥ ৬ ॥ সূ ॥

উপমানানন্তর শব্দ প্রমাণের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।

আপ্তোপদেশ—আপ্তব্যক্তির উপদেশ অর্থাৎ, বক্তব্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানশালী ও প্রতারণাদিশূন্য বক্তা, তাহার উপদেশ (আকাঙ্ক্ষা,

আকাঙ্ক্ষাদিমৎপদসমূহরূপং বাক্যম্। শব্দঃ শাব্দপ্রমিতিকরণমিত্যর্থঃ। যথা ব্রহ্মহত্যাতরণকামোঽশ্বমেধেন যজেত দণ্ডেন গামভ্যাজ অশ্বেন দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতীত্যাদি। মরীচিকাদৌ জলাদিভ্রমবতঃ পুরুষস্য অত্র জলমস্তীতি বাক্যং ন প্রমাণং তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায় আপ্তেতি। খলবণিগাদের্বাক্যবারণায় তদ্ঘটকপ্রতারণেত্যাদি, গ্রামঃ কর্ম্মত্বং আনয়নং কৃতিঃ আশ্রয় ইতি নিরাকাঙ্ক্ষবাক্যন্তু ন শাব্দবোধজনকং, অতস্তদ্বারণায় আকাঙ্ক্ষাদিমদিতি, আদিপদাৎ যোগ্যতাসত্তিতাৎপর্য্যপরিগ্রহঃ। তেন রজন্যাং সরোজং বিকসতীত্যাদাবযোগ্যে,

---

যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য্য যুক্ত বাক্য) এইরূপ বাক্যই প্রমাণ হইবে। যথা পুত্র তুমি বিদ্যাভ্যাস কর, এবং তুমি সত্য বাক্য কহিবে। যে বিদ্বান্ না হয় ও মিথ্যা কথা কহে, তাহাকে কেহ সম্মান করে না, এবং কেহ তাহার কথা বিশ্বাস করে না, এইরূপ পিতা প্রভৃতির বাক্য। বালুকাময় ভূমিতে সূর্য্যের কিরণ পাত হওয়ায় ঐ ভূমি দর্শনে যাহার জলভ্রম হইয়াছে, ঐ পুরুষ ভ্রমবশতঃ এই স্থানে জল আছে, এইরূপ বাক্য কহিলে, ঐ বাক্যটী বস্তুতঃ জলের বোধক হয় না, এজন্য উহা প্রমাণ নহে। এবং খল ও সামান্য বণিকেরা অত্যন্ত প্রতারক, এজন্য তাহাদিগের বাক্যও প্রামানিক নহে, ঐ সকল বাক্যে অতিব্যাপ্তি বারণ নিমিত্ত সূত্রে আপ্ত এইরূপ বিশেষণ দিয়াছেন। আপ্তবাক্য—ভ্রম ও প্রতারণাশূন্য পুরুষের বাক্য কিংবা সত্যবাক্য। যে বাক্যের পদ সকল কর্ত্তা কর্ম্ম করণ প্রভৃতির বোধক স্বর কিংবা হল্ বর্ণরূপ চিহ্ন যুক্ত হয়, তাহাকে সাকাঙ্ক্ষ বাক্য কহে। এবং যে বাক্য ঐ সকল চিহ্ন রহিত হয়, তাহার নাম নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে এস্থলে শিষ্য পদোত্তর কর্ত্তৃবোধক (অ) এবং গুরুপদোত্তরকর্ম্মবোধক (কে) এই বর্ণদ্বয় থাকায় শিষ্য গুরুকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে এইরূপ অর্থ বোধ হইতেছে। এ স্থলে যদি শিষ্যপদোত্তর (অ) না থাকিয়া, (এ) থাকিত, এবং গুরুপদোত্তর (কে) না থাকিয়া (র) থাকিত, তাহা হইলে শিষ্যে

গৌশ্চরতি গগনং নির্ম্মলং সবৎসঃ ইত্যাদৌ গৌশ্চরতি সবৎস ইত্যাদাবাসত্তিরহিতে তাৎপর্য্যরহিতে উন্মত্তাদের্বাক্যে চ নাতিব্যাপ্তিঃ। আকাঙ্ক্ষা তু দেবদত্ত ইতি পদোত্তরগ্রামমিতি পদোত্তরগচ্ছতীত্যাদিরূপত্বং আনুপূর্ব্বী বিশেষঃ। যোগ্যতা তু যেন পদার্থেন সহ যস্য পদার্থস্যান্বয়ো ভবতি তস্য তত্র সম্বন্ধঃ আসত্তিরপি তাদৃশপদার্থয়োরব্যবধানেনোপস্থিতিঃ। তাৎপর্য্যন্তু

গুরুর জিজ্ঞাসা করিতেছে" এই বাক্য দ্বারা কদাচ "শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে" এইরূপ অর্থ বোধ হইত না, এইজন্য এ বাক্যটী নিরাকাঙ্ক্ষ। ফলতঃ যে যে রূপে বাক্যের পদগুলিকে প্রয়োগ করিলে, স্বীয় স্বীয় অর্থের বোধজনক হয়, সেই সেই রূপযুক্ত পদঘটিত বাক্যই সাকাঙ্ক্ষ বাক্য। এবং তাদৃশ তাদৃশ রূপশূন্য যে বাক্য, সেই নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য। যথা, চন্দ্র দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে, এস্থলে চন্দ্র শব্দের পর "দেখিয়া" এই পদটী থাকায় চন্দ্র দর্শনানন্তর আহ্লাদিত হইতেছে এইরূপ বোধ জন্মে। অতএব চন্দ্র দেখিয়া ইত্যাদি পদঘটিত ঐ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ। যদি "চন্দ্রের দেখিয়া" এইরূপ পদ থাকে, কিংবা "চন্দ্র দেখা আনন্দিত" এই প্রকার বাক্য কহিলে কদাচ উক্ত বোধ জন্মে না। একারণে চন্দ্রের দেখিয়া আনন্দিত হইতেছে ও চন্দ্র দেখা আনন্দিত হইতেছে এই দুইটী বাক্যও নিরাকাঙ্ক্ষ। যে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকে, ঐ পদার্থের বোধজনক বাক্যের নাম অযোগ্য বাক্য। যথা বহ্নি শীতল, সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে। এস্থলে বহ্নি ও শৈত্য গুণের এবং সমুদ্রলঙ্ঘনের পরস্পর সম্বন্ধ না থাকায় ঐ সকল বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিতে হইবেক। যে পদ দুইটী পরস্পর অর্থ বোধক হইবে, তাহার মধ্যে অন্যপদ ব্যবধান না থাকা, তাহাকে আসত্তি কহে। যথা সূর্য্য উদিত হইতেছেন, এস্থলে সূর্য্য পদ ও উদিত পদের মধ্যে অন্য পদ ব্যবধান না থাকায় উহাকে আসত্তিযুক্ত পদ বলিতে হইবে। "গো সকল আসিতেছে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন বৎসের সহিত" এ স্থলে গো সকল পদ ও বৎসের সহিত পদ এ উভয়ের মধ্যে সূর্য্য প্রভৃতি পদের

বক্তুর্বোধবিষয়া, সা চ অনেন বাক্যেন অস্য এতাদৃশো বোধো ভবতু এতাদৃশীচ্ছা। এবং শাব্দবোধং প্রতি শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধেন পদজন্যপদার্থোপস্থিতেঃ কারণত্বং বোধ্যম্ ॥

শব্দঃ কতিবিধ ইতি জিজ্ঞাসায়ামাহ

স দ্বিবিধো দৃষ্টাদৃষ্টার্থত্বাৎ ॥ ৮ ॥ সূ ॥

স দ্বিবিধ ইতি স শব্দঃ দ্বিবিধঃ দ্বিপ্রকারঃ দৃষ্টার্থকো ঽদৃষ্টার্থকশ্চেতি ভেদাৎ। তত্র দৃষ্টোঽস্মিন্ লোকে প্রত্যক্ষবিষয়োঽর্থোঽভিধেয়ো যস্য স দৃষ্টার্থকঃ। তথাচ অস্মদাদিপ্রত্যক্ষগোচরার্থমাত্রপ্রতিপাদকং শব্দতদুপজীবিপ্রমাণমাত্রগম্যার্থস্যাপ্রতিপাদকং বা বাক্যমিতি ফলিতম্। অদৃষ্ট ইহলোকে প্রত্য-

---

ব্যবধান থাকায় ঐ উভয় পদ আসত্তি রহিত হইল। উহা দ্বারা বৎসের সহিত গো সকল আসিতেছে এরূপ অর্থবোধ হইবে না। পদের সহিত অর্থের যেরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া অর্থের স্মরণ হইলে, অনন্তর শাব্দবোধ জন্মে, ঐ সম্বন্ধের নাম শক্তি ও লক্ষণা। তন্মধ্যে পদ ও পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নাম শক্তি, তাদৃশ সম্বন্ধযুক্ত যে অর্থ সেই শক্য। ঐ শক্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণা। এবং শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্য্য জ্ঞান ও কারণ। এই বাক্যের দ্বারা এইরূপ অর্থের বোধ হউক, এইরূপ বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য্য পদার্থ। ইহা পরীক্ষা স্থলে বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইবে ॥ ৭ ॥ সূ ॥

শব্দ প্রমাণ বিভাগ করিতেছেন

প্রমাণশব্দ দুই প্রকার দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। ইহলোকে প্রসিদ্ধ যে পদার্থ তাহার বোধজনক বাক্যের নাম দৃষ্টার্থক। যথা পুত্র কামনা করিয়া পুত্রেষ্টি নামক যাগ করিবে। এবং শরীরের পুষ্টি ইচ্ছুক হইলে ঘৃত ভোজন করিবে ইত্যাদি বাক্য প্রসিদ্ধ পুত্র ও যাগ এবং শরীরপুষ্টি প্রভৃতির বোধ করাইতেছে, এজন্য এই সকল বাক্য দৃষ্টার্থক।

ক্ষাবিষয়ঃ, প্রত্যক্ষোপজীব্যনুমানাবিষয়শ্চার্থো বোধ্যো যস্য সোঽদৃষ্টার্থকঃ। শব্দতদুপজীবিপ্রমাণাতিরিক্তপ্রমাণালভ্যার্থবোধকং বাক্যং অদৃষ্টার্থকমিতি তু পর্য্যবসিতার্থঃ। তথাচ পারলৌকিকার্থবোধকং বাক্যমিতি ফলিতম্। আদ্যো যথা পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত পুষ্টিকামো ঘৃতং পিবেৎ ইত্যাদি, দ্বিতীয়ো যথা স্বর্গকামোঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদি ইতি প্রমাণনিরূপণম্॥

প্রমেয়ং নিরূপয়তি তদ্বিভজতে চ

আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্॥ ৯॥ সূ॥

প্রমেয়মিতি, এতেন লক্ষণনির্দ্দেশোঽপি, তথাচ প্রমীয়তে যথার্থং জ্ঞায়তে যৎ তৎ প্রমেয়মিতি, যোগেনৈব প্রমাবিষয়ত্বং লক্ষণং লভ্যতে। আত্মশরীরেত্যাদিকন্তু লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ। অথ আত্মাদিদ্বাদশানাং লক্ষ্যত্বে, পৃথিব্যাদৌ প্রমাবিষয়ত্বলক্ষণমতিব্যাপ্তমিতি চেন্নৈবং, যতো যং যং পদার্থং জ্ঞাত্বা বিরজ্য মুমুক্ষুর্মুক্তো ভবতি, আপাততস্তং তং পদার্থমেব

পরলোকমাত্র প্রসিদ্ধ পদার্থের বোধক যে বাক্য তাহার নাম অদৃষ্টার্থক। যথা, "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" স্বর্গ কামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে, এবং "স্বরাজ্যকামোঽগ্নিষ্টোমেন যজেত" অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা করিলে অগ্নিষ্টোম যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য সকল পরলোক মাত্র প্রসিদ্ধ যে স্বর্গাদি তাহার বোধক, একারণে অদৃষ্টার্থক॥ প্রমাণ নিরূপণ॥ ৮॥

প্রমেয় নিরূপণ ও তাহার বিভাগ কহিতেছেন

প্রমেয় শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞানের বিষয়, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়। অতএব সূত্রে প্রমেয় শব্দের নির্দ্দেশ করাতেই "যথার্থজ্ঞানবিষয়" রূপ

বিশেষেণোক্তবান্। বস্তুত এতস্য উপলক্ষণত্বেন অনুক্তসমুচ্চয়ার্থকতুশব্দেন বা সর্ব্ব এব পদার্থাঃ লক্ষ্যা বোধ্যাঃ। অতএব ভাষ্যং, অস্ত্যন্যদপি দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াঃ প্রমেয়ং তদ্ভেদেন চাপরিসংখ্যেয়মিতি। বৃত্তিকারস্তু প্রমেয়শব্দো হি বাদাদিশব্দবৎ পরিভাষাবিশেষতদ্বাদশসু প্রবর্ত্ততে। তত্র প্রকৃষ্টং মেয়ং প্রমেয়মিতি যোগার্থঃ। প্রকর্ষশ্চ, সংসারহেতুমিথ্যাজ্ঞানবিষয়ত্বম্। রূঢ্যা চ তাবদন্যান্যত্বমর্থঃ। লক্ষণমপি তদেব ইতি ব্যাচখ্যৌ। তন্মন্দং পৃথিব্যাপ ইত্যাদিনা পৃথিব্যাদিনিরূপণে অর্থান্তরাপত্তেঃ। নচেন্দ্রিয়জ্ঞানার্থং পৃথিব্যাদেঃ জ্ঞানস্য আবশ্যকত্বেন নার্থান্তরাপত্তিরিতি বাচ্যম্। তথা সতি পৃথিব্যাদের্জ্ঞানস্য মোক্ষোপযোগিত্বেন, তেষাং প্রমেয়ান্তর্ভাবাবশ্যকত্বাপত্তেঃ সাক্ষাৎ মোক্ষোপযোগিন এব, প্রমেয়ত্বেনোক্তবান্ ইতি তু মা শঙ্কেত, তথা সতি অর্থাদেঃ প্রমেয়ান্তর্ভাবস্য অনাবশ্যকত্বাপত্তেরিতি॥

প্রমেয়ের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সূত্রে আত্মা শরীর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কেবল লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, সুখ, দুঃখ, অপবর্গ এই দ্বাদশ এবং তুশব্দবোধ্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটীও লক্ষ্য, ঐ উনবিংশতিটীকে প্রমেয়ের লক্ষ্য নির্দ্দেশ করাতে পদার্থ মাত্রেই প্রমেয়পদবাচ্য ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আত্মা শরীর প্রভৃতি দ্বাদশটী জানিলে দুঃখময় সংসারে বিরাগ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়া শীঘ্র মোক্ষ লাভ হয়, এজন্য ঐ দ্বাদশটীকে বিশেষ রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তদতিরিক্ত পদার্থের জ্ঞানও পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী বিধায়, তাহাদের তুশব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য দ্বারাও পদার্থমাত্রেই প্রমেয় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে॥ ৯॥

আত্মানং নিরূপয়তি

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ ॥ ১০ ॥ সূ ॥

ইচ্ছাদ্বেষেতি, যং বিষয়ং পশ্যন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ বা যঃ সুখমুপলভতে। পুনঃ স এব তজ্জাতীয়মর্থং দ্রষ্টুং স্প্রষ্টুং ঘ্রাতুং বা ইচ্ছতি উপাদাতুং যততে চ, এবং যং অর্থং পশ্যন্ স্পৃশন্ বা যো দুঃখমনুভবতি। তজ্জাতীয়মর্থং স দ্বেষ্টি জিহাসতি চেতি জ্ঞানেচ্ছাসুখদুঃখকৃতীনামেককর্তৃকত্বানুভবাৎ, জ্ঞানসুখেচ্ছাদীনামেকাশ্রয়ত্বং সিদ্ধম্। অত ইচ্ছাদ্বেষেত্যাদ্যুক্তং

অতঃপর আত্মা নিরূপণ করিতেছেন

কোন পদার্থকে দর্শন কিংবা স্পর্শানাদি করিয়া যিনি সুখানুভব করেন, ও যিনি তাদৃশ পদার্থকে পুনর্ব্বার দর্শনাদির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন, ও তাদৃশ পদার্থকে গ্রহণের নিমিত্ত যত্নবান্ হয়েন। এবং যিনি যাদৃশ পদার্থকে সাক্ষাৎ করিয়া, দুঃখ প্রাপ্ত হন, তিনিই তাদৃশ পদার্থকে দ্বেষ করেন ও তাহাকে পরিত্যাগের নিমিত্ত অভিলাষ করেন। অতএব ইহা দ্বারা অসংশয় রূপে জানা যাইতেছে, যে এক ব্যক্তিই ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ যত্ন প্রভৃতির আশ্রয়। এবং উক্ত ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির আশ্রয়ই আত্মা পদবাচ্য। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি গৌতম সূত্রে ইচ্ছাদ্বেষেত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, ইচ্ছা সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। এই মতটী অনভিমত ইহা সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং ইচ্ছাদি মনের ধর্ম্ম নহে ইহার আত্মপরীক্ষা স্থলে যুক্তি প্রদর্শিত হইবে। এ স্থলে নব্য নৈয়ায়িকেরা বলেন, ইচ্ছাশ্রয়ত্ব, প্রযত্নাশ্রয়ত্ব, জ্ঞানাশ্রয়ত্ব এই তিনটী পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েরই লক্ষণ। দ্বেষাশ্রয়ত্ব, সুখাশ্রয়ত্ব ও দুঃখাশ্রয়ত্ব এই তিনটী কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা, ও নিত্য যত্নের আশ্রয়। তিনি পরমাণু ও জীবের অদৃষ্ট সহকারে জগতের স্রষ্টা, বিভু ও অদ্বিতীয়। জীবাত্মা শরীর সহকারে জ্ঞান,

এতেন সুখদুঃখেচ্ছাদয়ো মনোধর্ম্মাঃ, জ্ঞানন্তু আত্মধর্ম্ম, আত্মস্বরূপং বেতি কেষাঞ্চিন্মতং অনাদেয়মিতি সূচিতম্। এতৎ সর্ব্বং মন এবেত্যন্তশ্রুতিস্তু আয়ুর্ঘৃতমিতিশ্রুতিবিরোপপাদনীয়া। লক্ষণন্তু ইচ্ছাশ্রয়ত্বং দ্বেষাশ্রয়ত্বমিত্যাদিকং প্রত্যেকং অতো ন ব্যর্থমিতি। নব্যাস্তু ইচ্ছাপ্রযত্নজ্ঞানাশ্রয়ত্বং পরমাত্মজীবাত্মসাধারণলক্ষণম্। দ্বেষসুখদুঃখাশ্রয়ত্বং জীবাত্মনামেব লক্ষণম্। তত্র পরমাত্মা তু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নাশ্রয়ঃ সর্ব্বস্রষ্টা নিত্য একো বিভুঃ। জীবাত্মানস্তু প্রতিশরীরং বিভিন্না বিভবঃ সুখদুঃখভোক্তারঃ অদৃষ্টভাজিনঃ একদেশজ্ঞা ইত্যাহুঃ। বেদান্তিনস্তু পরমাত্মা তু বিশুদ্ধনিত্যচৈতন্যানন্দস্বরূপঃ। ঈশ্বরস্তু মায়োপা-

---

ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখ বিশিষ্ট হন, এবং স্বয়ং নিত্য ও প্রতি শরীরে ভিন্ন, সর্ব্বব্যাপক ও উৎপত্তি—বিনাশ রহিত। বন্ধ কিংবা মোক্ষ জীবাত্মারই হয়। বৈদান্তিকেরা কহেন, পরমাত্মা বিশুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ, বিশুদ্ধ অর্থাৎ অভিমানাদি দোষ রহিত; এবং নিত্য আনন্দ স্বরূপ, অদ্বিতীয় নির্গুণ ও নির্ব্বিকার। শুদ্ধ মায়াবচ্ছিন্ন (মায়াবিশিষ্ট) হইলে, পরমাত্মাই ঈশ্বর পদের প্রতিপাদ্য হন। ঐ চৈতন্যই অন্তঃকরণ রূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলে জীবসংজ্ঞাপন্ন হন অর্থাৎ তাঁহাকেই জীব বলে। অন্তঃকরণটী মায়ার পরিণাম, এবং উহা ক্ষুদ্র ও অসংখ্য। অতএব চৈতন্য এক হইলেও অসংখ্য উপাধি বলিয়া জীব অসংখ্য। সাঙ্খ্যেরা কহেন নানা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই জীবপদার্থ; তিনি নির্ব্বিকার, কিন্তু মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কারে বিমুগ্ধ হইয়া, সংসারী হয়েন ও সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন। অচেতনা ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগৎকে সৃষ্টি করেন। এবং সৃষ্টিতে সচেতন কর্ত্তার অর্থাৎ পমেশ্বরের সহকারিতা স্বীকার করেন না, এজন্য জগৎকে নিরীশ্বর কহেন। পাতঞ্জলের মতে জীবাত্মা সাঙ্খ্যমতে যেরূপ সেইরূপই, অতিরিক্ত পরমেশ্বর মাত্র স্বীকার আছে। চার্ব্বাকমতে, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের বিকাররূপ শরীরই জীবাত্মা, শরীরাতিরিক্ত জীবাত্মায় কোন যুক্তি বা প্রমাণ নাই। এবং

ধিবিশিষ্টচৈতন্যং জীবস্ত মায়াপরিণামান্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্য-রূপ উপাধিভেদেন ভিন্ন ইত্যাহুঃ। সাংখ্যাস্ত নির্ব্বিকারী নিত্য-চৈতন্যরূপঃ পুরুষঃ প্রতিশরীরং ভিন্নঃ অহঙ্কারেণ মুগ্ধঃ কর্ত্তৃত্বা-দ্যভিমানী জীব ইত্যাহুঃ। পাতঞ্জলাস্ত তাদৃশং জীবং পর-মাত্মানমপি মন্যন্তে ॥ ১০ ॥

শরীরস্য লক্ষণমাহ

চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্ ॥ ১১ ॥ সূ ॥

চেষ্টেত্যাদি, আত্মা ইষ্টমুপাদাতুমিচ্ছন্ হেয়ং বা জিহাসন্ শরীরং যদ্ব্যাপারয়তি সব্যাপারশ্চেষ্টা, তচ্চ শরীরলক্ষণং চেষ্টাত্বঞ্চ প্রযত্নজন্যতাবচ্ছেদকজাতিবিশেষঃ। নচ চেষ্টাশূন্য-

---

পরমেশ্বর নাই, জগতের সৃষ্টি স্বভাবতই হয়। সৌগত "বৌদ্ধ বিশেষ" তাহাদের মতে আত্মা, ক্ষণিক ও বিজ্ঞান স্বরূপ। এবং পরমাত্মা নাই, জগৎ ও বিজ্ঞানরূপ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের অতিরিক্ত পদার্থ নাই; এই সকল মত পরীক্ষা স্থলে বিস্তার রূপে বর্ণিত হইবে ॥ ১০ ॥ সূ ॥

শরীরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন

আত্মা কোন হিতকর বস্তুকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া, কিংবা অপ্রিয় কোন পদার্থকে পরিত্যাগ করিবার অভিলাষী হইয়া,শরীরে যে ব্যাপার (ক্রিয়া) উৎপাদন করেন,ঐ ব্যাপারই চেষ্টা পদার্থ, ঐ ব্যাপার শরীরে থাকে, এজন্য চেষ্টাশ্রয়ত্বকে শরীরের লক্ষণ কহিয়াছেন। কোন অবয়বের হ্রাস ও বৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্ব শরীরের নাশ হইয়া শরীরান্তর জন্মায়, তাহাকে খণ্ড শরীর কহে। এই স্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যে ঐ খণ্ড শরীর সুষুপ্তি কালে কিংবা মূর্চ্ছা সময়ে জন্মা-ইয়া বিনষ্ট হইলে, তাহাতে কোন চেষ্টাই থাকে না; এজন্য ঐ খণ্ড শরীরে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল, অর্থাৎ ঐ লক্ষ্যে লক্ষণ গমন করিল না; এইরূপ শঙ্কা যুক্তিসিদ্ধ নহে কারণ, সুষুপ্তি কি মূর্চ্ছা সময়েও শ্বাস প্রশ্বা-সের অনুকূল ব্যাপার (ক্রিয়া) জন্মায়, তাহাকেও চেষ্টা বলিতে হইবে।

খণ্ডশরীরেঽব্যাপ্তিরিতি বাচ্যং, তাদৃশশরীরে মানাভাবাৎ। তদ্দোষবারণায় বা লক্ষণান্তরমাহ ইন্দ্রিয়েতি তথাচ ইন্দ্রিয়বত্ত্বং লক্ষণমিতি ভাবঃ। তদ্বত্তা চ স্বসংযোগাসমবায়িকারণকত্বসম্বন্ধেন, ইন্দ্রিয়স্য চক্ষুরাদেঃ অবয়বান্তরেণ সহ যঃ সংযোগঃ স চ শরীরং প্রতি অসমবায়িকারণমেব। খণ্ডশরীরে চেষ্টাবিরহেঽপি ইন্দ্রিয়বত্ত্বান্নাব্যাপ্তিঃ। এবং মহীলতাদিশরীরেঽপি ত্বগিন্দ্রিয়বত্ত্বান্ন তদ্দোষঃ। অবচ্ছেদকত্বাখ্যস্বরূপসম্বন্ধেন তদ্বত্ত্বমিতি কেচিৎ। বৃক্ষাদেঃ শরীরবত্ত্বস্য প্রামাণিকত্বে চাহ

অতএব ঐ খণ্ড শরীরও চেষ্টাশ্রয় হয়। অথবা এই দোষ বারণ করিবার নিমিত্ত অন্য লক্ষণ করিতেছেন, ইন্দ্রিয়াশ্রয় ইতি। যিনি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় (চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়যুক্ত) তাহাই শরীর, ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বই শরীরের লক্ষণ। সকল শরীরেই ইন্দ্রিয় আছে। কিঞ্চুলুকাদির (কেঁচোর) শরীরে যদিচ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহারও ত্বগিন্দ্রিয় আছে, ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। কারণ ঐ কিঞ্চুলুকাদির শরীরে কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ হইলে, শরীর সঙ্কোচ করে, কিংবা বারম্বার সঙ্কোচ ও বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা উহার তাপাদি বোধ হইয়া, দুঃখ জন্মিয়াছে, এই বোধটী সকলেরই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। যদি ঐ কিঞ্চুলুকাদির ত্বগিন্দ্রিয় না থাকিত, তবে কখনই তাপ বোধ, ও শরীর সঙ্কোচাদি করিত না। অতএব তাহাদিগেরও ত্বগিন্দ্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের আর একটী লক্ষণ করিতেছেন। অর্থাশ্রয় ইতি। অর্থ শব্দে সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকারকে বুঝায়। আত্মা শরীরাবচ্ছেদে (অর্থাৎ শরীর বিশিষ্ট হইয়া) সুখ দুঃখকে সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করেন, এজন্য সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকারের অবচ্ছেদক সেই শরীর হয়। এবং সুখ ও দুঃখ সাক্ষাৎকারের (প্রত্যক্ষের) অবচ্ছেদকত্ব ইহাও শরীরের লক্ষণ বলিয়াছেন। নারকীয় শরীরে অর্থাৎ নরকাবস্থায় অনবরত দুঃখ পরম্পরাভোগ হইলেও মধ্যে মধ্যে কোন কারণ বশতঃ সুখ জন্মায়, ও তাহার সাক্ষাৎকার হয়, ইহা

অর্থাশ্রয় ইতি। অর্থঃ সুখদুঃখসম্ভোগঃ অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেন তদাশ্রয়ত্বং লক্ষণমিতি ভাবঃ। স্বর্গীয়শরীরেঽপি পাতভয়াদিজন্যদুঃখভোগঃ, নারকীয়শরীরেঽপি সুখভোগঃ প্রামাণিকশ্চেৎ সুখভোগজনকত্বং দুঃখভোগজনকত্বঞ্চ, প্রত্যেকং লক্ষণম্। ন চেৎ সুখদুঃখান্যতরভোগাশ্রয়ত্বং লক্ষণং বোধ্যম্। নচ সুখদুঃখভোগশূন্যে সুষুপ্তিকালীনখণ্ডশরীরাদাবব্যাপ্তং তদিতি বাচ্যং, তাদৃশস্য প্রামাণিকত্বে তাদৃশভোগজনকশরীরবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যব্যাপ্যজাতিমত্ত্বং বোধ্যম্। তাদৃশজাতিশ্চ বাল্যযৌবনবৃদ্ধভেদেন ভিন্নভিন্নশরীরবৃত্তিঃ দেবদত্তত্বচৈত্রত্বাদিরূপা। ১১।

বহিরিন্দ্রিয়াণি নিরূপয়তি

ঘ্রাণরসনচক্ষুত্বক্‌শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥ ১২ ॥ সূ ॥

ঘ্রাণেত্যাদি, ঘ্রাণং নাসিকা, রসনং জিহ্বা, চক্ষুর্নেত্রং, ত্বক্ চর্ম্ম, শ্রোত্রং কর্ণঃ,এতানীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়পদার্থাঃ। বস্তুত ইন্দ্রি-

---

স্বীকার করিলে সুখভোগের অবচ্ছেদকত্ব ইহা একটী ভিন্ন লক্ষণ। এবং স্বর্গীয় শরীরে অনবরত সুখ পরম্পরা ভোগ হয়, কিন্তু এই স্বর্গভোগের অনন্তর পুনর্ব্বার সংসারে পতন হইবে, এইরূপ জ্ঞানাদি বশতঃ, মধ্যে মধ্যে দুঃখ জন্মায়, তাহার সাক্ষাৎকার হয়, এরূপ স্বীকার করিলে, দুঃখসাক্ষাৎকারাশ্রয়ত্বরূপও পৃথক লক্ষণ কহিতে হইবে। যদি ঐরূপ স্বীকার না থাকে, তবে সুখ ও দুঃখ এই অন্যতরের অবচ্ছেদকত্ব রূপ একটী লক্ষণ। কেহ কেহ বৃক্ষাদিকেও শরীরী (জীব) কহেন, বৃক্ষাদির চক্ষুঃ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় না থাকিলেও বৃক্ষাদির মন ইন্দ্রিয় আছে, ঐ মনোদ্বারা বৃক্ষাদির আত্মারও সুখ দুঃখের ভোগ হয়, এরূপ তাঁহারা স্বীকার করেন, এজন্য বৃক্ষাদিরও শরীরে সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকারের অবচ্ছেদকত্ব লক্ষণ থাকিল ॥ ১১ ॥ সূ ॥

বহিরিন্দ্রিয় নিরূপণ করিতেছেন

ঘ্রাণ অর্থাৎ নাসিকা, রসনা জিহ্বা, চক্ষুঃ নেত্র, ত্বক্-এই পাঁচটী

য়াণি বহিরিন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। তথাচ ঘ্রাণরসনাদ্যন্যতমত্বং লক্ষণম্। ভূতত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগবত্ত্বমিতি বা তল্লক্ষণং সূচিতম্। ননু ইন্দ্রিয়াণি অহঙ্কারতত্ত্বপ্রকৃতিকানি অন্যস্বরূপাণি বা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ভূতেভ্য ইতি অভিন্নানীতি পূরণীয়ম্। তেন পঞ্চভূতস্বরূপাণীতি পর্য্যবসিতম্। তথাচ ঘ্রাণং পার্থিবং, রসনং

বহিরিন্দ্রিয় পদার্থ। মন অন্তরিন্দ্রিয় এজন্য মনকে সূত্রে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু ঘ্রাণাদ্যন্যতমত্ব বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষণ, অথবা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগবিশিষ্ট ভূতত্বই বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষণ, অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ যে মনঃসংযোগ তদ্যুক্ত হইয়া যিনি ভূতপদার্থ হইবেন তিনি বহিরিন্দ্রিয়। ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় ও মন এই উভয়ের সংযোগটী ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কারণ এজন্য ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ ঐ প্রত্যক্ষরূপজ্ঞান কারণ মনঃসংযোগবিশিষ্ট, এবং পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চভূত—স্বরূপ বলিয়া উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় ঘ্রাণাদি পাঁচটীকে বহিরিন্দ্রিয় বলিতে হইবে। যদি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগবিশিষ্ট এই বিশেষণটী না দিয়া ভূতপদার্থই বহিরিন্দ্রিয় ইহা বলিলে সাধারণ পৃথিবী জল প্রভৃতিও ভূতপদার্থ সুতরাং ইহাদিগকেও বহিরিন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, একারণে প্রথম বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যদি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগবিশিষ্টই বহিরিন্দ্রিয় এইমাত্র লক্ষণ করিয়া ভূতপদার্থ এই ভাগটী না দেওয়া হয়, তবে আত্মার সহিত যে মনঃসংযোগ সেটীও জ্ঞানসামান্যের কারণ, এজন্য জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগযুক্ত আত্মাও হন, অতএব আত্মাতে বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষণ যায়। একারণ দ্বিতীয় ভাগ দিয়াছেন। কিন্তু আত্মা ভূতপদার্থ নয় বলিয়া তাহাতে প্রকৃত লক্ষণটী থাকিল না। আত্মভিন্ন হইয়া বিশেষগুণবত্ত্বই ভূতত্বপদার্থ তাহা আত্মাতে নাই। এক্ষণে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কাহার স্বরূপ? এই জিজ্ঞাসায় কহিতেছেন ভূতেভ্য ইতি। অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ ভূতপদার্থের স্বরূপ। তাহার মধ্যে নাসিকা পৃথিবী স্বরূপ, জিহ্বা জলস্বরূপ, চক্ষুঃ তেজঃস্বরূপ, ত্বক্

জলীয়ং, চক্ষুঃ তৈজসং, ত্বক্ বায়বী, শ্রোত্রমাকাশ ইতি। এতেন সাঙ্খ্যমতসিদ্ধমিন্দ্রিয়াণামহঙ্কারপ্রকৃতিকত্বং নিরাকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কানি ভূতানীতি জিজ্ঞাসায়ামাহ

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভূতানি ॥ ১৩ ॥ সূ ॥

পৃথিব্যেতি। পৃথিবীত্যাদিকং লক্ষ্যনির্দ্দেশঃ ভূতত্বন্তু

বায়ুস্বরূপ, শ্রোত্র আকাশ স্বরূপ। সাংখ্যদর্শনকার ভগবান্ কপিল ইন্দ্রিয়গণকে অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ কহিয়াছেন, ভূতস্বরূপ স্বীকার করেন নাই। গোতম মহর্ষি ভূতস্বরূপ বলিয়া ঐ মতকে অনভিমত জানাইয়াছেন ইহার যুক্তি পরীক্ষাস্থলে বর্ণিত হইবে ॥ ১২ ॥

অধুনা ভূতপদার্থ নিরূপিত হইতেছে

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূতপদার্থ, আত্মাতে অস্থায়ী বিশেষগুণের আশ্রয়ত্বই ভূতত্ব। বিশেষগুণের আশ্রয়ত্ব লক্ষণটী আত্মাতেও থাকে বলিয়া, অতিব্যাপ্তিদোষাক্রান্ত হয়, তজ্জন্য আত্মাতে "অবর্ত্তমান" এই বিশেষণটী বিশেষগুণে দেওয়া হইয়াছে। আত্মাতে না থাকে যে গুণ তাহার আশ্রয়ত্বই ভূতত্ব, এইরূপ লক্ষণ করিলে, দিক্ কালেও ঐ গুণ থাকে বলিয়া, অতিব্যাপ্তি দোষাক্রান্ত হয়, তজ্জন্য সেই গুণে "বিশেষ" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। দিক্ এবং কালে কোন বিশেষ গুণই নাই, সুতরাং অতিব্যাপ্তিদোষ তিরোহিত হইল। বিশেষগুণ যথা বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, স্বাভাবিক দ্রবত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা ও শব্দ এই ষোড়শটী। ইহারা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ দ্রব্যে, এবং আত্মায় আছে, অন্যত্র নাই। দিক্ ও কালে সামান্য গুণ আছে, এজন্য আত্মাতে অবর্ত্তমান গুণের আশ্রয়ত্ব এইমাত্র লক্ষণ বলিলে, দিক্ ও কালে গমন করে এজন্য বিশেষগুণ কহিয়াছেন। গন্ধ এই গুণটী কেবল পৃথিবীতে আছে। তদ্ভিন্ন কোন দ্রব্যে নাই, এজন্য গন্ধযুক্তত্বই

লক্ষণং, তস্য আত্মাবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বম্। আত্মনো বিশেষগুণবত্ত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায় আত্মাবৃত্তীতি বিশেষগুণবিশেষণম্। দিগাদাবতিব্যাপ্তিবারণায় বিশেষেতি। প্রত্যেক-

পৃথিবীর লক্ষণ। সুবর্ণ ও সিসা প্রভৃতি ধাতু এবং পর্ব্বত বৃক্ষ প্রভৃতি সকলই গন্ধবিশিষ্ট এজন্য ইহারাও পৃথিবী। যদিচ ইহাদের আপাততত কোন গন্ধের প্রত্যক্ষ হইতেছে না, তথাপি ইহাদিগকে ভস্ম করিলে গন্ধের প্রত্যক্ষ সকলেরই হইয়া থাকে, তজ্জন্য ঐ সুবর্ণাদিতেও গন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। এ স্থলে আধুনিক অনেকেই এই আপত্তি করিয়া থাকেন, যে, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ হইতে পারে না। কারণ পৃথিবীভিন্নে যে না থাকে, অথচ সকল পৃথিবীতে থাকে, তাহাকেই পৃথিবীর লক্ষণ বলিতে হইবে। কিন্তু গন্ধটী পৃথিবীভিন্ন জলেও আছে, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু পুষ্করিণী ও কূপ প্রভৃতির জলে পৃথক্ পৃথক্ গন্ধ অনুভূত হইতেছে। ঐ সকল জলে গন্ধ না থাকিলে ঐ গন্ধের কাহারও প্রত্যক্ষ গোচর হইত না। এবং উষ্ট্র সকল দূর হইতে জলের গন্ধ বোধ করিয়া যে দিকে জল থাকে সে স্থানে গমন করে ও তৎপরে জল পান করিয়াও থাকে। জল যদি গন্ধযুক্ত না হইত তবে উষ্ট্রেরা জল না দেখিলেও দূরে জল আছে ইহা কদাচ স্থির করিতে পারিত না, অতএব জলে গন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গন্ধযুক্তই পৃথিবীর লক্ষণ ইহা কি প্রকারে বলা যায়? বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে এ আপত্তি সহজেই দূর হইবে। কারণ পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে যে পৃথক পৃথক্ গন্ধের অনুভব হইতেছে, সে গন্ধটী জলের কিংবা, জলে অন্য পত্রাদি পচিলে তাহার অথবা শৈবাল, মৎস্যাদির, তাহা প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। ঐ গন্ধটী জলের বলিতে হইলে, আদৌ ঐ গন্ধ জলের বাস্তবিক অর্থাৎ ঐ গন্ধ জলে স্বভাবতই আছে, কিংবা অন্য বস্তুর যোগ হইয়া ঐ প্রকার গন্ধ হইয়াছে, ইহা স্থির করা উচিত। কিন্তু ঐ গন্ধ জলে স্বভাবতই আছে ইহা কদাচ

লক্ষণন্তু গন্ধবত্ত্বং পৃথিবীলক্ষণম্। স্নেহবত্ত্বং জলস্য লক্ষণম্। ভাস্বরশুক্লরূপবত্ত্বং তেজোলক্ষণম্। অপাকজানুষ্ণাশীতস্পর্শ-

বলা যাইতে পারে না। কারণ পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে জল থাকে তাহা প্রায়ই বৃষ্টির জলই অধিক। অতএব গন্ধটী জলের স্বাভাবিক গুণ হইলে বৃষ্টির জলে কিংবা নদ্যাদির জলেও ঐ গন্ধের অবশ্যই অনুভব হইত। এবং পুষ্করিণী প্রভৃতিতে প্রথমতঃ জলে কোন বিশেষ গন্ধ বোধ হয় না ক্রমে ক্রমে যত শৈবাল ও তৃণ মৎস্য প্রভৃতি যে কালে উৎপন্ন হয় সেই কাল হইতেই গন্ধ জন্মাইয়া থাকে। অতএব ঐ পচা শৈবালাদি রূপ পার্থিবাংশেরই, জলের নহে। নতুবা গোলাপ জলেরও যে গন্ধ প্রত্যক্ষ হয় তাহাও জলের গন্ধ হইতে পারে। যদি গোলাপ জলের গন্ধকেও জলের গন্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, সেই প্রকার জলে চিনি কিংবা মিছরি দিলে যে মিষ্টরসের প্রত্যক্ষ হয়, তাহাও জলের মিষ্ট রস স্বীকার করিতে হয়, ঐ প্রকার তিক্ত রস প্রভৃতিও জলের গুণ ইহাও না হইবে কেন। এবং উষ্ণ জলে উষ্ণ স্পর্শের প্রত্যক্ষ হয় বিধায় জলের উষ্ণতা গুণও মানিতে হয়। ঐ সকল কারণে জলে গন্ধগুণ স্বীকার করা নিজের বুদ্ধির স্থূলতা প্রদর্শন করা মাত্র। যদি এই স্থলে এইরূপ আপত্তি করা যায় যে পুষ্করিণী প্রভৃতির জলের গন্ধ কথঞ্চিৎ পৃথিবীর গন্ধ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উষ্ট্রেরা গন্ধ পাইয়া জলের যে নিশ্চয় করে সেইটী জলের গন্ধ অবশ্যই বলিতে হইবে। এই আপত্তি বিশেষ সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে অতি অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া বোধ হইবে। কারণ উষ্ট্রেরা জলের গন্ধ পাইয়া জলের নিশ্চয় করে, কিংবা যে প্রকার অতি দূরে বৃষ্টি হইলে সেই জলীয় বায়ু গাত্রে লাগিলে এই দিকে বৃষ্টি হইয়াছে, যে রূপ বোধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার উষ্ট্রেরাও জলের শীতল বায়ু পাইয়া এই দিকে জল আছে ইহা নির্ণয় করে। পুনর্ব্বার এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, যদি জলে গন্ধ না থাকিত তবে তাহারা নাসিকা উত্তোলন করে কেন?

বত্ত্বং, পাকজস্পর্শবদবৃত্তি অনুষ্ণাশীতস্পর্শবদ্বৃত্তিদ্রব্যত্ত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্বং বা বায়ুলক্ষণম্। শব্দবত্ত্বমাকাশলক্ষণমিতি ॥১৩॥

ইহার উত্তরে এরূপ বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না; যে তাহারা শীতল বায়ু পাইয়া জল দেখিবার চেষ্টায় মুখোত্তোলন করিয়া থাকে। অথবা তাহাদের ওষ্ঠ স্বভাবতই চঞ্চল তজ্জন্যই ওষ্ঠ নড়ে, তাহারা জলের গন্ধ পাইবার নিমিত্তই মুখোত্তলন করে ইহা নয়। যদি কেহ তাহা উষ্ট্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জলের গন্ধ স্থির করিয়া থাকেন, তবে এ বিষয়ে নৈয়ায়িকেরা অবশ্যই ভ্রম স্বীকার করিবেন। কিংবা উষ্ট্রেরা জলের গন্ধ পাইলে ক্ষতি কি? তাহারা যে জলের গন্ধ পায় সে জলে কি পৃথিবীর অংশ থাকে না, সে জলটী কি গগনে থাকে? এমন বিশুদ্ধ জল কোথায় পাইবে যে তাহাতে পৃথিবীর অংশ নাই, যদি সর্ব্বত্রেই জলের যে গন্ধ অনুভব হয় তাহা পৃথিবীর গন্ধ বলিতে হইল, কিন্তু উষ্ট্রেরা যে জলের গন্ধ পায়, সেইটী জলেরই গন্ধ ইহা স্বীকার করা অতিশয় গৌরব। ইহা দ্বারা এইটীই স্থির হইতেছে, জলে যে গন্ধ অনুভব হইয়া থাকে তাহা পৃথিবীরই গন্ধ, জলের নহে। এক্ষণে জলের লক্ষণ কথিত হইতেছে। স্নেহ গুণটী জলেই আছে অন্যত্র নাই, অতএব স্নেহবিশিষ্টত্ব জলের লক্ষণ। ভাস্বর অর্থাৎ চাকচিক্য এতাদৃশ রূপবিশিষ্টত্বই তেজের লক্ষণ। পৃথিবী ও জলে যে শুক্ল রূপ আছে, সে অভাস্বর অর্থাৎ উজ্জ্বলতাশূন্য, এজন্য পৃথিবী ও জলে এ লক্ষণটী থাকিল না। রূপ রহিত হইয়া স্পর্শাশ্রয়ত্ব বায়ুর লক্ষণ। পৃথিবী, জল, ও তেজঃ এই তিন দ্রব্যে স্পর্শ থাকিলেও রূপের অভাব নাই, এজন্য এই তিন দ্রব্যে লক্ষণ গমন করিল না। গগনাদিরূপ, রহিত হইলেও তাহাতে স্পর্শ গুণ নাই—অতএব তাহাতে লক্ষণ যাইল না। শব্দটী গগনে জন্মাইয়া তাহাতেই বিলীন হয়, এজন্য শব্দাশ্রয়ত্বই গগনের লক্ষণ। শব্দ যে বায়ুর গুণ নহে তাহা শব্দ-পরীক্ষাদিতে বিস্তৃত হইবে॥ ১৩॥

অর্থানাং লক্ষণং ব্যক্তি, তান্ বিভজতে চ
গন্ধরূপরসস্পর্শশব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ। ১৪॥ সূ

গন্ধেতি তদর্থা ইত্যনেনৈব লক্ষণং সূচিতম্, তদর্থাশ্চ তেষাং ঘ্রাণাদীনামিন্দ্রিয়াণামর্থাঃ তজ্জন্যপ্রত্যক্ষবিষয়াঃ। তথাচ ইন্দ্রিয়দ্বয়াগ্রাহ্যত্বে সতি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বমর্থলক্ষণং পর্য্যবসিতম্। সংযোগাদীনাং চক্ষুস্ত্বগুভয়েন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বেন তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায় সত্যন্তম্। সুখাদাবতিব্যাপ্তিবারণায় বহিরিতি। তে চ কতি ইতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গন্ধরূপেত্যাদি, তথাচ অর্থাঃ পঞ্চ-

---

এক একটী বহিরিন্দ্রিয়মাত্রগোচর যে গুণ সেই অর্থ শব্দের প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ গন্ধ প্রভৃতি পাঁচটী গুণ একটী একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় হয়। সংযোগ ও পরিমাণ প্রভৃতি গুণ নয়ন ও ত্বচ্ এই উভয়ের গ্রাহ্য, এজন্য তাহাতে অতিব্যাপ্তি নাই। বুদ্ধি ও সুখ প্রভৃতি এক মাত্র মনের প্রত্যক্ষ বিষয় হইলেও, বহিরিন্দ্রিয়েয় বিষয় নহে। এজন্য বুদ্ধি সুখাদিতে লক্ষণ গমন করিল না। এই অর্থ পাঁচ প্রকার; যথা গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ এবং শব্দ। তাহার মধ্যে গন্ধ একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়গোচর, রস কেবল জিহ্বার প্রত্যক্ষবিষয়, রূপকে কেবল নয়নদ্বারাই প্রত্যক্ষ করা যায়, স্পর্শটী একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর। শব্দও কেবল কর্ণ দ্বারাই শ্রবণের বিষয় হয়। এজন্য ঘ্রাণাদি প্রত্যেক প্রত্যেক মাত্রজন্য প্রত্যক্ষবিষয়ত্বই গন্ধাদির লক্ষণ জানিবে। তাহার মধ্যে কোন্ গুণটী কাহার এই জিজ্ঞাসায় কহিতেছেন। পৃথিব্যাদিগুণা ইতি, ইহার অর্থ এই, পৃথিবীর গুণ গন্ধ, পৃথিবী ও জলের গুণ রস, এবং পৃথিবী, জল, তেজ এই তিনটীর গুণ রূপ, এবং পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটীর গুণ স্পর্শ। শব্দটী আকাশের গুণ অর্থাৎ শব্দ আকাশেই জন্মে। আকাশ সর্ব্বব্যাপক অর্থাৎ সকল স্থানেই আছে এজন্য যে কোন স্থানে বস্তুদ্বয়ের আঘাত হইলেই শব্দ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুদ্বয়ের আঘাত প্রভৃতি না হইলে কেবলমাত্র আকাশে শব্দোৎপন্ন হয় না; এজন্য আঘাত ও বায়ু প্রভৃতি শব্দোৎপন্নের প্রতি সহকারী কারণ।

বিধা ইত্যর্থঃ। নচ তদর্থত্বমসম্ভবীতি বাচ্যং যস্মাৎ ঘ্রাণেনৈব গন্ধো গৃহ্যতে, চক্ষুষা রূপং, রসনয়া রসঃ, ত্বচা স্পর্শঃ, শ্রোত্রেণ তু শব্দ ইতি। তেষাং কঃ কস্য গুণঃ ইতি জিজ্ঞাসায়ামাহ পৃথিব্যাদীতি, তথাচ পৃথিব্যা গুণো গন্ধঃ, পৃথিবীজলয়ো রসঃ, পৃথিবীজলতেজসাং রূপং, পৃথিবীজলতেজোবায়ূনাং স্পর্শঃ। আকাশমাত্রস্য শব্দঃ এতাদৃশার্থস্তু সূত্রান্তরে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ বস্তুদ্বয়ের আঘাত হইয়া আকাশে শব্দোৎপন্ন হয়। পরে ঐ শব্দ বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া তজ্জাতীয় শব্দান্তর উৎপন্ন করে। পুনর্ব্বার ঐ শব্দ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতে, তৃতীয় শব্দের উৎপত্তি হয়। এইরূপ শব্দান্তরের দ্বারা শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়া শব্দ সকল বহু দেশ ব্যাপিয়া যায়। তৎপরে ঐ শব্দ সকল আমাদের কর্ণসমীপবর্ত্তী হইলে আমরা সেই শব্দের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল, যেমন একটী পুষ্করিণীর জল মধ্যে কোন একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তাহার আঘাতে লাগিয়া প্রথমে একটী তরঙ্গ জন্মায়; পরে ঐ তরঙ্গের আঘাত লাগিয়া তরঙ্গান্তর জন্মায়, এইরূপ ক্রমে ক্রমে তরঙ্গান্তরের আঘাত লাগিয়া তরঙ্গান্তরের উৎপত্তি হওয়ায়, সেই পুষ্করিণী তরঙ্গ দ্বারা পরিপূরিত হইয়া উঠে। তদ্রূপ শব্দান্তরের দ্বারা শব্দান্তর উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া যায়। এবং কেহ কেহ কহিয়া থাকেন " কদম্ব গোলকের ন্যায় " শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন প্রথমে কদম্বপুষ্পের গোলাকারটী (যেটীর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে) উৎপন্ন হয়; তৎপরে একদাই দল সকল জন্মায়। সেই প্রকার কোন বস্তুর সহিত কোন বস্তুর আঘাত হইলে প্রথমে গগনে একটী শব্দ হয়, তৎপরে তাহার চতুর্দ্দিকে এক কালেই শব্দ সকল জন্মে। এবং কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ক্ষিতি জল তেজ বায়ু এই চারিটী ভূতেই শব্দ জন্মে। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, শব্দ

ক্রমপ্রাপ্তাং বুদ্ধিং নিরূপয়তি

বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্ ॥ ১৫ ॥ সূ ॥

বুদ্ধিরিত্যাদি, বাহ্যবস্তুঘটপটাদিবৎ অহং ঘটমুপলভে পটং জানামীত্যাদিমানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ আত্মগুণবিশেষঃ বুদ্ধিপদার্থ ইত্যর্থে বুদ্ধিরুপলব্ধিরিত্যস্য তাৎপর্য্যম্। লক্ষণন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ বুদ্ধিত্বরূপবৈজাত্যধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেন ন তত্র যুক্ত্যন্তরাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। সাংখ্যাস্ত মূলকারণরূপপ্রকৃতেঃ পরিণামো বুদ্ধিঃ। জ্ঞানন্তু অচেতনস্য অন্তঃকরণস্য পুরুষোপ-

---

মাত্র বায়ুর গুণ, অর্থাৎ শব্দ সকল বায়ুতেই জন্মিয়া থাকে। এই মত সকল দ্বিতীয়াধ্যায়ে বিশেষ রূপে বর্ণিত ও খণ্ডিত হইবে॥ ১৪ ॥

বুদ্ধিকে নিরূপণ করিতেছেন

রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি বাহ্যগুণ সকল যেরূপ প্রত্যক্ষ দ্বারা নির্ণীত হয়। অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত যেমন উপদেশ ও যুক্তি প্রভৃতি কিছুই অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ আভ্যন্তরিক গুণ ও বুদ্ধি আত্মাতে স্বতঃসিদ্ধই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এজন্য ইহার বুদ্ধিত্বরূপ, লক্ষণটী প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ আমি অমুককে জানিয়াছি আমার সুখানুভব হইয়াছে এই প্রকার জ্ঞানকে জানা যায়। এই নিমিত্তই মহর্ষি গৌতম ইহার স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোন যুক্ত্যাদি উল্লেখ করেন নাই।

সাংখ্যমতে জগতের মূলকারণ প্রকৃতি, তাহার প্রথম পরিণামই বুদ্ধি। পরিণাম শব্দটী যে বস্তু যে অবস্থায় থাকে, তাহার প্রকারান্তর হওয়ার নাম। যথা সুবর্ণ প্রথমতঃ সামান্যাকারে থাকে, পরে কুণ্ডলাদিরূপ প্রাপ্ত হয়, উহাকেই পরিণাম কহে। এবং সাঙ্খ্যেরা চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে স্বীকার করেন। সেই চৈতন্যবিশিষ্ট অন্তঃকরণের ঘটপটাদিরূপ বিষয়াকারে পরিণামকেই জ্ঞান পদার্থ কহে। এজন্য সেই

হিতস্ত বিষয়াকারপরিণাম ইত্যুভয়োর্ভেদোঽস্তি ইত্যাহুঃ। তন্মতনিরাকরণায়াহ জ্ঞানমিত্যনর্থান্তরমিতি, জ্ঞানমিত্যনেন ন অর্থান্তরো যস্য তৎ। তথাচ,বুদ্ধিশব্দো জ্ঞানশব্দেন সহ একার্থক এব, নতু ভিন্নার্থক ইতি ভাবঃ। তন্মতস্য তু যুক্ত্যনুভববিরুদ্ধত্বেন হেয়ত্বমিত্যাশয়ঃ। এতদ্‌যুক্তিস্তু বুদ্ধিপরীক্ষাস্থলে প্রদর্শয়নীয়া ॥ ১৫ ॥

মনসোঽতিন্দ্রিয়ত্বয়া যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বকং তল্লক্ষণমাহ

যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্‌ ॥ ১৬ ॥

যুগপদিতি, নয়নাদিনা চাক্ষুষাদ্যুৎপত্তিকালে, ঘ্রাণাদিনা সন্নিকর্ষঘটিতঘ্রাণজপ্রত্যক্ষসামগ্রীসত্ত্বেঽপি ন গন্ধাদীনাং প্রত্য-

---

মতে বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়ের বিভিন্নতা আছে। এই সাঙ্খ্য মতকে যুক্তিদ্বারা পরীক্ষা স্থলে খণ্ডন করিবেন। আপাততঃ বুদ্ধি ও জ্ঞান পৃথক্ পদার্থ নহে এইমাত্র জানাইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

মনঃ পদার্থ নিরূপিত হইতেছে

এক ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কালে কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তৎকালে, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অপর বস্তুর প্রত্যক্ষ জন্মে না। অর্থাৎ যখন নয়ন দ্বারা কোন বস্তুকে দর্শন করা যায়, তখন নাসিকা কিংবা জিহ্বাদি দ্বারা গন্ধ অথবা রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না। এবং যখন নাসিকা দ্বারা কোন সুগন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখন চক্ষু দ্বারা কিংবা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা কাহার দর্শন, কি কোন রসাদির আস্বাদন জন্মায় না। এজন্য এক ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ কালে, অপর—ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের কোন কারণের অভাব আছে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। নতুবা যখন চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতেছে তৎকালে যদি অন্য ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের কারণ সকল থাকে, তবে সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাও অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যেহেতু এই নিয়ম দেখা যাইতেছে, যে কার্য্যের যে যে কারণ, ঐ সকল কারণ

ক্ষং ভবতি। অতস্তেষাং তদানীং অনুৎপত্তিনির্ব্বাহায় একঃ কারণাভাবঃ আবশ্যকঃ, তদর্থং তাদৃশং কারণং কল্পনীয়ং যেন যদেকপ্রত্যক্ষকারণসমুদায়ো ঘটতে নান্যপ্রত্যক্ষস্য। তচ্চ তত্তদিন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষং প্রতি তত্তদিন্দ্রিয়েণ সহ মনঃসংযোগত্বেন

যদি একত্রিত হয়, তবে সেই কার্য্যের উৎপত্তি সেই কালে অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কারণের অভাব থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। অতএব এস্থলে "ইন্দ্রিয়ের সহিত সূক্ষ্মতম দ্রব্যের সংযোগকে" কারণ বলিতে হইবে। ঐ সূক্ষ্মতম কারণটী যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তখন সেই ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ কারণটী অতি সূক্ষ্মতম বিধায় এক কালে উভয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ আমরা যখন কোন বস্তুকে চক্ষুঃদ্বারা দর্শন করিয়া থাকি, তখন সেই সূক্ষ্মতম কারণটী আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিতই সম্বন্ধ হইয়া দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন করায়। কিন্তু তৎকালে ঐ কারণটী কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায়, আমরা ঐ সময়ে শ্রবণজন্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ঐ সূক্ষ্মতম দ্রব্য পদার্থই মন। যদিচ আমাদের অনেক সময়েই এক কালে কর্ণ দ্বারা গীতাদি শ্রবণ করিতেছি, এবং নয়ন দ্বারা দেখিতেছি ও জিহ্বার দ্বারা রসাস্বাদন করিতেছি এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে,এক কালে উক্ত প্রত্যক্ষ সকল জন্মাইতেছে না। যেমন কতকগুলি পত্র একত্রিত করিয়া শূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে, এই রূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে এককালেই সমস্ত পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ক্রমান্বয়ে এক একটী করিয়া পত্রগুলি বিদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাৎ সেই পত্রগুলি বিদ্ধ করিবার সময় অগ্রের পত্র খানি অগ্রে বিদ্ধ হইয়াছে, দ্বিতীয় খানি তৎপরকালে বিদ্ধ হইয়াছে, এবং তৃতীয় পত্র খানি তৎপরক্ষণে বিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি যেমন এককালে পত্রগুলি বিদ্ধ

কারণত্বকল্পনেনৈব সম্ভবতি যস্মাৎ মনোঽণুরূপতয়া যদা যেন ইন্দ্রিয়েণ সহ মনসঃ সংযোগস্তদা নান্যেন্দ্রিয়েণ ইত্যভিপ্রায়েণাহ যুগপদিতি, যুগপদেকস্মিন্ কালে জ্ঞানয়োর্বিজাতীয়জ্ঞানায়োরনুৎপত্তির্যতঃ স অণুত্বধর্ম্মঃ। তথাচ যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তিপ্রয়োজকাণুত্বধর্ম্মঃ মনসো লিঙ্গং লক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

প্রবৃত্তিং নিরূপয়তি বিভজতে চ

প্রবৃত্তির্বাক্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ ॥ ১৭ ॥

প্রবৃত্তিরিতি, প্রবৃত্তিপদার্থশ্চ অহমস্মিন্ কার্য্যে প্রবর্ত্তে ইত্যাদিপ্রত্যক্ষসিদ্ধঃ, অয়ং অত্র কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে ইতি ব্যবহার-

হইয়াছে এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যে চক্ষুঃ দ্বারা দর্শন ও কর্ণ দ্বারা শ্রবণ হওয়াতে, তাহার অভ্যন্তর কাল (অর্থাৎ অগ্রে দর্শন হইয়া তৎপর ক্ষণে শ্রবণ হইয়াছে সেই মধ্যবর্ত্তী সময় টুকু) আমরা অনুভব করিতে পারি না। মহর্ষি গৌতম যুগপজ্‌জ্ঞানানুপপত্তির্মনসো লিঙ্গম্, এই সূত্র দ্বারা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

জগতে প্রাণিমাত্রকেই তিন প্রকার কার্য্য করিতে হয়। যখন অন্য ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানাইবার ইচ্ছা হয়, তখন বাক্যপ্রয়োগ করিতে হয়, ঐ বাক্য একটী কার্য্য। এবং যৎকালে এই কার্য্য কর্ত্তব্য ও এই কার্য্য অকর্ত্তব্য ইত্যাদি নির্ণয় করিতে হয়, তৎকালে মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদি আবশ্যক হয়, এজন্য মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদিও কার্য্য। এবং কোন বস্তুকে যখন উৎপাদন বা গ্রহণ কি রক্ষণ প্রভৃতি আবশ্যক হয়, তখন শরীরের ব্যাপার অপেক্ষা করে। শরীরের চালনা না হইলে বস্তুর উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য সপন্ন হয় না। এজন্য শরীরের ব্যাপারটীও একটী কার্য্য। যখন আমরা ঐ তিন কার্য্যের মধ্যে

সিদ্ধশ্চ যত্নবিশেষঃ, সামান্যো যত্নো বা। তল্লক্ষণঞ্চ চিকীর্ষা-জন্যতাবচ্ছেদকঃ প্রবৃত্তিত্বাখ্যো জাতিবিশেষঃ। সা চ ত্রিবিধা, বাগারম্ভঃ, বুদ্ধ্যারম্ভঃ শরীরারম্ভশ্চেতি। অত্র আরম্ভপদং অনুকুলপরং, গোচরপরং বা। তথাচ বাগনুকুলা বাগারম্ভঃ, শরী-রানুকুলা শরীরারম্ভঃ, এতদুভয়ভিন্নানুকুলা বুদ্ধ্যারম্ভ ইত্যর্থঃ। বুদ্ধিপদস্য বাক্যশরীরভিন্নপরত্বাৎ, প্রবৃত্তেঃ শরীরস্য পুষ্ট্যা-দ্যনুকুলত্বেন শরীরবৃত্তিচেষ্টানুকুলত্বেন বা শরীরানুকুলত্বং বোধ্যম্। বাগ্‌বিষয়া বাক্যশরীরান্যবিষয়া বেতি। প্রবৃত্তিপদং প্রবৃত্তিজন্যকার্য্যপরং, বুদ্ধিপদং মনঃপরমিতি ভাষ্যস্যাশয়ঃ। ইয়ং প্রবৃত্তির্দ্বিবিধা, কারণরূপা কার্য্যরূপা চেতি। কারণরূপা চাত্রৈবোক্তা, কার্য্যরূপা চ ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মিকা। আদ্যাপি দ্বিধা

যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, সে কালে আত্মাতে একটী যত্ন উৎপন্ন হয়। ঐ যত্ন হইলেই কার্য্য সকল হইতে থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত ঐ যত্ন না জন্মে সে কাল পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ বাক্য উচ্চারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ আত্মাতে যত্ন হয়, পরে ঐ যত্ন দ্বারা কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতি স্থানের চালনা হয়, অনন্তর বাক্যটী উচ্চারিত হইয়া থাকে। এবং মানসিক চিন্তা ও বস্তুদর্শনাদি কার্য্য যখন জন্মে, তৎকালে যে যে বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি কর্ত্তব্য হয় সেই সেই বিষয়ে মনের অভিনিবেশ ও আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইয়া থাকে। ঐ অভিনিবেশ কি মনের সংযোগ আত্মাতে না হইলে কদাচ দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না। এ কারণে মানসিক চিন্তা প্রভৃতিও যত্নসাধ্য ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যে কোন কার্য্য হউক না কেন, আত্মাতে যত্ন না হইলে জন্মাইতে পারে না। ঐ যত্নের নামই প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও যত্ন একই পদার্থ। মহর্ষি প্রবৃত্তিকে জানাইবার নিমিত্ত ঐ তিন কার্য্যের অনুকুলি (জনক) রূপে পরিচয় দিয়াছেন।

শুভাত্মিকা, অশুভাত্মিকা চেতি, তত্র বিহিতকার্য্যবিষয়িণী শুভা, নিষিদ্ধকার্য্যবিষয়িণী অশুভা ইতি ॥ ১৭ ॥

দোষং লক্ষয়তি

প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ ॥ ১৮ ॥ সূ ॥

প্রবর্ত্তনেতি, প্রবর্ত্তনা প্রবৃত্তিজনকত্বং লক্ষণং যেষাং তে প্রবর্ত্তনা লক্ষণাঃ তথাচ প্রবৃত্তিজনকত্বং লক্ষণং, লক্ষ্যাশ্চ রাগদ্বেষমোহা ইতি ত্রয়ঃ দা তত্র রাগশ্চিকীর্ষা, দ্বেষোঽহং দ্বেষ্মীতি প্রতীতিসাক্ষিকো গুণবিশেষঃ। মোহো ভ্রমজ্ঞানং সচ অভেদশরীরাদাবাত্মত্বাদিবুদ্ধিঃ, অপকৃষ্টে উৎকৃষ্টত্ববুদ্ধিঃ, শুচাবশুচিত্ববুদ্ধিরিত্যাদি। প্রবৃত্তিজনকত্বঞ্চ সমবায়সম্বন্ধেন নিবেশনীয়ং, তেন নাত্মশরীরাদাবতিব্যাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ সূ ॥

এবং ঐ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। সূত্রস্থ বাক্ শব্দটী বাক্যের নাম বুদ্ধি শব্দটীও মানসিক চিন্তাদির বোধক, শরীরশব্দও চেষ্টাবোধক, আরম্ভশব্দটা অনুকূলকে বুঝায় অর্থাৎ বাক্যানুকূল ও চিন্তা প্রভৃতির অনুকূল এবং চেষ্টানুকূল এই তিন প্রকার প্রবৃত্তি ইহাই সূত্রের অর্থ। সকল প্রবৃত্তি দুই প্রকার, শুভরূপা ও অশুভরূপা। হিতকর কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে সেই প্রবৃত্তি শুভরূপা। এবং অহিত কার্য্যে যে প্রবৃত্তি জন্মে, অশুভরূপা। কারণরূপা ও কার্য্যরূপা। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি ইহাও কেহ কহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বসূত্রে যে প্রবৃত্তির নিরূপণ করিয়াছেন, সেই প্রবৃত্তির জনকত্বই দোষের লক্ষণ। অর্থাৎ ঐ প্রবৃত্তি যে যে পদার্থ হইতে জন্মে, সেই সেই পদার্থই দোষ। উক্ত দোষ ত্রিবিধ; যথা রাগ, দ্বেষ ও মোহ, তম্মধ্যে রাগ ইচ্ছা অর্থাৎ আমি এইটী করিব এইরূপ ইচ্ছা। এবং দ্বেষ আত্মার গুণ বিশেষ, এইটী আমার অনিষ্টকারী এই জ্ঞান হইলে জন্মে। আত্মাতে ঐ দ্বেষ জন্মাইলে, কোন কার্য্যে নিবৃত্তি কিংবা কাহার প্রতি অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়। এবং মোহ অযথার্থ জ্ঞান।

প্রেত্যভাবং নিরূপয়তি

পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রেত্য মৃত্বা ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ মরণোত্তরজন্ম ইত্যর্থঃ ইতি ভাষ্যম্। দীধিতিকারস্তু প্রেত্যস্য মৃতস্য ভাবো-জননং প্রেত্যভাব ইত্যাহ। মরণন্তু আদৌ জন্মবিনা ন সম্ভবতি, অতো মরণস্য জন্মোত্তরত্বমর্থতো লভ্যতে। এতেন জন্মমরণয়োর্ধারাবাহিকত্বং লভ্যতে। তথাচ যাবদ-পবর্গো ন ভবেৎ, তাবৎকালং জন্মমরণধারা ভবত্যেব। তাদৃশধারা তু বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিরেব। জন্ম চ প্রথমশরীর-সম্বন্ধঃ। মরণন্তু আত্মনা সহ শরীরস্য বিজাতীয়সংযোগনাশঃ, তাদৃশজন্মমরণধারায়াঃ দুঃখৈকনিদানতয়া তাদৃশজ্ঞানে সতি জন্মমরণধারানিবৃত্ত্যুপায়ে প্রবৃত্তিরবশ্যং ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ প্রেত্যভাবনিরূপণমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ সূ ॥

যথা রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি, এবং বস্তুতঃ আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, শরীরকে আত্মা বলিয়া জানিলে, সেইটীও অযথার্থ জ্ঞান হইল। এবং সাং-সারিক কার্য্য মাত্রই প্রায় অতি দুঃখকর, ঐ কার্য্যকে সুখকর বোধ করিয়া প্রাণীমাত্রই সংসারে অনুরাগী হয়, ঐটীও অযথার্থ জ্ঞান, এবং হিতকর পদার্থকে অহিতকর বোধ সেও ভ্রম এই প্রকার বহুতর অযথার্থ জ্ঞান আছে। তাহা পরীক্ষাস্থলে বিশেষরূপে দর্শিত হইবে ॥১৮॥

প্রেত্যভাব নিরূপণ করিতেছেন।

প্রেত্যভাব শব্দে জন্ম হইয়া মরণ ও মরণ হইয়া জন্ম, এইরূপ জীবের ধারাবাহিক জন্মমরণ বুঝায়। যে পর্য্যন্ত জীবাত্মার মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত জীবাত্মার ধারাবাহিক জন্ম ও মরণ হইয়া থাকে, মুক্তি হইলে আর জন্ম কিংবা মরণ হয় না। জন্মশব্দটী শরীরের আত্মার সহিত প্রথম সম্বন্ধকে বুঝায়। এজন্য আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ

ক্রমপ্রাপ্তং ফলং নিরূপয়তি

প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্ ॥ ২০ ॥ সূ ॥

প্রবৃত্তিদোষাভ্যাং জনিতঃ প্রবৃত্তিদোষজনিতঃ, এবম্ভূতো যোঽর্থঃ (সুখদুঃখয়োঃ সাক্ষাৎকারঃ) স এব ফলং ফলপদার্থঃ। এবঞ্চাত্র জনিতশব্দস্য প্রযোজ্যপরতয়া বিহিতকর্ম্মবিষয়ক-প্রবৃত্তেঃ স্বজন্য-ক্রিয়া-জন্য-ধর্ম্মদ্বারা সুখভোগসম্পাদকত্বেন নিষিদ্ধকর্ম্মপ্রবৃত্তেরপি তাদৃশপরম্পরয়া দুঃখভোগসম্পাদকত্বে-

---

প্রথম সম্বন্ধকে বুঝায়। এজন্য আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ যখন হয়, তৎকালে দেবদত্ত জন্মাইতেছে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। মরণ শব্দেও যে সম্বন্ধ হইলে, আত্মা শরীরী এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ঐ সম্বন্ধের নাশকে বুঝায়। ঐ জন্ম মরণই জীবের অশেষ দুঃখ ভোগের মুলকারণ। ঐ মুল কারণটীর নাশ না হইলে কদাচ অশেষ দুঃখের সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞাত হইলে, যাহাতে ঐ দুঃখের অদ্বিতীয় কারণ জন্ম ও মরণ ধারা পুনর্ব্বার না হয়, সেই উপায়ে অবশ্য জীবের প্রবৃত্তি হইবে। সেই উপায়ই আত্মতত্ত্বজ্ঞান। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলে জীবের জন্মমরণধারা সমূলে বিনষ্ট হয়। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি প্রেত্যভাবকে বিশেষরূপে কহিয়াছেন॥ ১৯॥

ফলের লক্ষণ কহিতেছেন

আমাদিগের গমন, ভোজন, কি মানসিক চিন্তা প্রভৃতি যে কোন ব্যাপারই হউক না কেন, তাহার পরিণামে সুখের কিংবা দুঃখের ভোগ (সাক্ষাৎকার) জন্মে। অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ ব্যতীত কার্য্য মাত্রের আর কোন পরিণাম ফল নাই। সকল কার্য্যের পরিশেষে সুখ কিংবা দুঃখ জন্মিয়া থাকে, এজন্য শাস্ত্রকারেরা সুখ ও দুঃখকেই কার্য্যের ফলস্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন। সুখ কি দুঃখ সাক্ষাৎকারের অনন্তর অন্য কোন ফল জন্মে না, ঐ সুখদুঃখভোগই কার্য্য মাত্রের চরম ফল, এজন্য সুখ কিংবা দুঃখ ভোগকেই মুখ্যফল বলিতে হইবে। জীবের আহার বিহার প্রভৃতি ব্যাপারের মুলকারণ প্রবৃত্তি

হপি, এবং দোষাণাস্তু প্রবৃত্তিঘটিততাদৃশপরম্পরয়া প্রযোজকত্বে-হপি ন ক্ষতিঃ। সুখদুঃখয়োর্ভোগস্তু মুখ্যং ফলমেব। গৌণফলন্তু দেহেন্দ্রিয়বিষয়াঃ সর্ব্বএব তেষাং ফলত্বেনোপচার ইতি ভাবঃ। তথাচ জন্যত্বং ফলসামান্যলক্ষণং, সুখদুঃখান্যতরত্বং ফলমুখ্য-লক্ষণম্। তদন্যত্বে সতি জন্যত্বং গৌণফললক্ষণং বোধ্যম্ ॥ ২০ ॥

দুঃখং লক্ষয়তি

বাধনালক্ষণং দুঃখম্ ॥ ২১ ॥ সূ ॥

বাধনেতি, বাধনা আত্মসন্তাপঃ, তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ। তথাচ সর্ব্বানুভবসিদ্ধমেব দুঃখং, নাত্র পরিচায়-

---

ও দোষ। প্রবৃত্তি অর্থাৎ যত্ন। দোষশব্দে রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনকে বুঝায়। রাগ ইচ্ছা অর্থাৎ অনুরাগ, দ্বেষ আত্মগুণ বিশেষ, দ্বেষ হইলে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। মোহ অযথার্থ জ্ঞান, অর্থাৎ দুঃখকর কার্য্যে সুখকর ও কামিনীপ্রভৃতিতে মনোহরত্বাদি বুদ্ধি। এই তিনটী প্রথমতঃ জীবাত্মাকে আচ্ছন্ন করে, এজন্য উপার্জ্জন প্রভৃতি ব্যাপার অতি দুঃখকর হইলেও তাহাতে ঐ আচ্ছন্ন আত্মার ইচ্ছা হইয়া প্রবৃত্তি জন্মে। ঐ প্রবৃত্তি হইলেই ব্যাপারধারা উৎপন্ন হইতে থাকে। ঐ ব্যাপারধারা, চরমে সুখ কিংবা দুঃখভোগ উৎপন্ন করে, এজন্য দোষ ও প্রবৃত্তি এই দুইটী সুখ কিংবা দুঃখভোগের মূলকারণ হইতেছে। অতএব মহর্ষি প্রবৃত্তি ও দোষ ইহা দ্বারা জনিত (উৎপন্ন) পদার্থকেই ফল বলিয়াছেন। অতএব সুখের কিংবা দুঃখের ভোগই মুখ্য ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। এবং ভোজনাদি ক্রিয়া ও শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সুখ ও দুঃখ ভোগের সম্পাদনকারী বিধায় তাহারাও গৌণ ফল ইহা বলিতে হইবে। অতএব সুখ ও দুঃখ এই অন্য-তরের সাক্ষাৎ-কারত্বই মুখ্যফলের লক্ষণ। এবং সুখ ও দুঃখ ভিন্ন বর্ত্তমান জন্যত্ব গৌণফলের লক্ষণ, ও জন্যত্বই সামান্যফলের লক্ষণ ॥ ২০ ॥

দুঃখের লক্ষণ কহিতেছেন

আমি দুঃখী, আমার দুঃখভোগ হইতেছে, এইরূপ দুঃখের সাক্ষাৎ-

কান্তরাপেক্ষা ইতি ভাবঃ। এবঞ্চ দুঃখত্বং, প্রত্যক্ষসিদ্ধং বৈজাত্যমেব তল্লক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

অপবর্গস্য লক্ষণমাহ

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ ॥ ২২ ॥

তদত্যন্তেতি, অত্যন্তং বিমোক্ষঃ অত্যন্তবিমোক্ষস্তস্য দুঃখস্যাত্যন্তবিমোক্ষঃ তদত্যন্তবিমোক্ষঃ। স চ স্বসমানাধিকরণদুঃখাসমানকালীনো দুঃখধ্বংসঃ, অপবর্গোঽপবর্গপদার্থঃ। তথাচ তাদৃশদুঃখধ্বংসোঽপবর্গপদার্থ ইত্যর্থঃ। সংসারদশায়াং যো দুঃখধ্বংসঃ তত্রাতিব্যাপ্তিবারণায় কালীনান্তং দুঃখধ্বংস-

---

কার প্রাণী মাত্রেরই হইয়া থাকে, ঐ মানসিক সন্তাপই অর্থাৎ ক্লেশই দুঃখপদার্থ। উক্ত দুঃখ নিজের অভিলষিত বস্তু না পাইলে, কি অনিষ্টকর বস্তু প্রাপ্তিতে জন্মিয়া থাকে। দুঃখটী জীবমাত্রেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, এজন্য বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন নাই। ফলতঃ যাহার অসদ্ভাবে স্বভাবতই ইচ্ছা হয়, তাহার নাম দুঃখ। কারণ দুঃখের অভাব হউক এই রূপ সকলেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেছে। শরীর ও ছয় ইন্দ্রিয় তাহার বিষয়; গন্ধাদি ছয় ও ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষ ইহারা দুঃখের সম্পাদক, অর্থাৎ ঐ শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি না থাকিলে আত্মা কদাচ দুঃখী হইতেন না। এবং দুঃখানুসঙ্গী সুখ অর্থাৎ কোন সুখ জন্মাইতে হইলে তাহার পূর্ব্বে ও পরে দুঃখ অবশ্যই জন্মে। এজন্য সাংসারিক সুখকে, দুঃখ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন এই একবিংশতি পদার্থকেও প্রাচীনগণ দুঃখপদে ব্যবহার করিয়া ঐ একবিংশতি পদার্থকে গৌণ দুঃখ বলিয়াছেন ॥২১॥

অপবর্গের লক্ষণ কহিতেছেন

সূত্রস্থিত তৎ শব্দটী পূর্ব্বসূত্রোক্ত দুঃখবোধক, বিমোক্ষ শব্দে নিবৃত্তি (বিনাশ) বুঝায়, অপবর্গ শব্দে মুক্তি বোধ জন্মে। তাহার (দুঃখের) অত্যন্ত বিমোক্ষ (নাশ), তদত্যন্ত বিমোক্ষ, এইরূপ সমাস দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত বিনাশই মোক্ষপদার্থ লাভ হইয়াছে অর্থাৎ দুঃখের অত্যন্ত

বিশেষণম্। জাতেঽপি মোক্ষে পুরুষান্তরীয়দুঃখসত্ত্বেন সামান্য-দুঃখাসমানকালীনত্বমপ্রসিদ্ধমতঃ স্বসমানাধিকরণেতি দুঃখবিশে-ষণম্। অত্র স্বপদং দুঃখধ্বংসপরম্। লক্ষণন্তাদৃশধ্বংসত্বম্। ভাষ্যকারস্তু তেন দুঃখেন জন্মনাত্যন্তবিমুক্তিরপবর্গ ইত্যুক্ত-বান্। অত্র দুঃখেন ইত্যস্য দুঃখস্যাসাধারণপ্রয়োজকেনেত্যর্থঃ। কেচিত্তু পূর্ব্বোক্তৈকবিংশতিপ্রকারদুঃখনাশোঽপবর্গ ইত্যাহুঃ। অপরে তু আত্মনি স্থিতস্য নিত্যস্য সুখস্য সাক্ষাৎকারো বিমুক্তি-রিত্যাচক্ষতে, স চ ন বিচারসহঃ। যস্মাৎ স চ সাক্ষাৎকারো নিত্যো জন্যো বা? নাদ্যঃ, সংসারদশায়ামপি তৎসত্ত্বে মুক্তসং-সারিণোরবিশেষাপত্তেঃ। যোগাভ্যাসাদেঃ তৎকারণত্বাসম্ভবেন তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ। নিত্যসুখসাক্ষাৎকারাভিভাবকদুঃখ-ভোগানুৎপাদকতয়া যোগাভ্যাসাদেঃ তৎকারণত্বাসম্ভবেন তত্র প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ। মোক্ষসময়ে নিত্যসুখসাক্ষাৎকারাভিভাবক-দুঃখভোগানুৎপাদকতয়া যোগাভ্যাসাদেরাবশ্যক ইতি চেৎ,

---

অসদ্ভাবই মুক্তি এইরূপ সূত্রের অর্থ। ফলতঃ জীবাত্মা স্বয়ং নিত্য, কিন্তু তাহার দুইটী অবস্থা, যথা বন্ধ (সংসার) ও মুক্তি। পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণ ও শরীরের বিনাশ জন্য সুখ-দুঃখভোগ যে হইয়া থাকে, তাহার মূলকারণ "শরীরই আত্মা" এই প্রকার ভ্রমজ্ঞান ও তজ্জন্য দৃঢ় সংস্কার, উহাকেই সংসারী কহে। এবং যৎকালে জন্ম মরণ প্রভৃতি রহিত হওয়ায়ও দুঃখভোগ না হয়, ঐ অবস্থাকে মুক্তি কহে। অত্যন্ত বিশেষণ না দিয়া দুঃখের বিনাশই মোক্ষ এইরূপ বলিলে সংসারাবস্থায় মুক্তির আপত্তি হইতে পারে। কারণ সংসার কালেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুঃখের নাশ এবং কোন কোন দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এজন্য সংসার কালেও সামান্য দুঃখনাশ আছে। এজন্য অত্যন্ত দুঃখবিনাশকে মুক্তি বলিয়া-ছেন। অর্থাৎ যে অবস্থাতে দুঃখনাশ হইলে পুনর্ব্বার দুঃখ না জন্মে এইরূপ দুঃখবিনাশই মুক্তি।

তথা সতি আত্যন্তিকদুঃখনাশোঽপবর্গ ইত্যেব ভবতাপি বক্তব্যত্বাপত্ত্যা মন্মত এব প্রবেশো ভবেৎ। ন বা দ্বিতীয়ঃ। তদানীং শরীরাদিকারণবিরহেণ সাক্ষাৎকারোৎপত্তেরসম্ভবাৎ। অথ তদানীং যোগজধর্ম্মসহকারেণ আত্মমনোযোগ এব তৎসাক্ষাৎ-

---

পূর্ব্বসূত্রে ষড়িন্দ্রিয় প্রভৃতি একবিংশতি প্রকার দুঃখ কথিত হইয়াছে, সেই একবিংশতি প্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিনাশকেই অতি প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা মুক্তি বলিয়াছেন। বেদান্তি প্রভৃতি অনেকেই জীবাত্মাকে স্বাভাবিক চেতন স্বীকার করেন, এবং জীবাত্মার বন্ধ ও মোক্ষ অন্য প্রকারে উপপাদন করেন। এই সকল মত ইহার শেষে প্রদর্শিত হইবে। মহানুভব ভগবান্ গৌতম মহর্ষি জীবাত্মাকে স্বাভাবিক চেতন স্বীকার করেন না, কিন্তু জীবাত্মা যৎকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি-যুক্ত হন, তৎকালে ঐ আত্মাতে চৈতন্য ও সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি গুণ সকল জন্মে। তখনই জীবাত্মা চেতন হন, কিন্তু জীবাত্মা স্বাভাবিক চেতন নহেন। নতুবা সুষুপ্তি কালে কিংবা মূর্চ্ছাসময়ে অচেতন হইতেন না। এবং অতি শিশুকালে কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় শরীরের এবং ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নিবন্ধন চৈতন্যেরও মন্দতা দেখা যাইত না। এবং যৌবন সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পটুতা থাকায় চৈতন্যের উৎকর্ষ দৃষ্ট হইত না। অতএব শরীর ও ইন্দ্রিয় সহকারে আত্মাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ জীবাত্মা স্বাভাবিক চেতন হইলে, কোন সময়ে চেতন কোন সময়ে অচেতন এবং জ্ঞানের হ্রাস বৃদ্ধি হইত না। এবং আত্মা শরীরী হইলে যে প্রকার চৈতন্যযুক্ত হন, সেইরূপ সুখ দুঃখ ও অভিলাষ দ্বেষ প্রভৃতি গুণকেও লাভ করেন। কিন্তু যে সময়ে আত্মার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা শরীর গ্রহণের মূলকারণ মিথ্যাজ্ঞান দোষ ও প্রবৃত্তি একবারে বিনষ্ট হয়, তৎকালে তজ্জন্য শরীর ধারণ ও সুখ দুঃখাদিভোগ করিতে হয় না। সেই অবস্থার নামই মুক্তি। অথবা যে প্রকার স্থূল পৃথিবী কি বায়ু প্রভৃতি শূন্য প্রলয়কালে কোন বস্তুর আঘাত কিংবা কোন বস্তুর বিভাগ সম্ভাবনা না থাকায়, গগন শব্দরহিত হইয়া নিস্তব্ধ

কারমুৎপাদয়িষ্যতীতি চেন্ন। স চ ধর্ম্মো ভাবোঽভাবো বা, আদ্যে অবশ্যং তস্য বিনাশিতায়া ভবতাপি বাচ্যতয়া, তদনন্তরং নিত্যসুখসাক্ষাৎকারস্য উৎপত্তুমশক্যত্বাৎ, উৎপন্নভাবস্য বিনাশিত্বনিয়মাৎ। দ্বিতীয়ে প্রতিযোগিসাপেক্ষত্বেন তস্য তথা বক্তুমশক্যত্বাৎ। ন চাগত্যা প্রতিযোগিভাবস্যাপি কল্পনমুচিতমিতি বাচ্যম্। তাদৃশভাবস্য উৎপাদকাভাবেন তস্য কথনানর্হত্বাৎ। অনুৎপন্নভাবস্য বিনাশিত্বাভাবাচ্চ। ন চৈবমপি তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজ্যোঽনাদিবাসনানাশশ্চরমাদৃষ্টনাশো বা, মোক্ষে নিত্যসুখ-

---

থাকেন, তদ্রূপ মুক্তি কালেও জীবাত্মা সুখ দুঃখাদি রহিত হইয়া নিস্তব্ধ (উপাধিশূন্য) হন।

এ স্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে আত্মা সংসারাবস্থায় চৈতন্য ও সুখাদি লাভ করেন, মুক্ত হইলে ঐ চৈতন্য সুখাদি রহিত হয়েন। এইরূপ হইলে মোক্ষ সময়ে আত্মার উৎকর্ষ না হইয়া বরং অপকর্ষ হইয়া উঠে। অর্থাৎ আত্মা দুঃখাদি রহিত হইলে চৈতন্যাদি না থাকায়, জড় প্রকৃতি হইয়া উঠেন। সুতরাং বহু ক্লেশ করিয়া জড় হইতে কে ইচ্ছা করে? এবং যোগিগণ এইরূপ মোক্ষকে উদ্দেশ করিয়া বহুকালসাধ্য যোগসাধন করতঃ শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহন অনশন ও পর্ণ ভোজনাদি রূপ বহুবিধ অসহ্য ক্লেশকর তাদৃশ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বস্তুতঃ সুখকে উদ্দেশ করিয়াই সকলেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দুঃখকর কার্য্যে কদাচ কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আহার বিহারাদি জন্য সাংসারিক উপস্থিত সুখকে ত্যাগ করিয়া কিরূপ কাহার এতাদৃশ সুখসম্পর্করহিত মুক্তিতে প্রবৃত্তি হইবে? বস্তুতঃ স্থির চিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিলে সহজেই উক্ত আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে। কারণ পরমপদপ্রার্থী যোগিগণ দুঃখময় জগতে দুঃখ বিমিশ্রিত অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণনা করেন না। কারণ বহুকণ্টকাকীর্ণ স্থানে সুস্বাদু ফল থাকিলেও, কণ্টকবিদ্ধজন্য দুঃখ প্রাপ্তিভয়ে বিবেকী ব্যক্তির কখনই

সাক্ষাৎকারে হেতুরস্তু তদানীং তেনৈব তাদৃশসাক্ষাৎকারঃ সম্পৎস্যতে ইতি বাচ্যং, তথাপি শরীরস্যাবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেন জ্ঞানসামান্যং প্রতি কারণতয়া তদানীং শরীরবিরহাদেব তাদৃশ-সাক্ষাৎকারস্য উৎপত্তুমশক্যত্বাৎ। অথ অবচ্ছেদকতাসম্বন্ধেন জ্ঞানাদিসামান্যং প্রতি কারণত্বেঽপি সংসারদশায়াং সাক্ষাৎ-কারঃ কিঞ্চিদবচ্ছিন্নঃ। মোক্ষদশায়াং সাক্ষাৎকারস্তু নিরবচ্ছিন্ন

তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। অথবা যেরূপ প্রচণ্ড আতপতাপতাপিত ব্যক্তির বিস্তৃত ভীষণ ফণির ফণা মণ্ডলের ছায়াকে আশ্রয় করিলে, যদিচ আপাতত কিঞ্চিৎ আতপতাপ শান্তি হয় বটে, কিন্তু পর ক্ষণেই দংশনজন্য অতিভীষণ. দুঃখ ভোগ করিতে হয়। তদ্রূপ যোগিগণ দুঃখপঙ্কমজ্জন ভয়ে তাদৃশ দুঃখমিশ্রিত সুখকে কখনই ইচ্ছা করেন না। প্রত্যুতঃ যাহাতে এই দুঃখবিমিশ্রিত সাংসারিক সুখ নিবৃত্তি হয়, এতাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন।

এ স্থলে কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে, গৌতমোক্ত সুখদুঃখরহিতরূপ মুক্তি অপেক্ষা নিত্যসুখসাক্ষাৎকাররূপ মুক্তিই যুক্তি-সিদ্ধ। অর্থাৎ মোক্ষসময়ে কেবল নিত্যসুখের ধারাবাহিক সাক্ষাৎকার হইতে থাকে, তৎকালে অণুমাত্রও দুঃখভোগ হয় না, এইরূপ মুক্তি বলা সুসঙ্গত হয়। কারণ নিত্যসুখভোগপ্রাপ্তি আশয়ে মোক্ষ বহুকষ্টাদিসাধ্য হইলেও তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। যেহেতু সুখকেই সকলে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। সুখজনক কার্য্য বহু আয়াস-সাধ্য হইলেও সুখপ্রাপ্তির জন্য সকলেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে নিত্যসুখসাক্ষাৎকারই মুক্তি এইরূপ বলা যায় না। কারণ মোক্ষসময়ে আত্মার শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি কিছুই থাকে না। কিন্তু সুখ বা দুঃখ সাক্ষাৎকার হইতে হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করে। মোক্ষসময়ে আত্মার শরীর ও বাহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় সুখ-সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। এবং শ্রুতিও আছে, অশরীরং বাব-

এবাতস্তাদৃশসাক্ষাৎকারস্য অবচ্ছেদকত্বসম্বন্ধবিরহাদেব ন তাদৃশ-কার্য্যতাক্রান্ততেতি চেন্ন। এবমপি তাদৃশনাশাব্যবহিতোত্তর ক্ষণে যাবৎ সাক্ষাৎকারণানামুৎপাদাপত্তেঃ, কারণস্য ক্রমিকত্বং বিনা কার্য্যস্য ক্রমিকত্বাসম্ভবাৎ। ন চ তথাপি আত্মমনঃসং-যোগাদীনাং কারণানাং ক্রমিকত্বাদেব তাদৃশসাক্ষাৎকারাণাং ক্রমিকত্বমুপপাদনীয়ম্। তত্তৎ সাক্ষাৎকারং প্রতি তত্তৎ আত্ম-

---

সন্তং ন স্পৃশতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে;" অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিহীন আত্মাকে কখনই সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, আত্মা কখনই মোক্ষ-সময়ে নিত্যসুখসাক্ষাৎকার করিতে পারেন না। যদি কোনরূপে নিত্যসুখ-সাক্ষাৎকার স্বীকার কর, তাহা হইলেও উক্ত সাক্ষাৎকার নিত্য, কি অনিত্য কহিবে? যদি নিত্য হয়, তবে সংসারদশাতেও ঐ সুখসাক্ষাৎ-কার হইতে পারে। কারণ নিত্য বস্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকায় সংসার-দশাতেও সাক্ষাৎকার হইতে পারে। অর্থাৎ সংসারদশাতেও মুক্তি হইতে পারে। যদি উক্ত সাক্ষাৎকার অনিত্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মোক্ষসময়ে আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি বিমুক্ত হইলে আত্মাতে উক্ত সাক্ষাৎকার জন্মাইতে পারে না। এস্থলে যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, জ্ঞান জন্মাইতে হইলেই শরীর ও বাহেন্দ্রিয়াদির আবশ্যক সর্ব্বত্র ইহা স্বীকার করা যায় না। কারণ বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষে বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা করে, এজন্য বাহ্য পদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি বহিরিন্দ্রিয়াদি কারণ হইলেও নিদ্রাকালীন যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা করে না। এজন্য নিদ্রাকালীন জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি বহিরিন্দ্রিয় কারণ নহে। কেবল আত্মা মনঃ ও যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই সকল প্রত্যেক পদার্থের স্মরণ এই তিনটী কারণ অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে। তদ্রূপ মোক্ষদশাতে যে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণ নহে, যেহেতু মোক্ষসময়ে কেবল আত্মা মনঃ ও যোগজ ধর্ম্ম মাত্র

মনঃসংযোগত্বেন কারণত্বকল্পনাদিতি বাচ্যং, তদানীং আত্ম-মনঃসংযোগানাং ক্রমিকাণামদৃষ্টাদিকারণবিরহেণ উৎপত্তু-মশক্যত্বাদিতি। উদাসীনমনঃসংযোগাদেঃ কারণত্বকল্পনে বিনি-গমনাবিরহেণ অনন্তকার্য্যকারণভাবকল্পনাপত্তেঃ। ন চ তদানীং

বিদ্যমান থাকে। এজন্য মোক্ষকালে নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের প্রতি আত্মা মনঃ ও যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম এই তিনটী কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু সংসারদশায় যদিচ আত্মা ও মনঃ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যোগজ ধর্ম্ম না থাকায়, সংসারাবস্থায় উক্ত সাক্ষাৎকারের আর আপত্তি রহিল না। বাস্তবিক বিশেষ অনুধাবন করিলে এই মতটী সহজেই নিরাকৃত হইতে পারে। কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে মোক্ষসময়ে উক্ত যোগজ ধর্ম্ম জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সংসারাবস্থায় থাকে না, নতুবা সংসারদশাতেও মুক্তির আপত্তি হইত। অতএব অবশ্য স্বীকার্য্য উক্ত যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম উৎপত্তিশীল। ঐটি উৎপন্ন স্বীকার করিলে, অবশ্যই তাহার বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ আছে। যদি যোগজ ধর্ম্ম অনিত্য পদার্থ হইল তবে কিরূপে মোক্ষসময়ে অনন্ত ধারাবাহিক নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার হইতে পারে? কারণ যোগজ ধর্ম্মের নাশ হইলে মোক্ষসময়ে কেবল আত্মা ও মনঃ মাত্র থাকিল; সুতরাং যোগজ ধর্ম্ম না থাকায় নিত্য সুখের আর সাক্ষাৎকার হইতে পারিল না। যদি যোগজ ধর্ম্ম না থাকিলেও কেবল আত্মা ও মনঃ দ্বারাই নিত্য সুখের প্রত্যক্ষ স্বীকার কর, তবে পুনর্ব্বার সংসারদশা-তেও নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হইতে পারে, এই আপত্তি থাকিয়া যায়। কারণ সংসারদশাতেও আত্মা ও মনঃ বিদ্যমান আছে। অতএব বলিতে হইবে যে যোগজ ধর্ম্মের নাশ হইলে আত্মাতে আর নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হইতে পারে না। সুতরাং আত্মা সুখদুঃখবিহীন হইয়া থাকেন ইহা তোমার মতেও স্বীকার করিতে হইল। অতএব গৌত-মের মতে অগ্রে প্রবিষ্ট হওয়া উচিত। কারণ গৌতমও সেই অবস্থার

সুখভোগবোধকাগমস্য "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিত" মিত্যাদেঃ কা গতিরিতি বাচ্যম্। তত্র আনন্দাদি-পদস্য দুঃখাভাবপরতয়া ব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। দুঃখাভাবেঽপি আন-

---

নামই মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। এবং যোগজ ধর্ম্ম অবিনাশী স্বীকার করিলেও মোক্ষসময়ে নিত্যসুখসাক্ষাৎকার ধরাবাহিক ক্রমে হইয়া থাকে ইহাও সম্ভব হয় না। কারণ একরূপ কারণ দ্বারা ধারা-বাহিক কার্য্য সমূহের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যাহার কারণ ক্রমিক উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্যও ক্রমেই জন্মাইয়া থাকে। 'অত্যন্ত দুঃখাভাব, রূপ মুক্তি স্বীকার করিলে, মোক্ষ-সময়ে আনন্দ বোধক যে সকল শ্রুতি আছে (আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং) তাহা অসঙ্গত হইতে পারে এইরূপ শঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ যদি কোন ব্যক্তির কোন প্রকার দুঃখ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে লোকে সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে সুখশব্দ দুঃখভাবেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রুতি সকলের আর বিরোধ থাকিল না। বৈদান্তিক মতে পরম ব্রহ্মই এক মাত্র সৎ পদার্থ অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল চরাচর স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মই মায়ার পরিণাম অন্তঃকরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে, জীব নামে খ্যাত হয়েন, এবং সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিতে থাকেন, সেই অবস্থার নামই সংসারাবস্থা। এবং যে সময়ে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হইলে সুখদুঃখাদি রহিত হইয়া বিশুদ্ধ ভাবকে প্রাপ্ত হয়েন, সেই অবস্থার নামই মুক্তি। অর্থাৎ সুখদুঃখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম এজন্য অন্তঃকরণ নাশ হইলেই তাহাদিগেরও নাশ হয়। সুতরাং আত্মার স্বরূপে অবস্থিতিই মুক্তি।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণাত্মকা প্রকৃতিই জগতের মুল-কারণ ও স্বয়ং জড়া। চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ জীবভেদে ভিন্ন ও অসংখ্য। তাহার সুখ দুঃখাদি রূপ কোন ধর্ম্মই নাই। কিন্তু যৎকালে উক্ত

ন্দাদিপদস্য বহুশঃ প্রয়োগাৎ। ননু ক এবমধমা অনিষ্টদুঃখ-হানয়ে সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি? তথাচ মোক্ষে ন কস্যাপি প্রবৃত্তিরিতি চেন্ন। বহুরোগৈর্জীর্ণানাং দুঃখনিবৃত্তিবাঞ্ছয়া অতিপ্রিয়তমস্য প্রাণস্য শরীরস্যাপি জিহানাদর্শনাৎ, রাজদণ্ডা-

---

পুরুষ জড়া প্রকৃতির সন্নিহিত হয়েন, সেই সময় প্রকৃতি স্বয়ং জড়া হইলেও 'অন্ধ খঞ্জ ন্যায়ে' চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ সাহায্যে নিজ পরিণাম মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা পুরুষের ভোগ সম্পাদন করিয়া পুরুষের ভোগ সম্পাদন করেন। এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। এইরূপে পরিণাম স্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়া থাকে। চৈতন্যময় পুরুষের সুখদুঃখাদি কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান নাই। কিন্তু মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহঙ্কারতত্ত্বের সন্নিহিত হইলেই তাঁহাতে অহঙ্কারতত্ত্বের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদির অধ্যাস (আরোপ) হয়। অর্থাৎ যেরূপ জবাপুষ্প সন্নিধানে স্ফটিকাদিতে রক্তিমার অধ্যাস হয়, তাহার ন্যায় পুরুষ অহঙ্কারতত্ত্বের সন্নিহিত হইলেই, তাহাতে সুখাদির আরোপ হয়। সেই সময়েই উক্ত পুরুষের আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি বোধ হইয়া থাকে। ঐ সুখদুঃখাক্রান্ত পুরুষই জীব নামে খ্যাত হইয়া সংসারী হয়েন। কিন্তু যে সময়ে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমি প্রকৃতি হইতে পৃথক্, ও প্রকৃতি আমা হইতে স্বতন্ত্রা এই জ্ঞান জন্মে, তৎকালে প্রকৃতির পরিণাম মহত্তত্ত্বাদির লয় হয়। এবং মহত্তত্ত্বের লয় হইলে অহঙ্কারতত্ত্ব তিরোহিত হয়। সুতরাং অহঙ্কারতত্ত্বের ধর্ম্ম সুখদুঃখাদিরও লয় হয়। তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াও আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ-রহিত হন। ঐ ত্রিবিধ দুঃখরাহিত্যই মুক্তি।

পাতঞ্জলমতে সমাধি দ্বারা বা ঈশ্বরানুগ্রহ বশতঃ চিদ্রূপ পুরুষের ভোগাদি নিবৃত্তি হইয়া স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

বৌদ্ধমতে বিমলতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দুঃখবিনষ্ট হইলে মুক্তি হইয়া থাকে।

অনুৎপাতয়ে শিষ্টলোকানামপি বহুবিত্তব্যয়দর্শনাচ্চেতি অলং বিস্তারেণ ॥ ২২ ॥

সংশয়ং লক্ষয়তি বিভজতে চ

সমানানেকধর্ম্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্য-ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ সূ ॥

বিমর্শ ইতি অত্র বিরুদ্ধোভয়কোটিকং জ্ঞানং বিমৃশতেরর্থঃ একস্মিন্ ধর্ম্মিণীতি পূরণীয়ম্। একধর্ম্মিকবিরুদ্ধোভয়কোটিক-জ্ঞানং বা তদর্থঃ। সংশয়ঃ সংশয়পদার্থঃ। তথাচ একধর্ম্মিক-

---

চার্ব্বাকমতে পরাধীন না হইয়া ইচ্ছানুরূপ আহার বিহারই পরম পুরুষার্থ। ও দেহ নাশই মুক্তি ॥ ২২ ॥

সংশয়ের নিরূপণ ও বিভাগ করিতেছেন।

বিমর্শ শব্দে কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই উভয়প্রকারক এক ধর্ম্মিক জ্ঞানকে বুঝায়। ঐ জ্ঞানই সংশয়পদার্থ। ফলতঃ এক অধি-করণে কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই উভয়ের জ্ঞানের নাম সংশয়। যথা রজনীকালে কোন রজ্জু দর্শন করিলে, এইটী রজ্জু, কি না, এইটী সর্প কি না এই রূপ সংশয় জন্মে। ঐ জ্ঞানেতে অগ্রবর্ত্তি রজ্জুটী বিশেষ্য (ধর্ম্মি) হইয়াছে, ও রজ্জুত্ব রজ্জুত্বাভাব এবং সর্পত্ব ও সর্পত্বা-ভাব উভয়প্রকার হইয়াছে। তজ্জন্য ঐ জ্ঞান সকল সংশয় হইতেছে। এইটী নব্যের মত। সংশয়ে যে প্রকার হয় তাহাকে কোটিও কহে এজন্য সংশয়কে বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞান বলিয়া নৈয়ায়িকেরা ব্যবহার করেন। প্রাচীনমতে এক অধিকরণে বিরুদ্ধ উভয় পদার্থের জ্ঞানের নামই সংশয় অর্থাৎ অভাব প্রকার না হইলেও সংশয় হইবে। যথা এইটী সর্প কি না এবং এইটী সর্প কি রজ্জু, দ্বিতীয় জ্ঞানে রজ্জুত্ব ও সর্পত্ব উভয় ধর্ম্মটী প্রকার হইয়াছে উহারাও বিরুদ্ধ। এক কালে এক অধিকরণে যে পদার্থদ্বয় না থাকে, ঐ পদার্থদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ। উক্ত স্থলে সর্পত্ব ও সর্পত্বাভাব কিংবা রজ্জুত্ব ও সর্পত্ব এই উভয়

ভাবাভাবোভয়কোটিকজ্ঞানং সংশয়পদার্থঃ ইতি পর্য্যবসিতম্। যথা অয়ং স্থাণুর্ন বা ইদং রজতং ন বেত্যাদি। প্রাঞ্চস্তু এক-ধর্ম্মিকবিরুদ্ধোভয়কোটিকজ্ঞানমেব সংশয়ঃ। বিরুদ্ধত্বঞ্চ এক-ক্ষণাবচ্ছেদেন একাধিকরণাবৃত্তিত্বং ভাবাভাবসাধারণম্। তথাচ অয়ং স্থাণুর্ন বা অয়ং স্থাণুঃ পুরুষো বেত্যাদিঃ স্থাণুত্বপুরুষত্বাদি-রূপভাবদ্বয়কোটিকত্বমপীত্যাহুঃ।

পদার্থ এককালে এক অধিকরণে কদাচ থাকে না, এজন্য পরস্পর বিরুদ্ধ। এবং দুই পদার্থ উক্তজ্ঞানে প্রকার হওয়াতে উহা সংশয় পদার্থ হইল। যে ধর্ম্মিতে সংশয় জন্মে ঐ ধর্ম্মিতে যদি প্রতিযোগির ব্যাপ্য, কিংবা তদভাবব্যাপ্য, অর্থাৎ সর্পত্বব্যাপ্য কিংবা সর্পত্বাভাবব্যাপ্য এই একতরের নিশ্চয় হয় তবে আর সংশয় উৎপন্ন হয় না। যথা যে কাল পর্য্যন্ত আলোকের অল্পতাবশতঃ সর্পত্বব্যাপ্য লম্বশরীর ও বক্র গতি প্রভৃতি ধর্ম্মের, কিংবা সর্পতাভাবব্যাপ্য গমন কর্তৃত্বাভবাদি ও অশরীরিত্ব প্রভৃতি একতরের নিশ্চয় না জন্মে, সেইকাল পর্য্যন্তই এইটী সর্প কি না? এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে। এবং অধিক আলোকের সমবধান হইলে ঐ একতর ধর্ম্মের নিশ্চয় হয়, সেই কালে এইটী সর্প কিংবা রজ্জু অর্থাৎ ইহার শরীর লম্বা, ইহার বক্র গতিও আছে, এইরূপ যদি নিশ্চয় হয়, তবে এইটী সর্প এই নিশ্চয়ই জন্মে। কিংবা ইহার শরীরও নাই ইহার গমনে ক্ষমতা নাই যদি এইপ্রকার নির্ণয় জন্মে তাহা হইলে এইটী সর্প নহে এইরূপ নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। সেই কালে আর সংশয় জন্মে না। এজন্য সূত্রে "বিশেষাপেক্ষ" এই বিশেষণটী দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত একতরের ব্যাপ্য ধর্ম্মের নিশ্চয় হইলে সংশয়টী জন্মে না। প্রতিযোগি-ব্যাপ্যশব্দটী প্রতিযোগী যে সর্পত্বাদি তাহার অধিকরণমাত্রে যে থাকে অর্থাৎ প্রতিযোগী যে স্থানে না থাকে সে স্থানে যাহার অসদ্ভাব থাকে, এবং প্রতিযোগির অধিকরণে যদি সদ্ভাব থাকে তাহাকে বোধ করায়। তদভাবব্যাপ্যশব্দটীও তদভাবের ঐ প্রকার ধর্ম্মকে বুঝায়। ঐ সংশয় যে যে জ্ঞান থাকিলে জন্মে সেই জ্ঞান সকল ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সংশয়ে বিরোধোঽপি ভাসতে নাতো বৃক্ষঃ কপিসংযোগ-বান্ কপিসংযোগাভাববাংশ্চেতি সমুচ্চয়েঽতিব্যাপ্তিঃ। বিশেষা-পেক্ষ ইতি, বিশেষং এককোটিব্যাপ্যদর্শনাভাবং অপেক্ষতে ইতি বিশেষাপেক্ষঃ এককোটিব্যাপ্যদর্শনস্য প্রতি বধ্য ইতি যাবৎ। তথাচ বিশেষদর্শনং যাবন্ন জায়তে তাবদেব সংশয় ইতি লাভঃ। ছলতঃ কারণঘটিতানি বিশেষলক্ষণান্যাহ সমানেত্যাদি, সমান-ধর্ম্মঃ সাধারণধর্ম্মঃ অনেকো ধর্ম্মঃ অসাধারণধর্ম্মঃ তয়োরুপ-পত্তির্জ্ঞানং তস্যাঃ বিপ্রতিপত্তির্বিরুদ্ধোভয়কোটিদ্বয়োপস্থানকং বাক্যং তাদৃশবাক্যজ্ঞানং বা তস্মাৎ উপলব্ধিঃ প্রামাণ্যং অনুপ-লব্ধিরপ্রামাণ্যং তয়োরব্যবস্থা সংশয়ঃ ততঃ ভবতীতি শেষঃ।

কোন সংশয়, সাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী এইরূপ জ্ঞান হইলে জন্মায়। যে পদার্থের অধিকরণে এবং তাহার অভাবের অধিকরণে যে ধর্ম্মটী বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম সাধারণ ধর্ম্ম। ও যে অধিকরণে সংশয় হয় সেই অধি-করণের নাম ধর্ম্মী। যথা কোন মনুষ্য দেখিয়া ইনি বিদ্বান্ কি না? এইরূপ সংশয় অনেকের উপস্থিত হইয়া থাকে। এ স্থলে মনুষ্যত্ব সাধারণ ধর্ম্ম। কারণ মনুষ্যত্ব ধর্ম্মটী বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিতে এবং বিদ্যার অভাববিশিষ্ট ব্যক্তিতেও বর্ত্তমান আছে। তজ্জন্য বিদ্যার সাধারণ ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব এবং অগ্রবর্ত্তী মনুষ্যব্যক্তিতে বিদ্যার সংশয় হইতেছে একারণে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তিই ধর্ম্মী। ঐ সংশয়টী প্রথমেই জন্মে না। কিন্তু আদৌ বিদ্যার ও বিদ্যার অভাবাধিকরণে বিদ্যমান যে মনুষ্যত্বধর্ম্ম, তদ্বিশিষ্ট এই ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান হইয়াই এ ব্যক্তি বিদ্বান্ কি না এই সংশয় উৎপন্ন হয়। যদি বিশুদ্ধ বাক্য ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানাদিরূপ বিদ্যার ব্যাপ্য যে ধর্ম্ম ঐ ধর্ম্মের ঐ ব্যক্তিতে নিশ্চয় হয়, তবে ইনি বিদ্বান্ এইরূপ নিশ্চয়। কিংবা যদি অশুদ্ধ বাক্য ও অপকৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিদ্যার অভাব ব্যাপ্য যে ধর্ম্ম তাহার নিশ্চয় হয়, তবে ইনি অবিদ্বান্ এইরূপ নিশ্চয়ই জন্মে, সংশয় জন্মে না। এবং কোন সংশয়, অসাধারণ ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মী এইরূপ জ্ঞানের অনন্তর জন্মে। প্রথমতঃ অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞানের

তথাচ নিরপেক্ষেণ উক্তেভ্যঃ চতুর্ভ্যঃ সংশয়ো ভবতীত্যর্থঃ। এবঞ্চ সাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্যঃ অসাধারণধর্ম্মজ্ঞানজন্যঃ বিপ্রতিপত্তিজন্যঃ প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যসংশয়জন্যশ্চেতি ভেদাৎ সংশয়শ্চতুর্ব্বিধ ইতি ভাবঃ। তত্র সাধ্যসাধ্যাভাবয়োঃ সমানাধিকরণো ধর্ম্মঃ সাধারণঃ। যথা স্থাণুত্ববদ্বৃত্তী স্থাণুত্বাভাববদ্বৃত্তী চ আরোহপরিণাহৌ ধর্ম্মৌ তদ্বানয়ং তস্মাৎ অয়ং স্থাণুর্ন বেতি। এবং ধূমধূমাভাবসহচরিতবহ্নিমানয়মিতি জ্ঞানাৎ অয়ং বহ্নিমান্ন বেতি সংশয়ঃ।

অসাধারণস্তু সাধ্যাসমানাধিকরণত্বে সতি সাধ্যাভাবাসমানাধিকরণো হেতুঃ। যথা বহ্নিমদ্বৃত্তিবহ্ন্যভাববদ্বৃত্তিগগনবানয়মিতি জ্ঞানাৎ অয়ং বহ্নিমান্ন বেতি সংশয়ঃ। বস্তুতস্তু সাধ্যসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বে সতি সাধ্যাভাবসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বমসাধারণ্যম্। এবঞ্চ অনিত্যত্বনিত্যত্ব-

---

আবশ্যক বিধায় অসাধারণ ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে। যে পদার্থের সংশয় জন্মায় তাহার অধিকরণে যে ধর্ম্মের অভাব থাকে, এবং সেই পদার্থের অভাবাধিকরণেও যে ধর্ম্মের অভাব থাকে, সেই ধর্ম্মের নাম অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা কোন শব্দ শুনিয়া সংশয় জন্মে যে শব্দ অনিত্য কি নিত্য, এস্থলে অনিত্যের অসাধারণ ধর্ম্ম শব্দত্ব। কারণ অনিত্যত্বাধিকরণ যে, মনুষ্য পশ্বাদি তাহাতে শব্দত্বের অভাব আছে। এবং অনিত্যত্বশূন্য যে গগন পরমাণু প্রভৃতি তাহাতেও শব্দত্বের অভাব আছে। এজন্য অনিত্যত্বের সমানাধিকরণও নিত্যত্বের সমানাধিকরণ যে অভাব তাহার প্রতিযোগিশব্দত্ব এতাদৃশ শব্দত্ববিশিষ্ট শব্দ, এইপ্রকার জ্ঞান হইয়া ঐ সংশয়টী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং কোন সংশয়, বিপ্রতিপত্তিবাক্যজ্ঞানের উত্তর জন্মিয়া থাকে। বিপ্রতিপত্তিবাক্য অর্থাৎ ভাব অভাব এই উভয় কোটির উপস্থাপক বাক্য। যথা নৈয়ায়িকেরা কহিয়াছেন শব্দ অনিত্য। মীমাংসকেরা

সমানাধিকরণাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিশব্দত্ববান্ শব্দ ইত্যাদি-জ্ঞানাৎ শব্দোঽনিত্যো ন বেতি সংশয়ো ভবতি। শরীরমেবাত্মা ইতি চার্ব্বাকাঃ, শরীরভিন্ন এব আত্মা ইতি তু নৈয়ায়িকা বদন্তি এতদুভয়বাক্যশ্রবণেন আত্মা শরীরভিন্নো ন বেতি সংশয়ো জায়তেঽন্যেষামিতি। প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যসংশয়াৎ যথা অয়ং ন সর্প ইতি নিশ্চয়ানন্তরমপি ইদং জ্ঞানং প্রমাণং ন বেতি সংশয়ো জায়তে যদি তদা অয়ং সর্পো ন বেতি সংশয়োঽপি ভবত্যেব ইতি।

কহিয়াছেন শব্দ নিত্য। এই উভয় বাক্যটী নিত্যত্বরূপ ভাব ও তাহার অভাব এই উভয়ের বোধক বিধায়, বিপ্রতিপত্তিবাক্য হইতেছে। ঐ বাক্যের জ্ঞান হইয়া শব্দ অনিত্য? কি না? এই সংশয় জন্মায়। কোন সংশয়টী অর্থনিশ্চয়ে প্রমাণ্য ও অপ্রামাণ্য সংশয় হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থ নিশ্চয় অর্থাৎ যাহার সংশয় হয় তাহার কোন ধর্ম্মিতে নিশ্চয়। যথা সূর্য্য যখন পূর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন, এবং পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে উদয় হইতেছেন, তখন স্বভাবতঃ গতিশীল। অর্থাৎ স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট। প্রথমতঃ এইরূপ নিশ্চয় জন্মে। তৎপরে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে, যখন নৌকা চলিতে থাকে, তখন নৌকাস্থিত মনুষ্যের বোধ হয়, তীর ও তীরস্থিত বৃক্ষাদি চলিতেছে। বস্তুতঃ তীরাদি কখন চলে না। সেইরূপ পৃথিবীস্থ আমাদের পৃথিবী চলিতেছে, এজন্য সূর্য্য স্থিরতর হইলেও সূর্য্য চলিতেছেন এইরূপ বোধ হইতে পারে, ঐ আপত্তি উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ সূর্য্য গতিশীল এই নিশ্চয় যে হইয়াছে, এই নিশ্চয়টী যথার্থ কি না? এই সংশয়ের উদয় হয়। এ স্থলে সূর্য্য গতিশীল এই নিশ্চয় যে হইয়াছে, এইটী অর্থনিশ্চয়। এই নিশ্চয়টী যথার্থ কি না এই সংশয়ই অর্থনিশ্চয়ধর্ম্মিকপ্রামাণ্যসংশয়। তদনন্তর সূর্য্য গতিশীল কি? স্থির? এই সংশয় জন্মে। এই চারি প্রকার কারণ দ্বারা সংশয় জন্মায়, ইহা সূত্রে নির্দ্দেশ করায় সংশয় চারি প্রকার এইটী

তুণ .. মণিন্যায়েন তু আদ্যজ্ঞানদ্বয়মেব সংশয়হেতুরিতি নব্যাঃ। .. জ্ঞানত্রয়মেব সংশয়কারণমিত্যপরে ॥ ২৩ ॥

ক্রমেণোদ্দিষ্টস্য প্রয়োজনস্য লক্ষণমাহ

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎপ্রয়োজনম্ ॥ ২৪ ॥ সূ ॥

যমর্থেতি, যমর্থং পদার্থং অধিকৃত্য অভিলস্য প্রবর্ত্ততে তৎ .য়োজনং প্রয়োজনপদার্থঃ। সুখবিশেষং দুঃখনিবৃত্তিং বা ইচ্ছন্ ভোজনাদিকং কুরুতে অতো ভোজনাদেঃ সুখবিশেষো দুঃখনিবৃত্তির্বা এব প্রয়োজনম্। পরিশ্রমাদিজন্যদুঃখনিবৃত্তয়ে শেতে চ অতঃ শয়নাদেঃ প্রয়োজনং দুঃখনিবৃত্তিঃ। ভোজনাদিকমিচ্ছন্ পাকাদৌ প্রবর্ত্ততে অতঃ পাকাদেঃ ভোজনাদিকমেব প্রয়োজনম্। তথাচ, প্রবৃত্তিজনকেচ্ছাবিষয়ত্বং প্রয়োজনসামান্যলক্ষণম্। ইচ্ছাবিষয়ত্বং বা তৎ। ইচ্ছাবিষয়ত্বঞ্চাত্র

ব্যক্ত হইয়াছে। যথা সাধারণধর্ম্মবদ্ধর্ম্মিজ্ঞানজন্য, অসাধারণধর্ম্মবদ্ধর্ম্মিজ্ঞানজন্য, বিপ্রতিপত্তিবাক্যজ্ঞানজন্য, অর্থনিশ্চয়ধর্ম্মিকপ্রামাণ্যসংশয়জন্য ॥ ২৩ ॥

প্রয়োজনের লক্ষণ কহিতেছেন

যে বস্তুকে অভিলাষ করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই বস্তুই প্রয়োজন পদার্থ। সুখ কিংবা পরিশ্রমাদিজন্য দুঃখনিবৃত্তিকে ইচ্ছা করিয়া, ভোজন ও শয়নাদি করিয়া থাকে, এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি ইহার প্রযোজন। এবং ভোজনাদিকে ইচ্ছা করিয়া পাক প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে। এতন্নিমিত্ত ভোজনাদিকেও প্রয়োজন বলিতে হইবে। এবং পাকাদিকে উদ্দেশ কবিযা, কাষ্ঠ ও অগ্নি প্রভৃতি আনয়ন করে, অতএব পাকাদিকেও প্রয়োজন বলিতে হইবে। এক্ষণে ইহা দ্বারা এইটী প্রতীয়মান হইতেছে। কার্য্যমাত্রই কোন কার্য্যের প্রয়োজন। এরূপ হইলে এইটী উৎপন্ন হউক। এইরূপ ইচ্ছাবিষয়ত্বই প্রয়োজনসামান্যের লক্ষণ স্থির হইল। কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ উদ্দেশ করিয়াই ভোজনে লোকের প্রবৃত্তি হয়,

সাধনীয়ত্বেন বিশেষণীয়ং, অতো নাত্মসুখত্বাদাবতিব্যাপ্তিঃ। সুখদুঃখদ্বয়ং অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বেন মুখ্যপ্রয়োজনমেব। সুখসাক্ষাৎকারোঽপীতি কেচিৎ। ভোজনাদিকং অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বেন গৌণপ্রয়োজনমেব ইতি বিশেষঃ। এবঞ্চ অন্যেচ্ছানধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং মুখ্যপ্রয়োজনলক্ষণং অন্যেচ্ছাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং গৌণপ্রয়োজনলক্ষণমিতি॥ ২৪॥

ক্রমপ্রাপ্তং দৃষ্টান্তং লক্ষয়তি

লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ॥ ২৫॥ সূ॥

লৌকিকেতি, লৌকিকাঃ শাস্ত্রপরিশীলনাদিজন্যবুদ্ধিযুক্তাঃ পরীক্ষকাঃ তর্কৈঃ প্রমাণৈশ্চ পরীক্ষিতুং সমর্থাঃ তে চ তে, তেষাং লৌকিকপরীক্ষকাণাম্। অত্র কথাবহুত্বাভিপ্রায়েণ বহুবচনং ইতি

কিন্তু ভোজন করিলে সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইবে না যদি এইরূপ নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে, কদাচ ভোজনাদি করিতে কেহই ইচ্ছা করেন না। এজন্য ভোজনাদি বিষয়ে ইচ্ছাটী সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ক ইচ্ছার অধীন একারণে ভোজনাদি গৌণ প্রয়োজন। সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে ইচ্ছা স্বভাবতই হয়, অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখনিবৃত্তি হইলে অন্য ফল হইবে এইরূপ ইচ্ছা করিয়া সুখ কিংবা দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ক ইচ্ছা জন্মে না। এজন্য সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি মুখ্য প্রয়োজন। ভোজন ও পাক প্রভৃতি যে কার্য্য তাহারা গৌণ প্রয়োজন। কেহ সুখসাক্ষাৎকারকেও মুখ্য প্রয়োজন কহেন। তন্মতে সুখ ও দুঃখাভাব এবং সুখসাক্ষাৎকার এই তিনটীই মুখ্য প্রয়োজন॥ ২৪॥

দৃষ্টান্ত পদার্থ নির্ণীত হইতেছে

যে ব্যক্তি বিচার্য্য পদার্থের প্রথম পক্ষকে সংস্থাপনের নিমিত্ত অবলম্বন করেন বাদীশব্দটী তাহাকে বোধ করে। যে ব্যক্তি তাহার বিরোধী পক্ষকে অবলম্বন করে প্রতিবাদীশব্দটী তাহার বোধক। বাদী

টীকা। লৌকিকঃ প্রতিপাদ্যঃ পুরুষঃ পরীক্ষকঃ প্রতিপাদকস্তৎ কেচিৎ। বাদী প্রতিবাদী মধ্যস্থশ্চ জল্পে বর্ত্তন্তে তদভিপ্রায়েণ বহুবচনমিতি ভাষ্যাণামাশয়ঃ। অতঃ ক্বচিদ্বাদের্মধ্যস্থস্যাসত্ত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি ত্বপরে। বস্তুতস্তু বহুবচনং প্রায়িকাভিপ্রায়েণ তেন ক্বচিদ্বাদের্মধ্যস্থবিরহেঽপি ন ক্ষতিঃ। তেষাং যত্রাধিকরণে বুদ্ধেঃ সাধ্যসাধনয়োঃ তদভাবয়োর্ব্বা সমানাধিকরণস্য বুদ্ধেঃ সাম্যং একরূপতা, তদধিকরণদৃষ্টান্তম্। তথাচ যত্রাধিকরণে মধ্যস্থস্য বাদিপ্রতিবাদিনোশ্চ সাধ্যস্য সাধনস্য চ তদ্ব্যতিরেকয়োর্ব্বা নির্ণয়ো বর্ত্ততে সোঽধিকরণো দৃষ্টান্ত ইতি তু যাবৎ। যথা বহ্ন্যাদিসাধ্যকধূমাদিহেতুকস্থলে মহানসাদিঃ। অত্র চ বহ্নেঃ সাধ্যস্য সাধনস্য ধূমস্য চ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ উভয়োঃ মধ্যস্থস্য চ নিশ্চয়সত্ত্বেন মহানসাদের্দৃষ্টান্ততা। অয়ন্তু অন্বয়দৃষ্টান্তঃ। হ্রদাদৌ তু বহ্নের্ব্যতিরেকস্য ধূমব্যতিরেকস্য চ বাদিপ্রতিবাদিনোরপি নিশ্চয়সত্ত্বেন হ্রদাদিরপি ব্যতিদৃষ্টান্তা এব। এবঞ্চ দৃষ্টান্তোঽপি অন্বয়ব্যতিরেকভেদেন দ্বিবিধো বোধ্য ইতি ॥ ২৫ ॥

ও প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ এই তিন ব্যক্তির যে অধিকরণে সাধ্য ও হেতু এই উভয়ের নিশ্চয় থাকে, সেই অধিকরণটী দৃষ্টান্ত। যথা যেস্থলে ধূমরূপ হেতু দ্বারা বহ্নির অনুমিতি জন্মে, সে স্থলে মহানসই দৃষ্টান্ত স্থল, মহানসে অর্থাৎ রন্ধনগৃহে বাদী ও প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ সকলেরই বহ্নি ও ধূমের নিশ্চয় আছে। কিন্তু ঐ মহানসটী অন্বয় দৃষ্টান্ত। এবং ঐ স্থলে জলাশয়ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত স্থল; কারণ জলাশয়ে বাদী প্রভৃতির বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাব এই উভয়েরই নিশ্চয় আছে। যাহাতে সাধ্য ও হেতুর সদ্ভাব নিশ্চয় থাকে সেই অন্বয় দৃষ্টান্ত। যাহাতে সাধ্য ও হেতুর অভাব নিশ্চয় থাকে সেইটী ব্যতিরেকি দৃষ্টান্ত এই প্রকার অপর স্থলেও দৃষ্টান্ত হইবে ইতি ॥ ২৫ ॥

ক্রমপ্রাপ্তং সিদ্ধান্তং লক্ষয়তি

তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৬ ॥

তন্ত্রেতি, তন্ত্রং শাস্ত্রং তচ্চ পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্টস্য অর্থ-সমূহস্য প্রতিপাদকং বাক্যং, অধিকরণং অধিকারঃ প্রকরণমিতি যাবৎ। অভ্যুপগমঃ অভ্যুপগম্যতে ইত্যর্থে কর্ম্মপ্রত্যয়ান্তঃ। তথাচ অভ্যুপগম্যমানোঽর্থ ইতি তু পর্য্যবসিতঃ, তেষু সংস্থিতিঃ সংস্থাপনং সংশয়নিবৃত্তিপূর্ব্বকং অবধারণম্। কৃদভিহিতো ভাব ইতি ন্যায়েন তেষু অবধারিতোঽর্থঃ ইতি ফলিতঃ, স এব সিদ্ধান্তপদার্থঃ। সংস্থিতিরিত্যস্য সংস্থাপিত ইত্যর্থকরণেন সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্বতন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থ ইতি পরসূত্রেণ সহ ন বিরোধঃ। এতাদৃশব্যাখ্যানস্য ভাষ্যকারদীধীতিকারসম্মতত্বেন নাপসিদ্ধান্ততা। ন চ বার্ত্তিকাদৌ সংস্থিতির্নিশ্চয়ঃ স এব সিদ্ধান্ত ইত্যুক্তং তেন বিরোধ ইতি বাচ্যং, কেনচিৎ বিশেষণস্য নির্ণয়স্য সিদ্ধান্তমবলম্ব্য উক্তত্বাৎ কেনচিচ্চ বিশেষ্যস্যার্থস্য সিদ্ধান্তত্বমবলম্ব্যোক্তত্বাৎ এতাদৃশরীত্যা আচার্য্যেণাপি বিরোধ-পরীহারঃ কৃতঃ। এবঞ্চ তন্ত্রসংস্থাপিতাভ্যুপগমসংস্থাপিতার্থান্য-তমত্বং সিদ্ধান্তলক্ষণমিতি তু হৃদয়ম্ ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধান্ত পদার্থ নির্ণীত হইতেছে

শাস্ত্রকারগণ যে যে পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, উক্ত নির্ণীত পদার্থের নামই সিদ্ধান্ত। কেহ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পদার্থের নিশ্চয়কে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ফলতঃ যে শাস্ত্রে যেরূপ পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে সেই শাস্ত্রের সেই নির্ণীত পদার্থই সিদ্ধান্ত; উক্ত সিদ্ধান্ত বিচারস্থলে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ বিচারকর্ত্তা যদি স্বীয় শাস্ত্রের নির্ণীত পদার্থ না জানেন, তবে বিচারে প্রবর্ত্ত হইতে পারেন না। এবং অন্য শাস্ত্রে নির্ণীত পদার্থ অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে বিচার অপসিদ্ধান্তদোষে দূষীত হয়। এজন্য সিদ্ধান্ত পদার্থটী বিচারের অঙ্গ বিধায় বিচারের পূর্ব্বে নির্ণয়

তন্ত্রভেদমবলম্ব্য সিদ্ধান্তস্য চাতুর্বিধ্যমাহ

সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ ॥ ২৭ ॥ সূ ॥

সর্ব্বতন্ত্রেতি, স চ চতুর্বিধ ইতি পূরণীয়ম্। তথাচ সর্ব্বতন্ত্রপ্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতয়ো যে ঽর্থা ইতি তেষামন্তরভাবাৎ ভেদমবলম্ব্য সিদ্ধান্তশ্চতুর্বিধ ইতি সূত্রার্থঃ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তং লক্ষয়তি

সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥ ২৮ ॥ সূ ॥

সর্ব্বতন্ত্রেতি, সর্ব্বশাস্ত্রাবিরুদ্ধঃ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধঃ কস্মিংশ্চিৎ শাস্ত্রে অধিকৃতঃ প্রতিপাদিতোঽর্থঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ইত্যর্থঃ। যথা পৃথিব্যাদীনি ভূতানি, পৃথিব্যাদয়ো হি বেদান্তপাতঞ্জলাদৌ বিশেষেণানভিহিতা অপি ন প্রতিসিদ্ধাঃ। এবং বৈশেষিকশাস্ত্রে

করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত ত্রিবিধ। তন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত, এবং অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। তন্ত্রসিদ্ধান্তাদির প্রত্যেকের লক্ষণ অব্যবহিতোত্তরেই নির্ণীত হইবে ॥ ২৬ ॥

তন্ত্রভেদ অবলম্বনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার ইহাই বলিতেছেন

উক্ত তন্ত্রসিদ্ধান্ত দ্বিবিধ; সুতরাং উক্ত তন্ত্র সিদ্ধান্তের ভেদে সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার হইল। অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্র সংস্থাপিত অর্থ, প্রতিতন্ত্র সংস্থাপিত অর্থ, অধিকরণসংস্থাপিত অর্থ, অভ্যুপগম সংস্থাপিত অর্থ, এইরূপ বৈলক্ষণ্য হেতুক সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত অধিকরণসিদ্ধান্ত অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত এই চারি প্রকার সিদ্ধান্ত পদার্থ ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তের লক্ষণ কহিতেছেন

সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত না হইলেও নিষেধ না থাকায়, একপ্রকার সকল শাস্ত্রে অভিমত, অথচ কোন শাস্ত্রের বিশেষ রূপে কথিত যে পদার্থ সেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যথা পৃথিব্যাদি ভূতপদার্থ ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি,

বিশেষেণাভিহিতা অতস্তে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তাঃ। এবং তুল্যাদয়ো-ঽপি তাদৃশাঃ এবং ন্যায়শাস্ত্রপ্রতিপাদিতা অতঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তা বোধ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তং নিরূপয়তি

সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ ॥২৯॥

সমানতন্ত্রসিদ্ধ ইতি। স্বজাতীয়শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ বিজাতীয়শাস্ত্রবিরুদ্ধঃ এতাদৃশঃ পদার্থঃ প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্তপদার্থঃ। যথা অসত উৎপত্তিঃ সতাং হানিঃ এতে ন্যায়-শাস্ত্রস্য স্বজাতীয়বৈশেষিকশাস্ত্রে সিদ্ধে, বিজাতীয়সাংখ্যাদি-

ইহাদের পাতঞ্জল শাস্ত্রে বিশেষরূপে উল্লেখ নাই। অথচ নিষেধও নাই, এজন্য পাতঞ্জল প্রভৃতি শাস্ত্রের অভিমত। এবং ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রাদিতে উহারা বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্যই উহাদিগকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে॥ ২৮ ॥

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তের নিরূপণ করিতেছেন

স্বজাতীয় শাস্ত্রে কথিত ও বিজাতীয় শাস্ত্রের বিরুদ্ধ যে পদার্থ, তাহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যথা অসৎ বস্তু উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহারা পূর্ব্বে থাকে না, কিন্তু কারণ উপস্থিত হইলেই তাহাদিগের জন্ম হয়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যেমন পল্লবযুক্ত ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট অঙ্কুরাদি পূর্ব্বে বীজমধ্যে কি কুত্রাপি থাকে না, কিন্তু জল ও মৃত্তিকাদির যোগ হইলেই তাহা উৎপন্ন হয়। এইরূপ স্বজা-তীয় বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এবং বিজাতীয় সাংখ্য শাস্ত্রের ইহা বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ সাংখ্যবাদিরা কহেন অসৎ অর্থাৎ পূর্ব্বে যে না থাকে এমন বস্তু কদাচ উৎপন্ন হয় না। সৎ অঙ্কুরাদি বীজাদিরূপ কারণের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রূপে পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে, পরে জল ও ভূম্যা-দির সংযোগে প্রকাশিত হয়, ঐ প্রকাশ হওয়াকে উৎপত্তি কহে। এবং সৎ যে অঙ্কুরাদি তাহার নাশও হয় না, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে মৃত্তিকাদি কারণেতে লীন হয়, তজ্জন্য দৃষ্টিগোচর হয় না, উহাকেই নাশ কহে।

শাস্ত্রবিরুদ্ধে, ন্যায়শাস্ত্রাভিমতে চ। এবং বুদ্ধ্যাদয়ো নির্গুণা ইতি যুক্তমপি বৈশেষিকশাস্ত্রসিদ্ধাঃ সাংখ্যাদিশাস্ত্রবিরুদ্ধা ইত্যাদি॥ ২৯॥

অধিকরণসিদ্ধান্তং লক্ষয়তি

যৎসিদ্ধাবন্যপ্রকরণসিদ্ধিঃ সোঽধিকরণসিদ্ধান্তঃ ॥৩০। সূ॥

যৎসিদ্ধাবিতি, যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ সত্যাং অন্যস্য প্রকরণস্য প্রকৃতানুসঙ্গিনঃ অর্থস্য সিদ্ধির্ভবতি। তথাচ প্রকৃতার্থে সাধনীয়ে তদনুসঙ্গী যোঽর্থঃ সিধ্যতি সোঽর্থঃ অধিকরণসিদ্ধান্ত ইতি পর্য্যবসিতার্থঃ। যথা ক্ষিত্যাদৌ ধর্ম্মিণি প্রকৃতার্থে কর্ত্তরি সাধ্যে ক্ষিতিকর্ত্তুঃ সিধ্যমানং সর্ব্বজ্ঞত্বং এবং দর্শনস্পর্শনাভ্যাং একার্থগ্রহণাদিত্যাদিনা দেহেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তে আত্মনি সাধনীয়ে সাধ্যমানং ইন্দ্রিয়নানাত্বম্। অত্র যস্যার্থস্য সিদ্ধিস্তু নানুমিতিমাত্র-

---

এবং জ্ঞান ও সুখ দুঃখাদি আত্মাতে জন্মায়, এইটী তার্কিক ও বৈশেষিকের অভিমত। কিন্তু সাংখ্যাদিরা জ্ঞানাদিকে আত্মগুণ কহেন না, উঁহারা অচেতন বুদ্ধিতেই জন্মায় ইহাই বলিয়া থাকেন॥ ২৯॥

অধিকরণসিদ্ধান্তের লক্ষণ কহিতেছেন

যে কোন জিজ্ঞাসিত পদার্থ সাধন করিতে হইলে, ঐ পদার্থের অনুসঙ্গী যে অন্য পদার্থ সাধন করিতে হয় সেই অন্য পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। যথা পৃথিবীমণ্ডলাদি স্বভাবতই জন্মিয়াছে, কি কোন কর্ত্তার নির্ম্মিত, এইরূপ প্রশ্ন করিলে যদি কোন দার্শনিক এই ভূমণ্ডল প্রভৃতি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের রচিত, এইরূপ সাধন করেন, তবে ঐ পরমেশ্বরের সার্ব্বজ্ঞ্য ও অনন্তশক্তি গুণেরও সাধন করিতে হয়। কারণ সর্ব্ববিষয়কজ্ঞান ও অনন্তশক্তি প্রভৃতি গুণ না থাকিলে, কদাচ জগৎ নির্ম্মাণে কেহই সমর্থ হয় না। এ স্থলে জিজ্ঞাসিত জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরই প্রকৃত সাধনীয় পদার্থ, তাহার অনুসঙ্গী সার্ব্বজ্ঞ্য ও অনন্তশক্তি প্রভৃতি গুণ, ইহারাই অধিকরণসিদ্ধান্ত। এবং নদীর অধিকজলবৃদ্ধি দর্শন করিয়া,

রূপা অপি তু প্রত্যক্ষাদিরূপাপি বোধ্যা অতএব দীধিতিকৃতা সোঽয়মধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েন প্রত্যক্ষেণ স্থূলত্বসিদ্ধৌ সর্বভঙ্গঃ সিদ্ধ ইতি বৌদ্ধাধিকারটীপ্পন্যামুক্ত ইতি নব্যাঃ। যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ জায়মানায়াং অন্যস্য প্রকরণস্য অনুসঙ্গিনোঽর্থস্য সিদ্ধিরপি জায়তে তাদৃশোঽর্থঃ অধিকরণসিদ্ধান্তঃ। যথা দর্শনস্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাদিত্যাদিনা সাধ্যমানো দেহেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তশ্চেতনঃ (আত্মা) তত্র সাধ্যমানে অনুসঙ্গি ইন্দ্রিয়নানাত্বম্। নিয়তবিষয়ানীন্দ্রিয়াণি ইত্যাদয়োঽপি সাধনীয়া ভবন্তি এতেষাং সিদ্ধিং বিনা দেহাদ্যতিরিক্তো জ্ঞাতা প্রকৃতার্থো ন সিদ্ধ্যতীতি তু ভাষ্যকারঃ ॥ ৩০ ॥

অভ্যুপগমসিদ্ধান্তং লক্ষয়তি

অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষপরীক্ষণং অভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ ॥ ৩১ ॥ সূ ॥

অপরীক্ষিতেতি, অপরীক্ষিতস্য সূত্রেঽকথিতস্য পদার্থস্য অভ্যুপগমাৎ স্বীকারাৎ তস্য বিশেষেণ বিশেষরূপেণ বিশেষ-

---

ভূতপূর্ব্ব বৃষ্টির অনুমান করিতে হইলে, ভূতপূর্ব্ব মেঘেরও সাধন করিতে হয়। কারণ মেঘ না হইলে বৃষ্টি কোনরূপেই হইতে পারে না। এস্থলে প্রকৃত সাধনীয় পদার্থ বৃষ্টি, তদনুসঙ্গী অর্থ মেঘ, এজন্য মেঘাদি অধিকরণসিদ্ধান্ত। এইরূপ ব্যাখ্যা নব্যেরা করেন। ভাষ্যকারের অভিমত অর্থ এই, যে প্রকৃত পদার্থের নিরূপণ করিতে হইলে, তাহার অনুসঙ্গী অর্থেরও নিরূপণ করা আবশ্যক হয়, সেই প্রকৃত পদার্থই অধিকরণসিদ্ধান্ত। যথা ক্ষিত্যাদিতে কর্ত্তার নিরূপণ করিলে তাঁহার সার্ব্বজ্ঞাদি গুণেরও সাধন করিতে হয়, এজন্য এস্থলে ক্ষিতিকর্ত্তা অধিকরণসিদ্ধান্ত ॥ ৩০ ॥

অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের লক্ষণ কহিতেছেন

সূত্রকর্ত্তা যে পদার্থকে উদ্দেশ সূত্রে উল্লেখ করেন নাই। অথচ পরীক্ষাস্থলে তাহাকে বিশেষ প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ পদার্থটী

ধর্ম্মস্য বা যৎ পরীক্ষণং সোঽভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ। তথাচ সাক্ষাৎ সূত্রানির্দ্দিষ্টোঽপি স্বীকৃতোঽর্থঃ বিশেষেণবিশেষধর্ম্মো বা পরীক্ষিতশ্চেৎ যুক্ত্যা সংস্থাপিতশ্চেৎ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তপদার্থো ভবতীতি তু ফলিতার্থঃ। অত্র অভ্যুপগমাদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থো জ্ঞাপকত্বম্। এবঞ্চ এতাদৃশাভ্যুপগমজ্ঞাপকং বিশেষপরীক্ষণমিতি লাভঃ। যথা মনস ইন্দ্রিয়ত্বম্ ॥ ৩১ ॥

ক্রমপ্রাপ্তানবয়বান্ নির্দ্দিশতি বিভজতে চ

প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ ॥ ৩২ ॥ সূ ॥

প্রতিজ্ঞেত্যাদি প্রতিজ্ঞা হেতুরুদাহরণমুপনয়ো নিগমনঞ্চ এতানি পঞ্চ অবয়বাঃ। এতেন প্রতিজ্ঞাহেত্বাদ্যন্যতমত্বং অবয়বলক্ষণমিতি সূচিতম্। তথাচ প্রতিজ্ঞাদিজন্যতাদৃশতাদৃশান্যতমবোধজনকবাক্যত্বমবয়বত্বম্। অত্র প্রতিজ্ঞাদিজন্যবোধাশ্চ

সূত্রকর্ত্তার অভিমত, এইটী তদ্দ্বারা ব্যক্ত হওয়ায়, ঐ পদার্থটীই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। যথা, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব। মনের ইন্দ্রিয়ত্বকে কোন সূত্রে সাক্ষাৎ কহেন, নাই, কিন্তু পরীক্ষাস্থলে তাহাকে নিরূপণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ঐ পদার্থটী গ্রন্থকারের অভিমত ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এজন্য মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ॥ ৩১ ॥

অবয়বের নিরূপণ ও বিভাগ করিতেছেন

অসংশয় রূপে কোন পদার্থ সংস্থাপন করিতে হইলে, যদি কোন প্রতিবাদী, ঐ পদার্থের বিরোধিপক্ষ সংস্থাপনে প্রবর্ত্তমান হয়, তবে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পক্ষপাতিত্বাদিদোষরহিত কোন মধ্যস্থ স্বীকার করা আবশ্যক। নতুবা কেবল বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ মাত্র পর্য্যবসান হয়। অনন্তর ঐ মধ্যস্থ ব্যক্তির জিজ্ঞাসানুসারে বাদী কিংবা প্রতিবাদী স্বপক্ষ সংস্থাপনের নিমিত্ত যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ঐ বাক্য সকলের অন্যতমবাক্যই অবয়ব। ফলতঃ বাদী কি প্রতিবাদী স্বীয় স্বীয় অভিমত পদার্থ জানাইবার নিমিত্ত, যে বাক্য সকল প্রয়োগ করিবেন,

পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্বাদিনা বিশিষ্যৈব নিবেশনীয়াঃ। নতু প্রতিজ্ঞাদিজন্যত্বেন, নাতোঽন্যোন্যাশ্রয়ঃ ইতি। বস্তুতস্তু পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতানিরূপিতসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রকারতাশালিশব্দত্বাবচ্ছিন্নজন্যতা, এবং হেতুজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতজ্ঞাপ্যত্বত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যতাশালিশাব্দত্বাবচ্ছিন্নজন্যতা, ধূমবত্ত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতানিরূপিত-ধূমব্যাপক-বহ্নিমত্ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা-

---

তাহারাই অবয়ব হইবে। কিন্তু যে বাক্য দ্বারা পরের হেতুর দোষ উল্লিখিত হইবে, কি উল্লিখিত দোষের নিরাকরণ হইবে, সে বাক্য সমুদায় অবয়ব হইবে না। অবয়বাত্মক বাক্য সমুদয়ের নাম ন্যায়। অর্থাৎ ঐ পাঁচটী বাক্যের এক একটী বাক্য অবয়ব শব্দে ব্যবহৃত হইবে। ন্যায়শব্দে একদা পাঁচটী বাক্যই বুঝাইবে। এক একটী বাক্য ন্যায়শব্দে ব্যবহৃত হইবে না। যে প্রণালীতে ঐ বাক্য গুলি প্রয়োগ করিতে হয় সেই প্রণালী, ও বাক্যসমূহ দেখান হইতেছে। যথা, নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন যে শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং বিনাশশালী। কিন্তু মীমাংসক প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, শব্দ নিত্য, অর্থাৎ শব্দ সর্ব্বদাই আছে, তাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। কোন কঠিন বস্তুর সহিত কঠিন বস্তুর আঘাত হইলে তাহা হইতে শব্দের অভিব্যক্তি (প্রকাশ) মাত্র হয়। ঐ আঘাত নিবৃত্ত হইলে শব্দ তিরোহিত হয়, অর্থাৎ তাহা আর প্রকাশ পায় না। এ স্থলে যদি নৈয়ায়িক স্বমত সংস্থাপনের জন্য কোন মীমাংসকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে, বাদী নৈয়ায়িক ও প্রতিবাদী মীমাংসক উভয়েই পক্ষপাতিত্বাদি দোষশূন্য অথচ যোগ্য কোন মধ্যস্থ স্বীকার করিবেন। অন্যথা উভয়ের বিবাদ মাত্র পর্য্যবসান হইবে। পরে মধ্যস্থ ব্যক্তি, বাদী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে তোমার সাধনীয় অর্থ (বিষয়) কি? অনন্তর বাদী নৈয়ায়িক প্রথমে বলিবেন 'যে শব্দ অনিত্য' অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। এ স্থলে 'শব্দ অনিত্য' এই

শালিশাব্দত্বাবচ্ছিন্নজন্যতা, ইত্যাদিরীত্যা পঞ্চজন্যত্বানামেব অন্যতমত্বেন নিবেশঃ। এবঞ্চ তাদৃশান্যতমজন্যতাবিশিষ্টসমুদায়ত্বমেব ন্যায়াবয়বত্বমিতি নিষ্কৃষ্টার্থঃ। জন্যতাবৈশিষ্ট্যঞ্চ স্বনিরূপিতজনকতাবচ্ছেদকযৎকিঞ্চিজ্‌জ্ঞানীয়বিষয়তাশ্রয়বর্ণত্ব-ব্যাপকত্বসম্বন্ধেন। অতঃ প্রতিজ্ঞাত্বাদেঃ তাদৃশান্যতমবোধজনকতাবচ্ছেদকযৎকিঞ্চিজ্‌জ্ঞানীয়বিষয়তাশ্রয়-বর্ণত্ব-ব্যাপকত্বাসম্ভবেঽপি ন ক্ষতিঃ। অত্র প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চানাং নির্দ্দেশাৎ

বাক্যটীর নাম প্রতিজ্ঞা বাক্য। অনন্তর মধ্যস্থ পুনর্ব্বার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যে তুমি কি হেতু দ্বারা তোমার মত সংস্থাপন করিবে? অর্থাৎ শব্দ অনিত্য ইহার হেতু কে? পরে বাদী, বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর গুণত্ব, হেতুবিশিষ্ট অর্থাৎ অনুমাপক। এই বাক্যটী দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ গুণত্বই উৎপন্নত্বের সাধক এইটী জ্ঞাপন করিবেন। এখানে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্ব জ্ঞাপক এই বাক্যটী হেতু বাক্য। অনন্তর বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণত্ব হেতুটী উৎপন্নত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য কি না? অর্থাৎ যে হেতুটী সাধ্যশূন্য দেশে অবর্ত্তমান থাকে, অথবা যে হেতুর অধিকরণসমুদায়ে সাধ্য থাকে, সেই হেতু দ্বারাই অনুমান হইয়া থাকে। এস্থলেও হেতুটী সাধ্যশূন্য দেশে অবর্ত্তমান আছে কি না, কিংবা হেতুর অধিকরণ মাত্রেই সাধ্য আছে কি না? এই প্রকার মধ্যস্থ প্রশ্ন করিলে, বাদী, যে যে গুণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, সেই সেই উৎপন্ন হয়, যথা রূপ রস প্রভৃতি গুণ, এইরূপ উত্তর দিবেন। অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারায়, যে যে গুণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারা সকলে উৎপন্ন হইতেছে এইটী সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এজন্য রূপ রস প্রভৃতি গুণ সকল চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর অথচ ইহারা উৎপন্ন, এই প্রকার নিশ্চয় সকলের থাকায় ইহারা দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রকার উদাহরণ বাক্য দ্বারা উৎপন্ন ভিন্নে বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণত্ব ধর্ম্মটী বর্ত্তমান নাই, অথবা উৎপন্ন যে যে রূপ রস প্রভৃতি গুণ তাহাতে তাদৃশগুণত্বটী বর্ত্তমান, অতএব বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য

কেচিৎ জিজ্ঞাসা, সংশয়ঃ, শক্যপ্রাপ্তিঃ, সংশয়ব্যুদাসঃ প্রয়োজনঞ্চেতি পঞ্চ এবং প্রতিজ্ঞাদয়ঃ পঞ্চ, এতে দশাবয়বাঃ বিচারাঙ্গমিত্যাহুঃ তন্মতনিরাসঃ। তত্র শক্যপ্রাপ্তিঃ প্রমাণানাং প্রমিতিজননসামর্থ্যং প্রমিত্যুপধায়কত্বমিতি যাবৎ। প্রয়োজনং হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ তত্ত্বনির্ণয়ো বা। সংশয়ব্যুদাসস্তর্ক ইতি। সংশয়াদীনাং পঞ্চানাং চরমপরামর্শ-প্রয়োজকশাব্দ-জ্ঞানজনকত্বাভাবাদ্‌যাদৃশবাদিনোঃ যাদৃশবাক্যান্যা-

---

গুণত্ব ধর্ম্ম উৎপন্নত্বের ব্যাপ্য, বাদী এই প্রকার প্রতিপাদন করেন। পশ্চাৎ মধ্যস্থ উৎপন্নত্ব ব্যাপ্য বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণত্ব হেতুটী, শব্দরূপ পক্ষে আছে কি না? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বাদী, উৎপন্নত্ব ব্যাপ্তি যুক্ত বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণত্ববিশিষ্ট শব্দ, এইরূপ উপনয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া, শব্দরূপ পক্ষে উৎপন্নত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণত্বটী বর্ত্তমান আছে, এইরূপ জানাইয়া মধ্যস্থের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিবেন।

পশ্চাৎ মধ্যস্থ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলকে উপসংহার কর অর্থাৎ একটী বাক্য দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সকল অর্থ প্রতিপাদন কর, এইরূপ প্রশ্ন করিলে, বাদী, উৎপন্নত্বের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ও শব্দরূপ পক্ষ বৃত্তিত্বযুক্ত যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্ব, তদ্দ্বারা জ্ঞাপ্যমান উৎপন্নত্বরূপ সাধ্য বিশিষ্ট শব্দরূপ পক্ষ, এইপ্রকার বাক্যদ্বারা পূর্ব্বকথিত পদার্থ সকলকে প্রতিপাদন করেন। অতএব এস্থলে উৎপন্নত্বের ব্যাপ্তি ও শব্দরূপ পক্ষ বৃত্তিত্বযুক্ত যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্ব, তদ্দ্বারা জ্ঞাপনীয় উৎপন্নত্ব বিশিষ্ট শব্দ, এই বাক্যটী নিগমন বাক্য। পর্ব্বত পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিলে ও ধূম হেতু হইলে, পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, এইটী প্রতিজ্ঞা, ধূম জ্ঞাপক এই বাক্যটী হেতু। এবং যে যে ধূমবিশিষ্ট সে সে বহ্নিবিশিষ্ট, যথা পাকগৃহ এই বাক্য উদাহরণ। এবং বহ্নিব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত এই বাক্য উপনয়। এবং বহ্নিবাপ্য ও পর্ব্বতবৃত্তি ধূমবাপ্য বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বত এই বাক্যটী নিগমন, এই প্রকারে সর্ব্বত্র পঞ্চ বাক্য ন্যায় ও অবয়ব হইবে। কাহার মতে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ

দায় প্রকৃতহেতোঃ সদ্ধেতুত্বং অসদ্ধেতুত্বং বা নির্ণীয়তে যাদৃশ-বাক্যং বিনা তাদৃশবাক্যং নোৎপত্তুমর্হতি তাদৃশতাদৃশ-বাক্যানামেব অবয়বত্বং যুক্তমিত্যভিপ্রায়াচ্চ অনেন মহর্ষিণা তান্যুপেক্ষতানীতি ॥ ৩২ ॥

প্রতিজ্ঞালক্ষণমাহ

সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা ॥ ৩৩ ॥ সূ ॥

সাধ্যঃ সাধনীয়ার্থবিশিষ্টো ধর্ম্মী পক্ষঃ, তস্য নির্দ্দেশঃ প্রতি-পাদকং বাক্যং প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাপদার্থঃ। তথাচ প্রকৃতসাধ্যতা-

---

জানিবার ইচ্ছা। সংশয় অর্থাৎ কোন পদার্থ ও তাহার অভাব এই উভয়ের এক ধর্ম্মিতে জ্ঞান। শক্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ প্রমাণের প্রমিতি জননের সামর্থ্য। সংশয় ব্যুদাস অর্থাৎ তর্ক। প্রয়োজন অর্থাৎ ফল। অনিষ্টজ্ঞান কি ইষ্টজ্ঞান কিম্বা উপেক্ষা বুদ্ধি এই তিনটী ফলপদার্থ। এই পাঁচটী, এবং উক্ত প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী এই দশ প্রকার অবয়ব। কিন্তু গৌতম মহর্ষি, পাঁচ প্রকার অবয়ব নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত দশ প্রকার অবয়বকে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত অর্থ সকল সংস্কৃত বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে, যথা, "শব্দ উৎপদ্যতে" এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য। "বহি-রিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বাৎ" এইটী হেতুবাক্য। যো যো বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণঃ স এবোৎপদ্যতে যথা রূপরসাদিঃ "উৎপন্নত্বব্যাপ্যবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণত্ববানয়ং" এইটী উপনয় বাক্য। "তস্মাদুৎপন্নবানয়ং" এইটী নিগমন বাক্য। এই পাঁচটী বাক্য অবয়ব। ৩২॥

প্রতিজ্ঞালক্ষণ বলিতেছেন

সাধ্যের নির্দ্দেশ সাধ্যনির্দ্দেশ এইরূপ তৎপুরুষসমাস। এ স্থলে সাধ্যশব্দটী সাধনীয় পদার্থ বিশিষ্টপক্ষের বোধক, নির্দ্দেশশব্দে বোধক-বাক্যকে বুঝায়। এজন্য সাধনীয় পদার্থ বিশিষ্ট পক্ষের বোধক অর্থাৎ পক্ষে সাধনীয় পদার্থের বোধক বাক্যই, প্রতিজ্ঞা বাক্য এই প্রকার সূত্রের অর্থ। যথা, যখন পর্ব্বতে অগ্নি সাধনীয় হইবে, তখন পর্ব্বত

বচ্ছেদকমাত্রাবচ্ছিন্ন-প্রকারতানিরূপিত-প্রকৃতপক্ষতাবচ্ছেদকা-বিশেষ্যতাশালিশাব্দত্বাবচ্ছিন্ন-জন্যতানিরূপিতজনকতাবচ্ছেদক-বিষয়তাশালিবর্ণসমুদায়ত্বং প্রতিজ্ঞাত্বমিতি পর্য্যবসিতম্। যথা শব্দোঽনিত্যঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বাৎ রূপাদিবদিত্যাদৌ শব্দোঽনিত্য ইত্যাদি, অত্র শব্দাদিপক্ষকানিত্যত্বাদিসাধ্যকস্থলে অন্যপক্ষকান্যসাধকপ্রতিজ্ঞায়াং তৎস্থলীয়োপনয়ে বা ধ্বনিভিন্ন-শব্দোঽনিত্য ইত্যাদৌ প্রতিজ্ঞায়াং নিগমনে চাতিব্যাপ্তিবারণায় প্রকৃতমাত্রপদে উদাসীনে শব্দোঽনিত্য ইত্যাদিবাক্যেঽতি-

---

বহ্নিবিশিষ্ট, এই বাক্যটী প্রতিজ্ঞাবাক্য। কারণ ঐ বাক্য দ্বারা পর্ব্বতরূপ পক্ষে সাধনীয় অগ্নি আছে এই প্রকার বোধ জন্মে। এবং মনুষ্যমাত্রে বিনশ্বরত্ব সংস্থাপন করিতে হইলে মনুষ্যমাত্রই বিনশ্বর এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইবে। যেহেতু ঐ বাক্য দ্বারা সকল মনুষ্য বিনাশী এই প্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাদী যেরূপ পক্ষে যেরূপ পদার্থের সাধন করিবেন সেই রূপ পক্ষে সেইরূপ সাধনীয় পদার্থের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে, তাহার ন্যূন কিংবা অধিক রূপে পক্ষ কি সাধনীয় পদার্থের বোধক হইলে সে বাক্য প্রতিজ্ঞা বাক্য হইবে না। যথা পর্ব্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নিকে সাধ্য করিলে, উন্নত পর্ব্বত অগ্নিবিশিষ্ট, কি পর্ব্বত শুক্ল বহ্নিবিশিষ্ট এই বাক্য সকল প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে না। প্রথম বাক্যটী পর্ব্বতত্বরূপে পর্ব্বতে বহ্নির বোধক হয় নাই, কিন্তু, উন্নত পর্ব্বতত্ব রূপে পর্ব্বতের বোধক হইয়াছে এজন্য পক্ষাংশে অধিক ধর্ম্মের বোধক; এবং দ্বিতীয় বাক্যটী বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির বোধক নহে, কিন্তু সাধনীয় বহ্নিঃপদার্থে শুক্লত্বরূপ অধিকধর্ম্মের বোধক হইয়াছে একারণে ঐ স্থলে উক্ত বাক্যদ্বয়কে প্রতিজ্ঞাবাক্য কদাচ বলা যাইবে না। এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতকে পক্ষ করিয়া বহ্নি সাধ্য করিলে পর্ব্বত বহ্নি-বিশিষ্ট এই বাক্য কিংবা পৃথিবীকে পক্ষ করিয়া কর্তৃজন্যত্বের সাধন করিলে পৃথিবীজন্যত্ববিশিষ্ট এই প্রকার বাক্য সকলও প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে না। কারণ প্রথম বাক্য পক্ষের ন্যূনধর্ম্ম দ্বিতীয় বাক্য সাধ্যের

ব্যাপ্তিবারণায় উচিতানুপূর্ব্বীকত্বে সতীতি বিশেষণীয়ম্। তচ্চ প্রতিজ্ঞোত্তরহেতূত্তরোদাহরণোত্তরোপনয়োত্তরনিগমনত্বাবচ্ছিন্ন-ভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বমিতি। এতচ্চ সাক্ষাৎপরম্পরা-সাধারণমবচ্ছেদকত্বং স্বীক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়েণ অথবা তাদৃশনিগ-মনত্বপ্রকারকনিশ্চয়ত্বসমনিয়তকারণতাবচ্ছেদকত্বং তদিতি॥৩৩॥

হেতুং লক্ষয়তি

উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতুঃ॥ সূ॥ ৩৪॥

উদাহরণেতি উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ উদাহরণবোধ্যান্বয়ব্যাপ্তেঃ। পঞ্চম্যর্থঃ প্রয়োজ্যত্বং তস্য চ সাধ্যসাধনপদার্থৈকদেশে সাধ্য-জ্ঞানেঽন্বয়ঃ। সাধনং জ্ঞাপকত্ববোধকং প্রতিজ্ঞার্থান্বিতজ্ঞাপকত্ব-প্রতিপাদকমিতি বিবক্ষণীয়ং তাদৃশপ্রতিপাদকং বাক্যং অন্বয়ি-

---

ন্যূনধর্ম্মকে বোধ জন্মাইতেছে। যদি বাদী কি প্রতিবাদী ঐ রূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করেন, তবে সংস্থাপনে কৃতকার্য্য না হইয়া, প্রতিজ্ঞাহানি প্রভৃতি দোষে উহারা নিগৃহীত হইবেন। পুনশ্চ বিচারকালীন বাদী কিংবা প্রতিবাদীর উচ্চরিত ঐ সকল বাক্যই প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে। অন্যকালীন কি বাদী কি প্রতিবাদী ভিন্ন ব্যক্তির উচ্চরিত বাক্য এরূপ হইলেও প্রতিজ্ঞাবাক্য হইবে না। ঐ বাক্য সকলে অতিব্যাপ্তিদোষ বারণের নিমিত্ত এইটী বক্তব্য মধ্যস্থ পুরুষের জিজ্ঞাসা-নুসারে বাদী কি প্রতিবাদীর উচ্চরিত, উক্ত পক্ষে উক্ত সাধ্যের বোধক বাক্যই প্রতিজ্ঞাবাক্য এইটী সূত্রের নিষ্কৃষ্ট অর্থ। উক্ত উদাসীনবাক্য সকল নিষ্কৃষ্ট অর্থ হইতে ভিন্ন হওয়ায় অতিব্যাপ্তিদোষ নাই॥ ৩৩॥

হেতুর লক্ষণ বলিতেছেন

কোন পদার্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার জ্ঞাপক থাকা আবশ্যক। নতুবা পদার্থের নির্ণয় কি প্রকারে নিষ্পাদিত হইবে? যে প্রকার, প্রাত্য-ক্ষিক কোন স্থাবর কি অস্থাবর পদার্থ নির্ণয়ের আমাদের আবশ্যক হইলে জ্ঞাপক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, অবশ্যই অপেক্ষণীয়। সেই প্রকার আনুমানিক

হেতুরিত্যর্থঃ। প্রতিজ্ঞার্থান্বিতেতি নিবেশাৎ ধূমাদালোকবান্ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদৌ প্রতিজ্ঞৈকদেশে ধূমাদিতি ভাগেনাতিব্যাপ্তিঃ। ধূমাদিতি হেতুবাক্যে পঞ্চম্যর্থো জ্ঞাপকত্বং অতস্তত্র লক্ষণসমন্বয়ঃ, জ্ঞাপ্যত্বঞ্চেৎ পঞ্চম্যর্থস্তদা জ্ঞাপ্যত্বপ্রতিপাদকমিত্যেব নিবেশনীয়ম্। অত্র সাধর্ম্ম্যাদিত্যন্তং পরিচায়কমেব অতস্তস্য হেতুবাক্যাপ্রতিপাদ্যত্বেঽপি ন ক্ষতিঃ বস্তুতস্তু সাধ্যসাধনমিত্যন্তং হেতুসামান্যলক্ষণপরমেব তস্য চ স্বাঘটকপদানুপস্থাপ্যং পক্ষান্বিতং যৎ সাধ্যং তদন্বিতস্বার্থজ্ঞাপকত্ববোধকপঞ্চম্যন্তং বাক্যং হেতুবাক্যমর্থঃ। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাদিত্যংশস্তু পৃথক্‌সাধ্যসাধনমিত্যনেনান্বিতোঽন্বয়িহেতুলক্ষণপরঃ। তথাচ উদাহরণবোধ্যান্বয়ব্যাপ্তিপ্রয়োজ্যং যৎ প্রতিজ্ঞার্থান্বিতং জ্ঞানং, তজ্জনকজ্ঞানত্বপ্রকারকহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নবিশেষ্যকবোধজনকং বাক্যং অন্বয়িহেতুরিত্যর্থঃ। এবং তথাবৈধর্ম্ম্যাদিতি সূত্রন্তু সাধ্যসাধনমিত্যনেনান্বিতং ব্যতিরেকিহেতুপরং এবঞ্চ

কোন পদার্থ নিশ্চয় করিতে হইলে, তাহার জ্ঞাপক অর্থাৎ অনুমাপক নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য বাদী প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা নিজের সাধনীয় পদার্থ প্রকাশ করিলে, তাহার জ্ঞাপক কে? এই জিজ্ঞাসাবাক্য মধ্যস্থের অবশ্যই উদিত হয়। পরে বাদী অগ্নিপদার্থ সাধন করিতে উদ্যত হইলে ধূম জ্ঞাপক এই হেতুবাক্য প্রয়োগ করিবেন। এবং বিনাশিত্ব সাধনীয় হইলে জন্যত্ব জ্ঞাপক. এই হেতুবাক্য কহিবেন। যদিচ ধূম জ্ঞাপক এই বাক্যমাত্র দ্বারা ধূমে কেবল জ্ঞাপকত্ব অবধারণ হইলেও বহ্নিজ্ঞাপকত্ববোধ না হওয়ায়, ঐটী হেতুবাক্য হওয়া অনুচিত। বহ্ন্যাদির জ্ঞাপক কে? এই প্রশ্নের উত্তরে বহ্ন্যাদির জ্ঞাপক ধূম এই বাক্য কহিলে মধ্যস্থের জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয়। তজ্জন্য ধূম বহ্নির জ্ঞাপক এই প্রকার বাক্যই হেতুবাক্য ইহা যুক্তিসিদ্ধ এই আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর, কারণ, যজ্ঞদত্ত কোথায় আছে? এই জিজ্ঞাসা করিলে, গৃহে আছে এই বাক্যমাত্র

উদাহরণবোধ্যান্বয়ব্যাপ্তিপ্রয়োজ্যত্বস্য সিদ্ধৌ তদ্বিষয়কত্বস্য সিদ্ধিজনকজ্ঞানে বা উপলক্ষণতয়া নিবেশঃ। তেন হেতুবাক্যজন্য-বোধে তাদৃশপ্রয়োজ্যত্বস্য তদ্বিষয়কত্বস্য বাঽভানেঽপি ন ক্ষতিঃ এবমুত্তরসূত্রেঽপি বোধ্যম্। উদাহরণসাধর্ম্ম্যাৎ উদাহরণেন সাধ্যৈকাধিকরণতয়া প্রতিপদ্যমানাৎ। অত্র পঞ্চম্যর্থোঽভেদস্তস্য চ সাধ্যসাধনেঽন্বয়ঃ এবঞ্চ স্বোত্তরোদাহরণেন সাধ্যৈকাধিকরণ-তয়া বোধ্যহেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নান্বিতজ্ঞাপকত্ববোধকং হেতু-রিতি পর্য্যবসিতার্থ ইতি তু দীধিতিকারব্যাখ্যানং স্পষ্টতর-মেবেতি। ৩৪।

ব্যতিরেকিহেতুলক্ষণমাহ

তথা বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ৩৫ ॥ সূ ॥

তথা বৈধর্ম্ম্যাদিতি উদাহরণবৈধর্ম্ম্যাদিত্যর্থঃ। অত্র সাধ্য-

কহিলেও উত্তর হইয়া থাকে, ঐ বাক্য দ্বারা যজ্ঞদত্ত গৃহে আছে এই বোধ সহজেই জন্মে। এবং সেই প্রকার ধূমজ্ঞাপক এইরূপ বাক্য মাত্র প্রয়োগ করিলেও প্রতিজ্ঞাবাক্য সহকারে পর্ব্বতে বহ্নির জ্ঞাপক ধূম ইত্যাদি বোধ জন্মে। তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং বহ্ন্যাদির জ্ঞাপক (অনুমাপক) বহ্ন্যাদির ব্যাপ্য হয়। যে পদার্থ বহ্ন্যাদির ব্যাপ্য নহে, সে পদার্থ কদাচ তাহার জ্ঞাপক হয় না এজন্য ধূমজ্ঞাপক এইটী হেতুবাক্য হইতেছে, বহ্নিসাধ্য হইলে দ্রব্যত্বজ্ঞাপক এই বাক্য হেতু হইবে না কারণ দ্রব্যত্ব বহ্নির ব্যাপ্য নহে। অন্বয়ব্যাপ্তি ব্যতিরেক ব্যাপ্তি এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তি হওয়ায়, হেতুবাক্যও দ্বিবিধ অন্বয়ি হেতু ও ব্যতিরেকি হেতু। তন্মধ্যে ধূমাদি হেতু যখন অন্বয়ব্যাপ্তিপ্রকারে জ্ঞাত হইয়া বহ্ন্যাদির জ্ঞাপক হইবে, তখন তাহাকে অন্বয়িহেতু বলা যাইবে। ব্যতি-রেকি হেতু পরসূত্রে বর্ণিত হইবে ॥ ৩৪ ॥

ব্যতিরেকি হেতুর লক্ষণ

কোন পদার্থে জ্ঞাপকত্বমাত্র বোধের জনক অথচ যদি উদাহরণের

সাধনং হেতুরিত্যনুষজ্যতে অত্র চ বৈধর্ম্ম্যপদং উদাহরণবোধ্য-ব্যতিরেকব্যাপ্তিপরং পঞ্চম্যর্থঃ প্রযোজ্যত্বং তস্য চ সাধন-ঘটকীভূতসিদ্ধাবন্বয়ঃ, এবঞ্চ উদাহরণবোধ্যব্যতিরেকব্যাপ্তিপ্র-যোজ্যপ্রতিজ্ঞাপ্রতিপাদ্যসাধ্যান্বিতজ্ঞানজনকত্বপ্রকারেণ কিঞ্চি-দ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য বোধকং বাক্যং ব্যতিরেকিহেতুরিতি ফলি-তার্থঃ। বস্তুতস্তু ব্যতিরেকিব্যাপ্তিবোধকোদাহরণোত্থাপকা-কাঙ্ক্ষাপ্রয়োজকত্বে সতি হেতুধর্ম্মিকজ্ঞাপকত্বপ্রকারকবোধজ-নকং বাক্যং ব্যতিরেকিহেতুরিতি তু হৃদয়ম্। এবং পূর্ব্বত্রা-প্যূহ্যম্ ॥ ৩৫ ॥

বোধক বাক্যটী ব্যতিরেকব্যাপ্তি বোধক উদাহরণ বাক্যের সাকাঙ্ক্ষ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, হয়, তবে ব্যতিরেকি হেতু শব্দে তাহাকে বুঝায়। যথা বহ্নিকে সাধ্য করিয়া ধূমকে হেতু করিলে ধূমজ্ঞাপক এতাদৃশ বাক্যই ব্যতিরেকি হেতু হইবে, কিন্তু ঐ হেতু বাক্যের পর যদি যে বহ্নিযুক্ত হয় না, সে ধূমযুক্ত হয় না, এই ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বোধক উদাহরণ বাক্য প্রযুজ্যমান হয়, তাহা হইলে উক্ত হেতু বাক্য, ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবোধক উদাহরণ বাক্য সাকাঙ্ক্ষ হয়। এবং সেইহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দ্বারা সাধ্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে, এবং যেহেতু সাধ্যের ব্যতিরেক বাপ্য হয় না, সে কদাচ সাধ্যের জ্ঞাপক হয় না। অতএব বহ্নি সাধ্য হইলে দ্রব্যত্ব জ্ঞাপক এইটী হেতুবাক্য হইবে না কারণ দ্রব্যত্ব বহ্নির ব্যাপ্য নহে। কিন্তু ধূমে বহ্নির উভয় ব্যাপ্তি থাকায় ধূম জ্ঞাপক এই হেতু বাক্য হইবে উক্তবাক্যদ্বারা ধূম বহ্নির জ্ঞাপক এইরূপ বোধ জন্মে। এবং মনুষ্য মাত্র পক্ষ হইলে বিনাশিত্ব সাধ্য ও সাবয়বত্ব হেতু হইলে সাবয়ত্ব জ্ঞাপক এই বাক্য ব্যতিরেকি হেতুবাক্য এই বাক্য দ্বারা সাবয়বত্বটী বিনাশিত্বের অনুমাপক এইপ্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। অন্বয়ি হেতু বাক্য ও ব্যতিরেকি হেতু বাক্য একরূপ কিন্তু যে বাক্যের অনন্তর অন্বয়ব্যাপ্তি বোধক উদাহরণ বাক্য হইবে। তাহার নাম অন্বয়ি হেতু, এবং যে বাক্যের পর ব্যতিরেক ব্যাপ্তির বোধক উদাহরণ

উদাহরণস্য লক্ষণমাহ

সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ ॥৩৬॥ সূ।

সাধ্যসাধর্ম্ম্যাৎ সাধ্যেন সাধর্ম্ম্যাৎ নিয়তসাহচর্য্যাৎ, তদ্ধর্ম্মভাবী, তস্য সাধ্যবৎপক্ষস্য ধর্ম্মো হেতুঃ তস্য ভাবঃ সত্তানিরূপকতয়া তদ্বান্ দৃষ্টান্তঃ। সাধ্যস্য ধর্ম্মভাবঃ ধর্ম্মতা নিরূপকতয়া সাস্ত্যস্মিন্নিত্যর্থে সিদ্ধমিতি কেচিৎ। তথাচ সাধ্যেন সহ নিয়তসাহচর্য্যপ্রযুক্তং হেতুবিশিষ্টো যো দৃষ্টান্তঃ তাদৃশার্থবোধকং বাক্যং উদাহরণমিত্যর্থঃ। তথাচ সাধ্যসাধনয়োঃ নিয়তসাহচর্য্যবোধপরযত্তৎপদঘটিতত্বে সতি দৃষ্টান্তবোধকং যাদৃশং বাক্যং তত্তুদাহরণমিতি তু পর্য্যবসিতার্থঃ। যথা পৃথিব্যাদিঃ, বিনাশি জন্যভাবত্বাৎ যো যো জন্যভাবঃ স বিনাশী,যথা ঘটাদিঃ। অত্র যো য ইত্যাদিবাক্যস্য জন্যভাবত্বাবচ্ছেদেন বিনাশিত্ববোধনাৎ। সাধ্যসাধনয়োর্নিয়তসাহচর্য্যপরত্বং,এবং ঘটাদির্দৃষ্টান্তোঽপি বিনাশিত্ববান্ জন্যভাবত্ববাংশ্চ অতো যো যো জন্যভাব ইত্যাদিবাক্যস্য উদাহরণত্বং সম্পদ্যতে। যদি দৃষ্টান্তপদং বিনাপি উদাহরণত্বং মন্যতে তদা দৃষ্টান্তবোধজননযোগ্যত্বং নিবেশ্যং অতো দৃষ্টান্তশূন্যে উদাহরণে নাব্যাপ্তিঃ তত্রাপি তদ্যোগ্যতাসত্ত্বাদিতি ॥ ৩৬ ॥

বাক্য উচ্চারিত হইবে, সেই বাক্য ব্যতিরেকি হেতু হইবে এই বৈলক্ষণ্য ॥৩৫ ॥

অন্বয়ি উদাহরণের লক্ষণ

যে যে অধিকরণে হেতু থাকে, সে সে অধিকরণে সাধ্য থাকে, এইরূপ অর্থের বোধক, অর্থাৎ যে যে হেতুবিশিষ্ট সে সে সাধ্যবিশিষ্ট এই প্রকার বোধের জনক হইয়া, দৃষ্টান্ত বোধের জনক বাক্য অন্বয়ি উদাহরণ। যথা যে যে ধূমবিশিষ্ট হয় সে সেই বহ্নিবিশিষ্ট হয়, যথা পাকগৃহ এই বাক্য। দ্বিতীয়ে যে যে মনুষ্য সে সেই বিনাশী যথা নল যুধিষ্ঠির

ব্যতিরেক্যুদাহরণং নিরূপয়তি

তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতম্ ॥ ৩৭ ॥ সূ ॥

তদ্বিপর্য্যয়াদিতি সাধ্যসাধনয়োর্ব্যতিরেকনিয়তসাহচর্য্যাদিত্যর্থঃ। বিপরীতং সাধ্যাভাববৎ হেত্বভাববচ্চ, দৃষ্টান্ত উদাহরণমিতি ভাগোঽনুষজ্যতে, বিপরীতমিত্যস্য দৃষ্টান্তবিশেষণ-

---

প্রভৃতি। উক্ত বাক্য দ্বারা ধূমরূপ হেতু যে যে অধিকরণে বর্ত্তমান আছে। সেই সেই অধিকরণে বহ্নি রূপ সাধ্য আছে। এবং পরবাক্য দ্বারা যে যে মনুষত্বরূপ হেতুবিশিষ্ট সে সেই বিনাশরূপ সাধ্যবিশিষ্ট এ প্রকার বোধ জন্মায়। এবং উক্ত বাক্য দ্বারা ধূমাধিকরণে বহ্নিই আছে অর্থাৎ বহ্নির অভাব নাই এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় ধূমের অধিকরণবৃত্তি যে অভাব তাহার অপ্রতিযোগী বহ্নি, অর্থাৎ ধূমাধিকরণে বহ্নির অভাব থাকিলে সেই অভাবের প্রতিযোগী বহ্নি হইত, ধূমাধিকরণে বহ্নির অভাব নাই এজন্য ধূমাধিকরণ বৃত্তি অভাবের অপ্রতিযোগী বহ্নি হইতেছে ঐ বহ্নির অধিকরণে বৃত্তি ধূম এই প্রকার অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা মনুষ্যমাত্রেরই বিনাশ আছে অর্থাৎ কোন মনুষ্যে নাশের অভাব নাই সুতরাং মনুষ্যে বর্ত্তমান অভাবে অপ্রতিযোগী যে বিনাশ তাহার সমানাধিকরণ মনুষ্যত্ব এই প্রকার অন্বয়ব্যাপ্তির বোধক হইয়া থাকে এজন্য ঐ বাক্য সকল অন্বয়ি উদাহরণ হইয়াছে। পদার্থের সংস্থাপন করিতে হইলে বাদী কিংবা প্রতিবাদীর উদাহরণ বাক্যটী অতিপ্রয়োজনীয়, কারণ উদাহরণ বাক্যটী যথার্থরূপে প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগকর্ত্তা স্বপক্ষ সমর্থনে সমর্থ হয়েন। অযথার্থ হইলে স্বপক্ষ সাধন দূরে থাকুক পরাজিত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

ব্যতিরেকি উদাহরণ নিরূপণ

যে সাধ্যের অভাববিশিষ্ট সেই হেতুর অভাববিশিষ্ট এইরূপ বোধের জনক হইয়া, সাধ্যের অভাব ও হেতুর অভাব বিশিষ্ট যে দৃষ্টান্ত

ঘেঽপি সামান্যত্বান্নপুংসকত্বং,তথাচ তাদৃশবিপরীতভূতদৃষ্টান্ত ইতি লাভঃ। তদ্বিপর্য্যায়াদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থঃ প্রযোজ্যত্বং সাধ্যাভাববত্ত্বাদাবন্বয়ি, এবঞ্চ সাধ্যাভাবসাধনাভাবনিয়তসাহচর্য্যপ্রযুক্তসাধ্যাভাবসাধনাভাববদ্দৃষ্টান্তবোধকং বাক্যং ব্যতিরেক্যুদাহরণমিত্যর্থঃ। তথাচ সাধ্যাভাবসাধনাভাবনিয়তসাহচর্য্যবোধপরত্বে সতি সাধ্যাভাবসাধনাভাববদ্দৃষ্টান্তবোধকং যাদৃশং বাক্যং তদ্ব্যতিরেক্যুদাহরণমিতি পর্য্যবসিতার্থঃ। যথা যো ন বিনশ্যতি স ন জন্যভাবঃ গগনাদিবৎ, এতদ্বাক্যস্য চ বিনাশিত্বাভাবাবচ্ছেদেন জন্যভাবত্বাভাববোধকত্বেন উভয়োর্নিয়তসাহচর্য্যবোধপরত্বম্। কেচিত্তু, পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে ইত্যাদ্যভাবসাধ্যকস্থল এব ব্যতিরেক্যুদাহরণমিতি বদন্তি। দীধিতিকারস্তু তদ্বিপর্য্যয়াৎ সাধ্যসাধনয়োর্ব্ব্যতিরেকসহচারবোধকত্বাৎ বিপরীতং ব্যতিরেক্যুদাহরণং, যথা যো যো বহ্ন্যভাববান্ স ধূমাভাববান্ যথা হ্রদ ইত্যাদীতি প্রাহুঃ ॥ ৩৭ ॥

তদ্বোধক যে বাক্য সেই ব্যতিরেকি উদাহরণ। যথা, যে স্থলে ধূমকে হেতু করিয়া পর্ব্বতে বহ্নির অনুমান হয়, সে স্থলে যে যে বহ্নিশূন্য সে ধূমশূন্য, যথা জলাশয়, এই বাক্য দ্বারা যিনি বহ্নির অভাববিশিষ্ট সেই অধিকরণ ধূমের অভাববিশিষ্ট এবং জলাশয়ে বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাব আছে এই রূপ প্রতীতি হয়, এজন্য এইবাক্য ব্যতিরেকি উদাহরণ। পূর্ব্ববাক্য ও এইবাক্য এই অন্যতরবাক্যত্বই উদাহরণ সামান্যের লক্ষণ, এইটী সূত্রের তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতীত হইতেছে। অন্বয়ি উদাহরণ দ্বারা হেতুতে অন্বয় ব্যাপ্তির অর্থাৎ সাধ্যশূন্যদেশে অবর্ত্তমানত্বের বোধ হয়, ব্যতিরেকি উদাহরণ দ্বারা হেতুতে ব্যতিরেকে ব্যাপ্তির অর্থাৎ সাধ্যের অভাবাধিকরণ যে যে তৎসমুদায়ে বর্ত্তমান যে অভাব তৎ প্রতিযোগিত্বের বোধ হয় এই বিশেষ। ৩৭।

উপনয়ং লক্ষয়তি

উদাহরণাপেক্ষস্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ সূ ॥

উদাহরণাপেক্ষ ইতি উদাহরণসাকাঙ্ক্ষ ইত্যর্থঃ, [সাধ্যস্য পক্ষস্য, তথেত্যুপসংহারঃ। সাধ্যব্যাপ্যহেতুবোধকতথাপদোত্তরবর্ত্তিপক্ষবাচকপদরূপং বাক্যং, উপনয়ঃ উপনয়পদার্থঃ। তৎসাকাঙ্ক্ষত্বঞ্চ তদুত্থাপ্যাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকত্বং, এতচ্চ উদাহরণবোধ্যত্বোপলক্ষিতান্বয়ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমত্তাবোধকতথাপদোত্তরপক্ষবাচকপদরূপং বাক্যং অন্বয়্যুপনয় ইত্যর্থঃ]। যথা, পর্ব্বতো বহ্নিমানিত্যাদৌ তথা পর্ব্বত ইত্যাদিবাক্যং ইতি ভাষ্যকারাভিমতম্। প্রাঞ্চস্তু তথাচায়মিত্যাদিকমাহুঃ। নব্যাস্তু তথাপদস্যোপলক্ষণতয়া নিবেশাৎ বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়মিত্যাদিকমুপনয়মিতি প্রবদন্তি। এবমুদাহরণবোধ্যত্বোপলক্ষিতব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুমত্তাবোধকনতথাপদস্যোত্তরপক্ষবাচকপদ—

উপনয় নিরূপণ

পূর্ব্বপ্রযুক্ত উদাহরণবাক্য দ্বারা বোধিত যে অন্বয়ব্যাপ্তি তাদৃশ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু প্রকারে পক্ষবোধক তথা পর্ব্বত ইত্যাদি বাক্য সেই অন্বয়ি উপনয়। যথা পর্ব্বতকে পক্ষ করিলে ও বহ্নিকে সাধ্য করিলে তথা পর্ব্বত এই বাক্যে, কিংবা বহ্নি ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমবিশিষ্ট পর্ব্বত এইরূপ বাক্য। তথা পর্ব্বত এইবাক্য তথা শব্দটী সাধ্য ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুকে বোধ করে, এজন্য ঐ বাক্য দ্বারা সাধ্যব্যাপ্য হেতুবিশিষ্ট পর্ব্বত এ প্রকার বোধ জন্মে; এবং মনুষ্যকে পক্ষ করিয়া বিনাশকে সাধ্য ও সাবয়ত্বকে হেতু করিলে তথা মনুষ্য এই বাক্যটী কিংবা বিনাশিত্বব্যাপ্য সাবয়ত্ববিশিষ্ট মনুষ্য এই বাক্য উপনয় হইবে, ঐ বাক্য দ্বারা বিনাশিত্বরূপ সাধ্য ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে সাবয়বত্ব তদ্রূপ ঐ হেতুবিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপ বোধ জন্মে। এবং উদাহরণবোধ্য যে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি-

রূপং বাক্যং ব্যতিরেক্যুপনয় ইত্যর্থঃ। যথা ন তথা পর্ব্বত ইতি উভয়ত্র পক্ষবাচকপদমেতদ্ভাগস্তু উপসংহারশব্দার্থঃ। প্রাঞ্চস্তু নচ নায়ং তথা ইত্যাদ্যুপনয় ইতি বদন্তি। নব্যাস্তু সাধ্যাভাবব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিহেতুমানয়মিত্যাদ্যুপনয় ইত্যাহুঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগমনলক্ষণমাহ

হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্ ॥৩৯॥ সূ॥

হেত্বপদেশাদিতি প্রকৃতসাধ্যব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাবিশিষ্টহেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ববোধকপদাদিত্যর্থঃ। পঞ্চম্যর্থ উত্তরবর্ত্তিত্বং ঘটিতত্বং বা তস্য চ পুনর্ব্বচনার্থেঽন্বয়ঃ, প্রতিজ্ঞায়াঃ প্রতিজ্ঞাপ্রতিপাদ্যার্থস্য পুনর্ব্বচনং পুনঃ কথনং, তথাচ তাদৃশজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ববোধকপঞ্চম্যন্তপদোত্তরবর্ত্তিপ্রতিজ্ঞার্থপ্রতিপাদকং বাক্যং নিগমনমিতি পর্য্যবসিতার্থঃ। যথা তস্মাদ্বহ্নিমানয়মিতি বাক্যম্। তস্মাদ্ধূমাদ্বহ্নিমানয়মিতি বাক্যং নিগমনং। নিগম্যন্তে সম্বধ্যন্তে প্রতি-

---

বিশিষ্ট হেতু প্রকারে পক্ষের বোধক যে ন তথা পক্ষ এই বাক্য সেই ব্যতিরেকি উপনয়, যথা ন তথা পর্ব্বত ইত্যাদি বাক্য। প্রাচীনগণ কহেন, নচ নায়ং তথা এই বাক্যটী ব্যতিরেকি উপনয়। নব্যেরা কহেন ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুযুক্ত পক্ষের বোধক বাক্যই ব্যতিরেকি উপনয়। যথা সাধ্যের ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুযুক্তপক্ষ এই বাক্য। ৩৮ ॥

নিগমন নিরূপণ

সাধ্যের ব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ব এই উভয়বিশিষ্ট হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্যত্ববিশিষ্ট যে সাধ্য তাদৃশ সাধ্য প্রকারে পক্ষের বোধক বাক্যই নিগমন, যথা সাধ্যব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্য সাধ্যবিশিষ্ট পর্ব্বত এই বাক্য, কারণ ঐ বাক্যটী বহ্নিরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি ও পর্ব্বতরূপপক্ষবৃত্তিত্ব এই উভয়বিশিষ্ট ধূমরূপ হেতুজ্ঞানজ্ঞাপ্য যে বহ্নিরূপ সাধ্য তদ্বিশিষ্ট পর্ব্বতের বোধক হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাহেতু ও উদাহরণ এবং উপনয় এই বাক্য চতুষ্টয় দ্বারা যে যে অর্থের বোধ হয় সেই সমুদায় অর্থের বোধক নিগমন বাক্যটী হইয়াছে অর্থাৎ নিগমন বাক্য

জ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়া অনেনেতি নিগমনমিতি ভাষ্যকারঃ। অস্যায়মাশয়ঃ প্রতিজ্ঞাদ্যবয়বচতুষ্টয়ার্থা একেন নিগমনেন প্রতিপাদ্যন্তে এতচ্চ উপসংহারকং বাক্যং নব্যাস্তুাঅবাধিতাসৎপ্রতিপক্ষিতসাধ্যবোধনায় নিগমনং প্রযুজ্যত ইতি বদন্তি। অত্র পূর্ব্বত্রাপি ন্যায়ানন্তর্গততাদৃশবাক্যেঽতিব্যাপ্তিবারণায় প্রাগুক্তোচিতানুপূর্ব্বীকত্ববিশেষণং দেয়মিত্যবয়বপ্রকরণম্ ॥ ৩৯ ॥

তর্কলক্ষণমাহ

অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ॥ ৪০ ॥ সূ ॥

অবিজ্ঞাতেত্যাদিকারণস্য ব্যাপ্যস্য উপপত্তিত আপাদনেন ঊহঃ ব্যাপকস্যাহার্য্যারোপঃ তর্কঃ তর্কপদার্থঃ। তথাচ তাদৃশা-

---

দ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থপক্ষসাধ্যবিশিষ্ট, হেতু বাক্যের অর্থ হেতু জ্ঞান জ্ঞাপ্যত্ব, উদাহরণ বাক্যের অর্থ হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি, উপনয় বাক্যের অর্থ পক্ষে হেতু আছে এই সমুদায় অর্থের জ্ঞান জন্মে, ফলতঃ, বিশেষ বিবেচনা করিলে নিগমন বাক্য দ্বারা উক্ত অর্থ সকল স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এজন্য ঐ বাক্য দ্বারা উপসংহার হইয়া থাকে, এটী ভাষ্যকারের অভিমত। নব্যেরা কহেন পক্ষে সাধ্যের অভাব নাই ও সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য নাই অর্থাৎ বাধদোষ ও সৎপ্রতিপক্ষদোষ নাই ইহা জানাইবার নিমিত্ত নিগমনটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু নব্যের মধ্যেও কেহ কহেন নিগমন বাক্য দ্বারা সাক্ষাৎসাধ্য ব্যাপ্য ও পক্ষবৃত্তিত্ববিশিষ্ট হেতুজ্ঞান জ্ঞাপ্য ও বাধদোষ ও সৎপ্রতিপক্ষ দোষ রহিত যে সাধ্য তাদৃশ সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ এই প্রকার বোধ উৎপন্ন হয়। কেহ কহেন শাব্দবোধ তাদৃশ হয় না ফলতঃ উত্তরকাল আনুমানিক সেইরূপ বাধদোষ রহিত ও সত্প্রতিপক্ষ দোষ রহিত সাধ্য এই বোধ জন্মে। । ৩৯ ॥

তর্ক নিরূপণ করিতেছেন

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ব্যাপ্য ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়,

র্য্যারোপং তর্কপদার্থ ইত্যর্থঃ। স চ কিমর্থমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং অনির্ণীতে পদার্থে সংশয়িত ইতি যাবৎ যথার্থজ্ঞানার্থং ইত্যর্থঃ। স চ তর্কঃ আপাদ্যাভাবপ্রকারেণ নিশ্চিতে পক্ষ এব জায়তে অতো মানসাহার্য্যারোপাত্মক এব সঃ। তত্ত্বঞ্চ আপাদয়ামীতি প্রতীতিসাক্ষিকবিষয়তাবিশেষঃ বিধেয়ত্বাদিবৎ তন্নিরূপিতত্বং। কেচিত্তু মানসত্বব্যাপ্যজাতি-

---

তাহার নাম তর্ক। আরোপ শব্দে অযথার্থ জ্ঞান বুঝায়। সূত্রের কারণোপপত্তিত এই শব্দদ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থ লাভ হইয়াছে। তর্ক দ্বারা কি ফল জন্মে শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি উত্তর করিয়াছেন, অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে, একারণে তর্কটী পদার্থ নির্ণয়ে অতিশয় প্রয়োজনীয়। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের অবধারণ হয় না। যথা জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম, এইরূপ সন্দেহ আবির্ভূত হইয়া থাকে, অনন্তর এইটী যদি ধূম হয়, তবে জলে বহ্নি থাকিতে পারে, জলে যেহেতু বহ্নি থাকে না, অতএব এইটী ধূম নহে এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এইটী ধূম নহে এইটী বাষ্প এই নির্ণয় জন্মে। এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না এই সংশয় জন্মিয়া থাকে, পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্ত-পদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকাণ্ডই মনুষ্য নহে এইরূপ স্থির হয়। এবং সৌগত নামক বৌদ্ধেরা কহিয়া থাকে এই দৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থ সকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুত ব্যাঘ্র ও হস্তী, মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ, সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

বিশেষ ইত্যাহুঃ। যথা ধূমে বাষ্পত্বশঙ্কায়াং হ্রদো ধূমবান্ কিং ন ধূমবান্ ইতি যদি কশ্চিৎ পৃচ্ছেৎ তদা তং প্রতি হ্রদো যদি ধূমবান্ স্যাৎ বহ্নিমান্ স্যাৎ ইত্যাপত্তিঃ কেনচিৎ ক্রিয়তে তদা স তাদৃশসংশয়ান্নিবৃত্ত্য হ্রদো ন ধূমবান্ ইতি নিশ্চিনুত এব অতঃ তর্কস্য তাদৃশাদিনিশ্চয় এব ফলম্। অত্র হ্রদো যদি ধূমবান্

নৈয়ায়িকেরা কহেন নিদ্রাকালে যে পদার্থ সকল অনুভূত হয় নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থ সকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন্য স্বাপ্নিক পদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানা প্রকার পদার্থ দৃশ্যমান হইতেছে ইহারা জ্ঞানময় কদাচ নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন, এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থ সকল দেখিতেছি ইহারা জ্ঞানস্বরূপ ? কি জ্ঞানের অতিরিক্ত ? এই সংশয় উপস্থিত অবশ্যই হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল ও মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থ সকল যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তবে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না। এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি রূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে। বাস্তবিক বাহ্য পদার্থ স্বাপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে, পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। দেখিতেছি স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদায় জ্ঞান স্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক এইরূপ অবধারণ অবশ্যই জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে একতরের অবধারণ কদাচ হইত না। এজন্য তর্কটী পদার্থ নির্ণয়ের অদ্বিতীয় কারণ। প্রাণিমাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে কিন্তু বিশেষরূপে পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানে না। ন্যায়-শাস্ত্রে তর্ক পদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়-শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও কহে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয় অনন্তর

স্যাৎ ঘটবান্ স্যাদিত্যাপত্তির্ন ভবতি অত আপাদ্যাপাদকয়োর্ব্যাপ্যব্যাপকভাবনিবেশঃ। হ্রদো ধূমবান্ স্যাৎ দ্রব্যবান্ স্যাদিত্যাপত্তিরপি কেনাপি ন স্বীক্রিয়তে অত আপাদ্যাভাববত্তয়া নিশ্চিতে পক্ষে ইত্যুক্তম্। স চায়ং তর্কঃ পঞ্চবিধঃ আত্মাশ্রয়ান্যোন্যাশ্রয়চক্রকানবস্থাতদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গভেদাৎ। তত্র স্বাপেক্ষাপাদককানিষ্টপ্রসঙ্গ আত্মাশ্রয়ঃ। প্রত্যেকমপি উৎপত্তি-

---

তর্ক তৎপশ্চাৎ নির্ণয় এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়। উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদক কিংবা আপাদ্য হয় না; কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত এই প্রকার আপত্তি কদাচ জন্মে না। এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না, এজন্য ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাপক পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে এ কারণে তাহাদের আপত্তি হইল না, ঐ আপত্তিটী পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে জন্মে, এজন্য জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তিও হয় না, কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয়ই আছে।

উক্ত তর্ক আত্মাশ্রয় অন্যোন্যাশ্রয় চক্রক অনবস্থা বাধিতার্থকপ্রসঙ্গ এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ আপনাতে আপনার অপেক্ষা হইলে, যে আপত্তি জন্মে ঐ আপত্তিই আত্মাশ্রয় ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এজন্য ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে। যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে; যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ, ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতামাতা, বস্ত্রাদি জননে তুরী তন্তু প্রভৃতি অপেক্ষণীয় হয়। এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে

স্থিতিজ্ঞপ্তিভেদেন ত্রিধা যথা অয়ং ঘটো যদ্যেতদ্ঘটজন্যঃ স্যাদেতদ্ঘটানধিকরণাব্যবহিতোত্তরক্ষণোৎপত্তিকো ন স্যাদিতি তত্র স্বং অপেক্ষতে স্বাপেক্ষং তত্ত্বঞ্চ স্বাভাবপ্রযোজ্যাভাবপ্রযোজ্যত্বং স্বভেদবাপ্যত্বং বা এতদ্ঘটীয়গুণাসমানাধিকরণং ন স্যাৎ যদ্যয়ং ঘট এতদ্ঘটজ্ঞানস্বরূপঃ স্যাৎ দ্রব্যং ন স্যাদিত্যাদি। স্বাপেক্ষাপেক্ষাপাদককানিষ্টপ্রসঙ্গঃ অন্যোন্যা-

---

অধিকরণের অপেক্ষা করে। ও কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়। এজন্য উৎপত্তি, স্থিতি, জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার। বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয় ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়। যথা একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না এই সন্দেহ জন্মাইলে, এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণকালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না, অর্থাৎ এই বৃক্ষটি জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে, আপনার উৎপত্তি পূর্ব্বে আপনি কদাচ থাকে না, এজন্য এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া আছে সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া, এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে, যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। এবং যে আপত্তিতে স্বপ্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয়, কিংবা স্বতে স্বজ্ঞান স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘটমাত্র হইতে উৎপন্ন হইত তবে ঘটের

শ্রয়ঃ। যথা এতদ্‌ঘটো যদ্যেতদ্‌ঘটজন্যজন্যঃ স্যাৎ এতদ্‌ঘট-জন্যানধিকরণলক্ষণাব্যবহিতোত্তরক্ষণোৎপত্তিকো ন স্যাৎ। এবং যদ্যেতদ্‌ঘট এতদ্‌ঘটবৃত্তিঃ স্যাদ্দেতদ্‌ঘটভিন্নঃ স্যাৎ অয়ং ঘটো যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞানজ্ঞানময়ঃ স্যাৎ জ্ঞানসামগ্রীজন্যঃ স্যাৎ স্বাপেক্ষাপেক্ষাপেক্ষাপাদককানিষ্টপ্রসঙ্গঃ চক্রকঃ। উদাহরণঞ্চ

উৎপত্তির পর সকলকালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু, এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘটমাত্র, এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে, কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন? 'অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞান রূপ হয় তবে এই ঘটটী জ্ঞানসামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞান রূপ হয়, সে জ্ঞানসামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে, সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়। এবং স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয় তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্যজন্যত্ব স্ববৃত্তিবৃত্তিত্ব স্বজ্ঞানজ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয় সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্য ফলজন্য হয় তবে এই বৃক্ষজন্যফলের অনধিকরণ কালের উত্তর-ক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটি যদি এই বৃক্ষজাত ফলজন্য হইত, তবে এইবৃক্ষজাত ফলটি এইবৃক্ষ জন্মাইবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত যেহেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না সেইরূপ এইবৃক্ষজন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এইবৃক্ষটি এইবৃক্ষজাত ফলজন্য নহে। এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয় তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত, এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞান স্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞানসামগ্রী হইতে জন্য হইত। এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তিধারা কল্পনা প্রযুক্ত, অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থা দোষ। এবং উক্ত অনবস্থা দোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে

একমধিকং যোজয়িত্বা করণীয়ম্। অব্যবহিতপরম্পরারোপাধীনানিষ্টপ্রসঙ্গোঽনবস্থা। যথা ঘটত্বং যদি ঘটজনকতাবচ্ছেদকং স্যাৎ ঘটান্যবৃত্তিঃ স্যাৎ ঘটত্বং যদি জন্যত্বব্যাপ্যং স্যাৎ কপালসমবেতত্বং ব্যাপ্যং স্যাৎ ইতি কেচিদাহুঃ। তদন্যবাধিতার্থকপ্রসঙ্গাত্তু উক্তান্যপ্রসঙ্গঃ। এষোঽপি দ্বিবিধঃ ব্যাপ্তিপরিশো-

---

হয়। যথা, অবিভজ্য পরমাণুকে যদি নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয়। এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে, সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিকসংখ্যক অবয়ব দ্বারা গঠিত, সেই বস্তু তদপেক্ষায় মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট। এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষায় অল্পসংখ্যক অবয়ব দ্বারা সঙ্গঠিত, সেই বস্তু তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র। অতএব এই স্থলে যেরূপ পর্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত। উভয়ের অবগত ন্যূনাধিক্য স্থির করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। অতএব উভয়েই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিমাণের আপত্তি হইতে পারে। এইরূপ অনবস্থা ভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে। এবং যেরূপ বিচার স্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে। সেইরূপ সাক্ষীব্যক্তি সেই ঘটনা স্থলে ছিল কি না? এই রূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়। এই রূপ অসঙ্খ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভব নাই। এস্থলেও এইরূপ অনবস্থা দোষ ভয়ে একটী মাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে। অথবা জগৎস্রষ্টা নিরাকার জগদীশ্বরকে যদি জন্য বস্তু মাত্রেই কোন শরীরী কর্ত্তৃক সৃষ্ট, নিরাকারের দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত

ধকো বিষয়পরিশোধকশ্চেতি পরিশোধক ইতি নির্ণায়ক ইত্যর্থঃ। আদ্যো যথা ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ বহ্নিজন্যো ন স্যাদিত্যাদি, দ্বিতীয়ো যথা পর্ব্বতো যদি নির্ব্বহ্নিঃ স্যান্নির্ধূমঃ স্যাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

করিয়া তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয়। এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টি নির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বর কল্পনা করিতে হয়। এইরূপ অনন্ত কোটি কোটি সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য দার্শনিকগণ নিরাকার একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন। অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে? কি? অন্য কোন সুমহৎ সাকার আধারের উপর আছে? এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই আধার বস্তুর স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার আর একটী সাকার আধার কল্পনা করিতে হয়। এবং ঐরূপে তাহারও আধার অন্তর স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং অনন্ত আধার কল্পনা করিয়াও পৃথিবী কাহার উপর আছে? তাহা নির্ণয় হইবার সম্ভব নাই। এইরূপ অনবস্থা দোষে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই। পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থকপ্রসঙ্গ। ইহাও দুই প্রকার, ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, ও বিষয়পরিশোধক অর্থাৎ যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যথা ধূমেতে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূম দ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমেতে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে সে কাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। এজন্য তর্ক দ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ

বিমৃশ্য পক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ ॥ ৪১ ॥ সূ ॥

পক্ষাভ্যাং বাদিপ্রতিবাদিবাক্যাভ্যাং বিমৃশ্য সন্দিহ্য অর্থস্য এককোটেরর্থাবধারণং অপ্রমাণ্যশঙ্কারহিতং যৎ জ্ঞানং স নির্ণয়ঃ নির্ণয়পদার্থঃ। এতচ্চ বিচারস্থলাভিপ্রায়েণোক্তং। সামান্যনির্ণয়ঞ্চ তদভাবাপ্রকারকত্বে সতি তৎপ্রকারকং একধর্ম্মিকং জ্ঞানং তত্বং। মিশ্রাদয়স্তু নির্ণয়পদং অবধারণপরং। অবধারণাত্মকং জ্ঞানন্তু এককোটিব্যাপ্যনিশ্চয়ানন্তরমেব জায়তে ইতি ব্যাচক্ষতে। ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীহরিনাথতর্কসিদ্ধান্তবিরচিতটীকাসহিতং গৌতমসূত্রস্য প্রথমাধ্যায়ীয়প্রথমাহ্নিকম্॥ ৪১ ॥

অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার সন্দেহ) দূর করা আবশ্যক। যথা ধূম বহ্নিব্যভিচারী কি না এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয় তবে বহ্নি হইতে জন্মাইত না; কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে এই আপত্তি করিলে ধূমেতে বহ্নিব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তি নির্ণয় জন্মে, একারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। এবং যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তিভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয় তাহার নাম বিষয়পরিশোধক। যথা, পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয় তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্ক দ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপবিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয়পরিশোধক ॥ ৪০ ॥

নির্ণয় নিরূপণ।

বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের বাক্য জন্য সংশয় উপস্থিত হইয়া পরে ন্যায়প্রয়োগ, তাহাতে দোষোদ্ভাবন, ও ঐ দোষের উদ্ধার করিলে যে এক পক্ষের অবধারণ হয় তাহার নাম নির্ণয়। এইটী বিচারস্থলীয় নির্ণয় অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য জন্য সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইবে। যথা, এই মনুষ্য, এইটী গো ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

প্রথমাধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।